পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 322 Tuesday, 27 October, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৩২২ সংখ্যা ❋ ৯ কার্তিক ১৪৩৩, মঙ্গলবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

Ministry of Home Affairs
Government of India

যেসব সাহসী ব্যক্তি ভারতকে নকশালমুক্ত করতে অবদান রেখেছেন, তাদের উদ্দেশ্যে একটি বার্তা লিখুন এবং তা অনলাইনে শেয়ার করুন

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীকে স্যালুট

জাতীয় ঐক্য দিবস
৩১শে অক্টোবর, ২০২৬
একতা নগর, গুজরাট

একই জায়গায় ঐক্যের নানা রঙ দেখুন

ভারত পর্ব
১লা থেকে ১৫ই নভেম্বর, ২০২৬
একতা নগর, গুজরাট

Rashtriya Ekta Diwas

তথ্যের জন্য এবং থাকার জায়গা বুক করতে স্ক্যান করুন, অথবা ভিজিট করুন rashtriyaektadiwas.com

শ্রী নরেন্দ্র মোদী
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

CBC 19101/13/0020/2627

সংবাদমাধ্যমে খবর দেওয়ার জন্য ড্রপবক্স তৈরি করতে হবে। শমীক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ অক্টোবরঃ বাংলায় আবার ভোটের দামামা বাজতে শুরু করেছে। সব ঠিক থাকলে নভেম্বর মাসের শেষ লগ্নে কলকাতা ও হাওড়ায় পুরভোট হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। ইতিমধ্যেই প্রার্থীর জন্য 'ড্রপ বক্স' বসিয়েছে বিজেপি। ইতিমধ্যেই তাতে অনেকে আবেদন করেছেন। তারপর আবার তৃণমূলের প্রাক্তন কয়েকজন কাউন্সিলর বিজেপির প্রার্থী হবেন কি না সেই নিয়ে জল্পনা চলছে। এই নিয়েই এবার উত্তর দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। একই সঙ্গে ড্রপবক্সে প্রার্থীদের আবেদন নিয়েও মুখ খুলেছেন তিনি। প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলররা ড্রপবক্সে আবেদন করলে সেক্ষেত্রে আপনারা তাঁদের টিকিট দেবেন? সাংবাদিকের এই প্রশ্নেরই উত্তর দেন শমীক। বলেন, ''কেউ যদি ড্রপ বক্সে ঝাঁপ মারে তখন তো দেখতে হবে হাত-পা ঠিক আছে কি না। শরীর ঠিক আছে কি না। মাথায় চোট আছে কিনা। তারপর তো এইসব প্রশ্ন আসবে।'' তবে, কি বকলমে বিজেপি নেতা বোঝাতে চাইলেন যে, দুর্নীতিগ্রস্ত কোনও তৃণমূলের জায়গা নেই

বিজেপিতে? জল্পনা ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। এ দিন, ড্রপবক্স নিয়েও কার্যত মুখ খুলেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। কাদের প্রার্থী করা হবে, তাও একপ্রকার ঠিক হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন শমীক ভট্টাচার্য। এ দিন একটু মজার ছলেই বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলেন, ''যা যা দেখার আমরা দেখে নিয়েছি। আরও কিছু দেখব। আর আপনাদের সংবাদ মাধ্যমে খবর দেওয়ার জন্য ড্রপ বক্স তৈরি করতে হয়। যেটা হওয়ার সেটা হয়ে আছে।'' এনসিপিআইয়ের সঙ্গে বিজেপির জোট জল্পনা নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতির বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে দুই তৃতীয়াংশ আসন নিয়ে সরকার গড়েছে বিজেপি। বিজেপি সারাজীবন একাই লড়েছে। তাঁর মতে, নন ইস্যুকে ইস্যু বানিয়ে কোনও লাভ নেই। বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে তৃণমূলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়ে আমরা দুই-তৃতীয়াংশে আসনে জয়ী হয়েছি। শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে সরকার চলছে। নন-ইস্যুকে ইস্যু বানিয়ে লাভ নেই। বিজেপি বিজেপির মতো আছে। আমাকে আমার মতো থাকতে দাও।'' শমীক আরও বলেন, ''বিজেপিতে তো সারাজীবন একাই লড়ে এসছে। আমরা যখন এই রাজনৈতিক দল করা শুরু করি, তখন থেকে ভোটের শতাংশ এক শতাংশের নীচে। বিজেপির ইতিহাস সংঘর্ষের ইতিহাস। কংগ্রেসীদের হাতে শ্যামাপ্রসাদের রক্ত লেগে রয়েছে। সেই হাত ধরতে গেলে একটু চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।'' উল্লেখ্য, লক্ষ্মীপুজোয় এনসিপিআই সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী অর্জুন সিং। কলকাতা উত্তরের সাংসদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিলেন, সুদীপের বাড়িতে আসার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। এটা পুরোপুরি সৌজন্য।

হলদিয়া পুরসভা ৩০-০ করার ডাক শুভেন্দুর!

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ২৬ অক্টোবরঃ সোমবার তমলুক সাংগঠনিক জেলায় বিজেপির নতুন দলীয় কার্যালয়ের ভূমিপুজো অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ চাল রাজ্য রাজনীতিতে। তমলুকের মাটি থেকে আসন্ন হলদিয়া পুরসভা নির্বাচন নিয়ে আক্রমণাত্মক মেজাজে হুঙ্কার দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। দলীয় কর্মীদের উজ্জীবিত করে তিনি স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দেন যে, হলদিয়া পুরসভার সমস্ত আসনেই জয় ছিনিয়ে নিতে হবে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খালি হাতে একেবারে 'বাটি হাতে' ফেরত পাঠাতে হবে। এদিনের দলীয় কর্মসূচি থেকে শুভেন্দু অধিকারী কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ''সামনেই হলদিয়া পুরসভার নির্বাচন রয়েছে। এই নির্বাচনে জেলার সমস্ত স্তরের কর্মীরা একেবারে কোমর বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়বেন এবং ৩০টি আসনেই বিরোধীদের সম্পূর্ণ শূন্য করে দিতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একেবারে খালি হাতে বাটি নিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করতে হবে। আমাদের অতীতে প্রচুর ক্ষতি করা হয়েছে, তাই আগামী দিনে যাতে তাঁরা আর কোনও ধরনের ক্ষতি করার সুযোগ না পান, সেই বন্দোবস্ত আপনাদেরই করতে হবে।'' এর পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত শক্ত করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ''সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকুন এবং অত্যন্ত সতর্ক থাকুন, যাতে দিমাগী নকশাল, টুকরো টুকরো গ্যাং, কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদী এবং আরশোলা-ছারপোকারা কোনও ভাবেই মাথাচাড়া দিয়ে বংশবিস্তার করতে না পারে।'' অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে সদ্য সমাপ্ত দুর্গোৎসবের প্রসঙ্গও উত্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, এ বছর রাজ্যজুড়ে মোট ৬৬ হাজার দুর্গাপুজো অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসবের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। তবে উত্তর কলকাতার চোরবাগান সর্বজনীনের মর্মান্তিক পদপিষ্টের ঘটনার কথা স্মরণ করে তিনি গভীর শোক প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''চোরবাগানের এই অনভিপ্রেত দুর্ঘটনায় ১৯ জন সহনাগরিক প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং ২৫ জন আহত

● এরপর ৬ পাতায়...

জ্ঞানেশ কুমারের নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবরঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নিয়োগ এবং তাঁর সাম্প্রতিক কার্যপদ্ধতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন মমতাপন্থী আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী। আদালত জানিয়ে দিয়েছে, চলতি সপ্তাহেই মামলার শুনানি শোনা হবে। উল্লেখ্য, নতুন আইনি কাঠামোয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে জ্ঞানেশ কুমার আসার পর থেকেই সরব হয়েছিল বিরোধী দলগুলি। এসআইআর প্রক্রিয়ায় লক্ষাধিক বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়ার ঘটনা ঘিরে যখন বিতর্ক তুঙ্গে, তখন ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদনে আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকা থাকেনি। সেখানে লেখা হয়, কমিশনের বাকি দুই সদস্য- সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক জোশিকে অন্ধকারে রেখেই একতরফা নির্দেশ জারি করছেন জ্ঞানেশ। অন্য দুই কমিশনারের একাধিক লিখিত আপত্তিও তিনি উপেক্ষা করেছেন বলে অভিযোগ। এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসতেই জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে সরব হয় 'ইন্ডিয়া'। এরই প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টে জোড়া আইনি ধাক্কা দিয়েছে মমতা তৃণমূল। রাজ্যজুড়ে এসআইআর প্রক্রিয়ায় গাফিলতির অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টে আগেই একটি মামলা বিচারাধীন ছিল। সোমবার মমতা তৃণমূলের তরফে দোলা সেন ও আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের ক্ষমতার অপব্যবহার এবং কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বৈধতা তুলে নতুন আবেদনটি দায়ের করেন। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত জানান, পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর সংক্রান্ত পুরনো মামলার সঙ্গেই মমতার শিবিরের এই নতুন আর্জিটি যুক্ত করে চলতি সপ্তাহে একসঙ্গে যৌথ শুনানি গ্রহণ করা হবে। আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি রাস্তা ও সংসদেও আক্রমণের ঝাঁজ বাড়াতে চাইছে বিরোধী

● এরপর ৬ পাতায়...

উৎসবের মরশুমে উপহার!

রেলমন্ত্রীকে সরাসরি গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ট্রেনের আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ অক্টোবরঃ উৎসবের মরশুমে রাজ্যবাসীর জন্য উপহার। দীপাবলির আনন্দকে দ্বিগুণ করে সাঁতরাগাছি থেকে রাজস্থানের জয়পুর (খাতিপুরা) রুটে চালু হল সাপ্তাহিক দূরপাল্লার ট্রেন পরিষেবা। সোমবার ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে নতুন এই ট্রেনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ভার্চুয়ালি সাঁতরাগাছি-খাতিপুরা ট্রেনের চাকা গড়ালে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, এর আগে রাজস্থানগামী ট্রেন ধরতে কলকাতার মানুষকে খড়্গপুর পর্যন্ত ছুটতে হত। এখন সাঁতরাগাছি ও টাটানগর থেকেই সরাসরি জয়পুর পর্যন্ত ট্রেন পেয়ে যাবেন যাত্রীরা। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, প্রতি বুধবার দুপুর ২টো ১৫ মিনিটে সাঁতরাগাছি স্টেশন থেকে ট্রেনটি ছাড়বে এবং পরদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাত ১১টা নাগাদ জয়পুর সংলগ্ন খাতিপুরা স্টেশনে পৌঁছবে। ফিরতি পথে শুক্রবারে সকাল ৯টা ২০ মিনিটে খাতিপুরা থেকে ছো‌ে শনিবার সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে সাঁতরাগাছিতে এসে পৌঁছবে ট্রেনটি। ১৬ কামরার আধুনিক এলএইচবি কোচে সাজানো এই ট্রেনে ৮টি স্লিপার, ১টি থ্রি-এসি এবং ৩টি থ্রি-এসি ইকোনমি কামরা থাকবে। যাত্রা পথে ট্রেনটি খড়্গপুর, টাটানগর, পুরুলিয়া, রাঁচি, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন, প্রয়াগরাজ, কানপুর সেন্ট্রাল এবং আগ্রা হয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে দাঁড়াবে। অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে নতুন এই ট্রেন চালুর জন্য রেলমন্ত্রীকে

ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে কলকাতায় মেট্রোর শেষ হওয়া কাজগুলি দ্রুত চালু করার আর্জি জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আগামী ১৭ থেকে ২৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব, তার পর প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলন এবং ওয়ার্ল্ড এনার্জি সপ্তাহ রয়েছে। তার আগেই যেন মেট্রো রুটগুলির উদ্বোধন সম্পন্ন করা হয়।'' রেলমন্ত্রীর কাছে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত রেল পরিষেবা চালুর দাবি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। গঙ্গাসাগর পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণের জন্য সমীক্ষক দল পাঠানোরও অনুরোধ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, গঙ্গাসাগর দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান। তাই এই পুণ্যভূমিকে রেল মানচিত্রে আরও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। গঙ্গাসাগরে যাতায়াত আরও সহজ করতে মুড়িগঙ্গার উপর সেতু তৈরির কাজও শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ২০২৯ সালের মধ্যে সেতুর কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''অশ্বিনীজিকে অনুরোধ করব আপনি শ্রীনগর কাশ্মীর থেকে শুরু করে রামেশ্বরম পর্যন্ত অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। একটা দিতেই হবে আপনাকে বাংলার জন্য। গঙ্গাসাগরের জন্য রেললাইন চাই। গঙ্গাসাগর আমাদের বিশ্বাস, আস্থার প্রধান কেন্দ্র। সব তীর্থ একবার গঙ্গাসাগর বারবার। মুড়ি গঙ্গার উপর ব্রিজ বানানোর কাজ শুরু করে দিয়েছি। ২০২৯-এর মধ্যে কাজ হয়ে যাবে। রেল মানচিত্রে গঙ্গাসাগরকে গুরুত্ব দিন।'' উল্লেখ্য, এর আগেও গঙ্গাসাগরে রেল পরিষেবা চালু নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও রেলমন্ত্রীর মধ্যে বৈঠক হয়েছে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছিল, আগামী বাজেটে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ট্রেন পেতে পারেন বাংলার মানুষ। বিগত সরকারের আমলে আটকে থাকা চিংড়িঘাটা মেট্রো প্রকল্পের কাজ বর্তমান রাজ্য সরকার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শেষ করেছে। সেই কথা উল্লেখ করে তিনি আগের তৃণমূল সরকারকে 'তুষ্টিকরণ দুর্নীতি ও পরিবারবাদের' সরকার বলে কটাক্ষ করেন। এ ছাড়াও রেলমন্ত্রীর কাছে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত সরাসরি রেলপথ চালুর বিশেষ আর্জিও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কলকাতার আসন পুনর্বিন্যাস নিয়ে প্রশ্ন

পুরভোটের আগে ডিলিমিটেশন বাতিলের আর্জি নিয়ে হাইকোর্টে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ অক্টোবরঃ নভেম্বরে কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার ভোট হওয়ার কথা। তবে নির্বাচনের আগেই শুরু হয়ে গেল আইনি লড়াই। কলকাতা পুরসভার নতুন ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার বৈধতা ও যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন কসবার এক বাসিন্দা। পুরভোটের মুখে ডিলিমিটেশন বাতিলের এই আর্জি নতুন করে তৈরি করেছে বড়সড় বিতর্ক ও রাজনৈতিক সমীকরণ। সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের পুজো অবকাশকালীন বেঞ্চের বিচারপতি আর্যক দত্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মামলাকারীর আইনজীবী শামীম আহমেদ। পরবর্তীতে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ মামলাটি দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে। আগামী ২৮ অক্টোবর মামলাটির বিস্তারিত শুনানির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আদালতের সিদ্ধান্ত পুরভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা থেকে শুরু করে সমগ্র নির্বাচনী প্রস্তুতির ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। উল্লেখ্য, অতীতে কলকাতা পুরসভায় মোট ওয়ার্ডের সংখ্যা ছিল ১৪৪টি। তবে সাম্প্রতিক ডিলিমিটেশনের পর ৬৫টি ওয়ার্ড বেড়ে সেই সংখ্যা এক ধাক্কায় দাঁড়িয়েছে ২০৯-এ। এই আসন বৃদ্ধির সামঞ্জস্য নিয়েই মূল আপত্তি তুলেছেন মামলাকারী। তাঁর দাবি, ডিলিমিটেশনের সময় ওয়ার্ডগুলির ভৌগোলিক অবস্থান, জনবিন্যাস এবং

প্রশাসনিক ভারসাম্যের বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়নি। মামলাকারীর পক্ষের আইনজীবী শামীম আহমেদ অভিযোগ জানিয়ে বলেন, ''নতুন আসন নির্ধারণে যুক্তিসঙ্গত কোনও সাযুজ্য বা নীতি মানা হয়নি। কোথাও ওয়ার্ডের আয়তন ও সীমানায় মারাত্মক অসঙ্গতি রয়েছে, আবার কোথাও জনসংখ্যার অনুপাতের সঙ্গে নতুন কাঠামোর সামঞ্জস্য নেই। পুরভোটের আগে এই একতরফা ডিলিমিটেশন কতটা আইনসম্মত তা খতিয়ে দেখে আদালত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।'' আগামী সপ্তাহে হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশিকার দিকেই এখন নজর থাকবে রাজ্য রাজনৈতিক ও আইনি মহলের।

'মোদির বাবাও যাবে!'

খাড়্গের মন্তব্যের বিরোধিতায় দেশজুড়ে বিক্ষোভ বিজেপির, চাইতে বলা হল ক্ষমা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবরঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রয়াত বাবাকে উদ্দেশ্য করে 'অশালীন' ও 'আপত্তিকর' মন্তব্যের জেরে সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় তুলল ভারতীয় জনতা পার্টি। সোমবার দেশের সমস্ত রাজ্য সদর দফতরে একযোগে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপি নেতৃত্ব খাড়্গের ইস্তফা এবং প্রকাশ্যে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছে। একই সঙ্গে বিতর্ককে ঘিরে জাতীয় রাজনীতিতে শাসক ও বিরোধী পক্ষের চরম কাদা ছোড়াছুড়ি শুরু হয়ে গিয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত ঘটেছিল রবিবার পাটনায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে। জনসভায় আসা এক ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী মোদি কোথাও যাবেন না বলে চিৎকার করলে, তার উত্তরে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে বিতর্কিত মন্তব্য করে বসেন। বলেন, ''উনি যাবেন না, ওঁর বাবা যাবে!'' এই ঘটনার পর থেকেই সারা দেশে বিজেপির বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে। বিহারের রাজধানী পাটনায় হাজার হাজার বিজেপি কর্মী-সমর্থক খাড়্গের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে মিছিল বের করেন এবং তাঁর কুশপুতুল দাহ করেন। একই ছবি ধরা পড়েছে জম্মু ও বেঙ্গালুরুর ফ্রিডম পার্ক সহ দিল্লি, মুম্বই, রাঁচি ও কলকাতাতেও। কংগ্রেস সভাপতির মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ''এই পুরো ঘটনায় সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, এই আপত্তিকর মন্তব্য কিন্তু সাধারণ কোনও

● এরপর ৬ পাতায়...

উপগ্রহ চিত্রে ধরা পড়ল ভয়াবহ রূপ, বাংলার ৬ জেলায় দুর্যোগের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ অক্টোবরঃ বঙ্গোপসাগরের গভীর নিম্নচাপ অবশেষে ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এ পরিণত হয়েছে। ইসরোর উপগ্রহ চিত্রে দেখা গেছে, প্রবল গতিতে চক্রাকারে ঘুরতে থাকা ঘন মেঘ ঘূর্ণি তৈরি করে প্রবল শক্তি সঞ্চয় করছে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আইএমডি অন্ধ্রপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ওড়িশার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 'রেড অ্যালার্ট' বা লাল সতর্কতা জারি করেছে। আবহাওয়াবিদদের হিসাব অনুযায়ী, গত ছয় ঘণ্টায় ১৫ কিলোমিটার ঘণ্টা বেগে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে এই ঝোড়ো ব্যবস্থাটি অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব' উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আগামী ২৮ অক্টোবর সকালের মধ্যে বাপাটলা ও বিশাখাপত্তনমের মধ্যবর্তী ইয়ানাম উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে। স্থলভাগে আছড়ে পড়ার সময় ঝড়ের গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ১১৫ থেকে ১২৫ কিলোমিটার,

যা দমকা হাওয়ার সঙ্গে সর্বোচ্চ ১৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। বর্তমানে এই সিস্টেমটি ওড়িশার গোপালপুর থেকে প্রায় ৬১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে এবং অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম থেকে ৬৫০ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থান করছে। ঘূর্ণিঝড়টির পরোক্ষ প্রভাবে মঙ্গলবার থেকেই পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী বঙ্গোপসাগর চরম উত্তাল হতে শুরু করবে। সমুদ্র 'অতি উত্তাল' হয়ে ওঠার আশঙ্কায় বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ জারি করা হয়েছে। যে সমস্ত মৎস্যজীবী ইতিমধ্যেই গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছেন, তাঁদের দ্রুত সোমবারের মধ্যেই নিরাপদে তীরে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঝড়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হবে বাংলার মূল ভূখণ্ডেও। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টা ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। এছাড়া কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবার উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে বৃহস্পতিবার থেকেই আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারে

● এরপর ৬ পাতায়...

'জ্ঞানেশ কুমারকে বরখাস্ত করলে ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাবে'

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবরঃ দিওয়ালির কেনাকাটার মরশুমে প্রতিবাদ-বিক্ষোভের সলতে পাকছে। যার জেরে দিল্লির জনজীবন ও ব্যবসা-বাণিজ্য স্থবির হয়ে পড়াটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। আর তাতে লোকসানও হতে পারে। এই অভিযোগ কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রধান বিরোধী দল- দু'পক্ষেরই গোচরে এনেছে রাজধানীর ব্যবসায়ীরা। সেই ব্যবসায়ী সমাজের পাশে দাঁড়িয়ে সোমবার কেন্দ্রকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর অভিযোগ, রাস্তা সিল করা, মেট্রো চলাচল বন্ধ রাখা এবং পুরো দিল্লিকে কার্যত স্তব্ধ করে দেওয়ার মাধ্যমে সাধারণ ব্যবসায়ীদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে সরকার। এই পুরো পরিস্থিতির জন্য 'ভোট চুরি'কেই দায়ী করেছেন কংগ্রেস নেতা। সোশ্যাল মিডিয়ায় দিল্লির ব্যবসায়ীদের আশ্বাস দিয়ে রাহুল লেখেন, 'দিল্লির প্রতিটি ব্যবসায়ীর

● এরপর ৬ পাতায়...

লুলা দা সিলভার জয়ে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর, ভারত-ব্রাজিল কৌশলগত অংশীদারিত্ব জোরদারের বার্তা

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর ঃ ঐতিহাসিক নির্বাচনে জয়লাভ করে পুনরায় ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং গ্লোবাল সাউথের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে. আগামী দিনে একযোগে কাজ করার বার্তা দিয়েছেন তিনি।সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানান, ভারত ও ব্রাজিলের বহুমুখী কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও গভীর ও প্রসারিত করতে তিনি লুলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার অপেক্ষায় রয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন, দুই দেশ যৌথভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করবে, গ্লোবাল সাউথের যৌথ অগ্রাধিকারমূলক বিষয়গুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং একটি আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়সঙ্গত ও টেকসই বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ অব্যাহত রাখবে।

রাহুল গান্ধীর কনভয়ের গাড়ি দুর্ঘটনার তদন্তে সিট গঠন উত্তর প্রদেশ পুলিশের

লখনউ, ২৬ অক্টোবরঃ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর কনভয়ের পেছনে থাকা গাড়ি দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করল উত্তর প্রদেশ পুলিশ। রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের (ডিজিপি) নির্দেশে এই তদন্তকারী দল গঠনের সিদ্ধান্ত। সুলতানপুর যাওয়ার পথে সোমবার পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়েতে রাহুল গান্ধীর কনভয়ের পেছনে থাকা কয়েকটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষের এই ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার সামগ্রিক কারণ এবং সম্ভাব্য গাফিলতি খতিয়ে দেখতে লখনউ রেঞ্জের আইজি কিরণ এস.-কে এই সিট-এর প্রধান নিযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ব্রিজ নারায়ণ সিং এবং ট্রাফিক বিভাগের সিও রামকৃষ্ণ চতুর্বেদীকে সিটের সদস্য করা হয়েছে।তদন্তকারী এই দল দুর্ঘটনার মূল কারণ ও সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি কনভয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, এসকর্ট প্রটোকল এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করবে। যত দ্রুত সম্ভব বিশদ তদন্ত রিপোর্ট পুলিশ সদর দফতরে জমা দেওয়ার জন্য সিটকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ফাররুখাবাদে সাত পুলিশকর্মীকে বদলির নির্দেশ

ফাররুখাবাদ, ২৬ অক্টোবর ঃ উত্তর প্রদেশের ফাররুখাবাদে এমএলসি নির্বাচনে রাজেপুর খণ্ড উন্নয়ন কার্যালয়ের গেটে ডিউটির সময় মোবাইল দেখার অভিযোগে বড় পদক্ষেপ নেওয়া হলো পুলিশ বিভাগে। এক উপ-পরিদর্শক সহ মোট সাত জন পুলিশকর্মীর বদলির নির্দেশ জারি করলেন পুলিশ সুপার আরতি সিং।সোমবার পুলিশ সুপার জানান, রাজেপুর থানায় কর্মরত উপ-পরিদর্শক অরবিন্দ অবস্থী, মুখ্য কনস্টেবল মুকেশ কুমার ও অজয় কুমার এবং কনস্টেবল কুশলপাল সিং, রবীন্দ্র কুমার, ভাবনা, প্রিয়াঙ্কা, দীনেশ কুমার ও শিবরাজ সিংয়ের বিরুদ্ধে এই বদলির নির্দেশ জারি হয়েছে। এর মধ্যে শিবরামকে প্রধান

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

অযোধ্যা থেকে পরশুরাম কুণ্ড পর্যন্ত বের হবে আমন্ত্রণ রথযাত্রা, ৪ ডিসেম্বর থেকে হবে সূচনা

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর ঃ অরুণাচল প্রদেশে অবস্থিত শ্রী পরশুরাম কুণ্ডে স্থাপিত ভগবান পরশুরামের ৫১ ফুট উঁচু মূর্তির উন্মোচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিতে গতি আনতে বিপ্র ফাউন্ডেশন দেশব্যাপী আমন্ত্রণ রথযাত্রা বের করবে। এই যাত্রা ৪ ডিসেম্বর ২০২৬ এ অযোধ্যা থেকে শুরু হয়ে ২৪ ডিসেম্বর শ্রী পরশুরাম কুণ্ডে পৌঁছাবে। এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ভক্তদের প্রতিমা উন্মোচন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। মূর্তিটি ২০২৭ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে উন্মোচন করার কথা রয়েছে। অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত তারিখ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনার পর ঘোষণা করা হবে।রথযাত্রা ও উন্মোচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সংক্রান্ত বিষয়ে বিপ্র ফাউন্ডেশনের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির একটি বিশেষ বৈঠক রবিবার কলকাতার ই.এম. বাইপাস সংলগ্ন স্প্রিং ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সভাপতি সত্যনারায়ণ শ্রীমালির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে দেশজুড়ে ১৫০ জনেরও বেশি পদাধিকারী, কার্যনির্বাহী সদস্য এবং বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিতি খাতায় ১৪৭ জন প্রতিনিধির স্বাক্ষর নথিভুক্ত করা হয়। বৈঠকটি অনলাইনেও সম্প্রচার করা হয়েছিল।সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ড. সুনীল শর্মা বৈঠকটি

পরিচালনা করেন। এতে প্রতিষ্ঠাতা সুশীল ওঝা, প্রাক্তন জাতীয় সভাপতি বনওয়ারিলাল সোতি, ধর্মনারায়ণ জোশী এবং রাধেশ্যাম শর্মা 'গুরুজী' সহ সংগঠনের বিভিন্ন পদাধিকারীরা উপস্থিত ছিলেন। বিপ্র চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির জাতীয় সভাপতি ড. বিজয় বাসোটিয়া এবং ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর পরশুরাম কনশাসনেস-এর চেয়ারপার্সন ড. হর্ষা ত্রিবেদীও এতে অংশ নেন। বিপ্র ফাউন্ডেশনের জোন-৭ (কলকাতা)-র জোনাল সভাপতি কিষাণ গোস্বামীর নেতৃত্বে বৈঠকটি আয়োজিত হয়।দুটি কমিটি গঠন ও পুনর্গঠনের সিদ্ধান্তবৈঠকে পরশুরাম মূর্তি স্থাপন কমিটি পুনর্গঠন করে ধর্মনারায়ণ জোশীকে চেয়ারম্যান, পরমেশ্বর শর্মাকে সভাপতি এবং রমেশ শর্মাকে আহ্বায়ক মনোনীত করা হয়। কমিটিতে আরও আটজন পদাধিকারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে, সংগঠনের কাজকর্ম ও গতিবিধি নজরদারির জন্য একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন শৃঙ্খলা কমিটি গঠন করা হয়। রাধেশ্যাম শর্মাকে এর সভাপতি এবং শ্রীকান্ত পারাশরকে আহ্বায়ক করা হয়েছে। ড. বিজয় বাসোটিয়া, অশোক পারীক, মহাবীর প্রসাদ শর্মা, কুলদীপ ব্যাস, জিতেন্দ্র কুমার ভরদ্বাজ, লোকেশ শর্মা, বনওয়য়রিলাল সেবদা, রামনারায়ণ ভৈরবলাল শর্মা এবং হরিনারায়ণ ব্যাস এই কমিটির সদস্য হবেন।ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে বিভিন্ন কর্মসূচিবৈঠকে আগামী কর্মসূচির রূপরেখাও নির্ধারণ করা হয়। এর অধীনে ১৭ থেকে ২৩ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত গুয়াহাটিতে 'ব্রহ্মপুত্র ভাগবত মহোসব' আয়োজিত হবে। পরশুরাম কুণ্ডে ১৩ থেকে ১৫ জানুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত মকর সংক্রান্তি মেলার সঙ্গে একটি ত্রাণ শিবির স্থাপন করা হবে। এছাড়া ১৪ মার্চ ২০২৭ তারিখে 'গণেশ জীমণ' আয়োজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। জাতীয় সভাপতি সত্যনারায়ণ শ্রীমালি বলেন, পরশুরাম কুণ্ডে মূর্তি স্থাপন দেশজুড়ে সমাজবন্ধুদের বিশ্বাস ও সহযোগিতারই ফল। তিনি জানান, আমন্ত্রণ রথযাত্রার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি কোণায় উন্মোচন অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ পৌঁছে দেওয়া হবে। সংগঠনটি এখন সম্পূর্ণরূপে এই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির উপর মনোযোগ দেবে।বৈঠকে সংগঠনের ঐক্য ও সম্মিলিত অংশগ্রহণের ওপর জোর দিয়ে এই বার্তা দেওয়া হয়- প্রতিমা দণ্ডায়মান, আমরাও একসঙ্গে আছি।

জ্ঞানেশের নিয়োগ ও একাধিক সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে মমতা তৃণমূলের মামলায় মান্যতা

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর ঃদেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নিয়োগ এবং তাঁর আমলে নির্বাচন কমিশনের নেওয়া একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল শিবিরের মামলার দ্রুত শুনানির আবেদন মান্যতা পেল।ওই নিযোগে এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল। সোমবার শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন মমতাপন্থী তৃণমূলের আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী। বিচারপতি জানিয়েছেন, চলতি সপ্তাহে ওই মামলার শুনানি হবে।নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের আইন সংশোধন করার পর মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে বসেন জ্ঞানেশ। তাঁর নিয়োগের বিরোধিতা করেছিল বিরোধী দলগুলি। পরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) হয়। তাতে বহু বৈধ ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ চলে গিয়েছে বলে অভিযোগ। পশ্চিমবঙ্গে অনেক ভোটারের আবেদন বিবেচনাধীন রয়েছে।এই পরিস্থিতিতে সম্প্রতি একটি দৈনিকের এক রিপোর্টে দাবি করা হয়, এসআইআর সংক্রান্ত একাধিক সিদ্ধান্ত একতরফা ভাবে নিচ্ছেন জ্ঞানেশ। বাকি দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিংহ সান্ধু ও বিবেক জোশীর সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে না। এমনকি, তাঁরা একাধিক সিদ্ধান্তে বার বার আপত্তি জানালেও কর্ণপাত করা হয়নি।ওই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর জ্ঞানেশের পদত্যাগ চেয়ে আন্দোলন জোরদার করে বিরোধী শিবির। মমতার দল সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়।

১ নভেম্বরের ' ভোট বাঁচাও, দেশ বাঁচাও' সমাবেশে ব্যাপক অংশগ্রহণের আহ্বান খাড়গের

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর ঃ নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ এবং ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া অবিলম্বে বন্ধের দাবিতে আগামী ১ নভেম্বর দিল্লির রামলীলা ময়দানে সমাবেশের ডাক দিয়েছে কংগ্রেস। ' ভোট বাঁচাও, দেশ বাঁচাও' শীর্ষক এই মহাসমাবেশে সাধারণ মানুষকে ব্যাপক সংখ্যায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।সোমবার সমাজমাধ্যমের প্ল্যাটফর্ম এক্সে একটি ভিডিও প্রকাশ করে খাড়গে বলেন, উৎসবের মরসুমেও দেশের মানুষ লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির চাপে জর্জরিত। কিন্তু সরকারের এ বিষয়ে কোনও উদ্বেগ নেই। তাঁর অভিযোগ, কোটি কোটি ভারতীয়ের

কংগ্রেস এখন পাগলের দল, ১৯৭১ সালের উদাহরণ টেনে আক্রমণ নিশিকান্ত দুবের

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবরঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রয়াত পিতাকে নিয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের আপত্তিকর মন্তব্যের জেরে কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। কংগ্রেস মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে এবং গোটা দলটি চরম দুর্দশার মধ্যে পড়েছে বলে দাবি করেন তিনি। সোমবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি সাংসদ ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ও হেনরি কিসিঞ্জার তকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে অত্যন্ত কটু ও অপমানজনক ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। সেই সময় অটল বিহারী বাজপেয়ী থেকে শুরু করে লালকৃষ্ণ আডবানীর মতো বিরোধী নেতারা দেশের সংসদের ভেতরে ইন্দিরা গান্ধীর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কোনও আপত্তিকর মন্তব্য বরদাস্ত না করার সেই রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও শালীনতা বিরোধীরা বজায় রেখেছিলেন।কংগ্রেস নেতৃত্বের মানসিকতা নিয়ে আক্রমণ শানিয়ে নিশিকান্ত দুবে বলেন, একটার পর একটা নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পর কংগ্রেস আজও সেই ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তারা বুঝতে পেরেছে যে আগামী ১০ থেকে ২০ বছর তাদের বিরোধী আসনেই বসে থাকতে হবে। সেই হতাশা থেকেই তারা এই ধরনের কুরুচিকর আক্রমণ চালাচ্ছে।কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বকে নিশানা করে তিনি আরও মন্তব্য করেন, বর্তমান কংগ্রেস কার্যত একটি ' পাগলের দলে' পরিণত হয়েছে এবং মল্লিকার্জুন খাড়গে থেকে শুরু করে রাহুল গান্ধী- গোটা নেতৃত্বই এখন সেই মানসিকতা নিয়ে চলছে।

রেশনে সুজি-ময়দা নিয়ে শোরগোল, বিরোধীদের বিঁধলেন খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত

আগরতলা, ২৬ অক্টোবর ঃ কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে রাজ্যের রেশন কার্ডধারী পরিবারগুলির মধ্যে বিনামূল্যে সুজি, ময়দা ও চিনি বন্টনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর অব্যাহত। বিরোধীদের সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে খাদ্য দফতরের প্রস্তুতি ও বন্টন প্রক্রিয়ার অগ্রগতির কথা তুলে ধরলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তাঁর দাবি, রাজ্যের ৫৯ শতাংশ রেশন দোকানে ইতিমধ্যেই সুজি ও ময়দা পৌঁছে গিয়েছে। আগামী তিন থেকে চার দিনের মধ্যে রাজ্যের সর্বত্র এই দুই সামগ্রী বন্টনের কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, আগামী পাঁচ থেকে দশ দিনের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত রেশন দোকানে চিনি পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।লক্ষ্মীপুজোকে সামনে রেখে রাজ্য সরকারের এই বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী বন্টন কর্মসূচিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিরোধীদের একাংশের অভিযোগ, সাধারণ মানুষের কাছে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বিলম্ব হচ্ছে। রেশন দোকানে সামগ্রী না পাওয়া নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নও উঠছে। এই পরিস্থিতিতে বিরোধীদের অভিযোগের বিরোধিতা করে খাদ্যমন্ত্রীর দাবি, কিছু সিপিআই(এম)নেতা রেশন দোকানে খাদ্যসামগ্রী নেই বলে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। তাঁর বক্তব্য, বন্টন প্রক্রিয়া

চলছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সমস্ত ভোক্তার কাছে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।রবিবার খাদ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রায় ৯ লক্ষ ৯২ হাজার রেশন কার্ডধারী পরিবারকে বিনামূল্যে এই খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হবে। প্রতিটি পরিবার পাবে দুই কেজি ময়দা, এক কেজি চিনি এবং ৫০০ গ্রাম সুজি। এই প্রকল্পের আওতায় কোনও নির্দিষ্ট শ্রেণির রেশন কার্ডধারীদের সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি। এপিএল, বিপিএল, প্রায়োরটি গ্রুপ এবং অন্ত্যোদয়-সব শ্রেণির রেশন কার্ডধারী পরিবারই এই সুবিধা পাবে বলে জানিয়েছেন তিনি।তবে বন্টন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, সুজি ও ময়দা ইতিমধ্যেই রাজ্যের ৫৯ শতাংশ রেশন দোকানে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। বাকি দোকানগুলিতেও দ্রুত এই দুই সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে। আগামী তিন চার দিনের মধ্যে সর্বত্র সুজি ও ময়দা বন্টন সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ফলে যেসব পরিবার এখনও এই সামগ্রী পায়নি, তাদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা দেওয়া সম্ভব হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।চিনি বণ্টনের ক্ষেত্রে কিছুটা সময় লাগছে বলে স্বীকার করেছেন খাদ্যমন্ত্রী। তাঁর ব্যাখ্যা, চিনি বাইরে থেকে আনতে হচ্ছে। সেই কারণে সরবরাহ ব্যবস্থায় কিছুটা সময় লাগছে। তবে ইতিমধ্যেই চিনি বন্টনের কাজ শুরু হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। আগামী পাঁচ থেকে দশ দিনের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত রেশন দোকানে চিনি পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, সুজি ও ময়দার তুলনায় চিনি সরবরাহ সম্পূর্ণ করতে আরও কিছুটা সময় লাগতে পারে।এদিকে, খাদ্যসামগ্রী বন্টন নিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য ও পাল্টা বক্তব্যের আবহে বিরোধী নেতাদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন খাদ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে বলে কয়েকজন বিরোধী নেতা মিথ্যা দাবি করছেন। এই ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন।এদিন খাদ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী বন্টনের মতো জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে রাজনীতি না করে বাস্তব পরিস্থিতি যাচাই করে সংবাদ পরিবেশন করা উচিত। তাঁর মতে, বন্টন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি, সরবরাহের অবস্থা এবং সরকারের নির্ধারিত সময়সীমা বিবেচনা করেই এই বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করা প্রয়োজন।সব মিলিয়ে লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে রাজ্যের প্রায় ৯ লক্ষ ৯২ হাজার রেশন কার্ডধারী পরিবারের কাছে বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়াকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক তপরতার পাশাপাশি রাজনৈতিক বিতর্কও জারি রয়েছে। সরকারের তরফে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বন্টন সম্পন্ন করার আশ্বাস দেওয়া হলেও, বাস্তবে কত দ্রুত সমস্ত ভোক্তার হাতে সুজি, ময়দা ও চিনি পৌঁছায়, এখন সেদিকেই নজর থাকবে সাধারণ মানুষের।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মানবিক দাযিত্বই ব্রিকস দেশগুলোর ঐক্যের ভিত্তিঃওম বিড়লা

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর ঃ ভারতের সংসদের ঐতিহাসিক সংবিধান সদনে আয়োজিত দ্বাদশ ব্রিকস পার্লামেঃটারি ফোরামে সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে বিশ্বমঞ্চে ব্রিকসের গুরুত্ব ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের বার্তা দিলেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের পীঠস্থানে উপস্থিত প্রতিনিধিদের উদ্দেশে সোমবার লোকসভার অধ্যক্ষ বলেন, ঐতিহাসিক সংবিধান সদনে ব্রিকস সদস্য দেশগুলোর সংসদীয় প্রতিনিধি দলের উপস্থিতি এবং পারস্পরিক অঙ্গীকার এক তাপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা। সংলাপ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি যৌথ বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে ব্রিকস কাঠামোর মধ্যে সংসদীয় সহযোগিতাকে আরও জোরদার করার কথা তুলে ধরেন তিনি।চলতি বছর ব্রিকস সংসদীয় ফোরামের ২০-তম বার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে উল্লেখ করে ওম বিড়লা বলেন, এই মঞ্চটি দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বৈশ্বিক ঘটনাবলীতে এর প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে। ব্রিকস দেশগুলো বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এবং পৃথিবীর ভূখণ্ডের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের প্রতিনিধিত্ব করে। পাশাপাশি বিশ্ব অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও এই দেশগুলোর ভূমিকা অপরিসীম, যা এই জোটের সামগ্রিক শক্তি এবং বৈশ্বিক দাযিত্ব উভযকেই প্রতিফলিত করে।তিনি আরও যোগ করেন, ভৌগোলিক অবস্থান, সংস্কৃতি, ভাষা এবং সামাজিক কাঠামোর দিক থেকে ব্রিকস দেশগুলোর মধ্যে বৈচিত্র্য থাকলেও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং মানবতার প্রতি দাযিত্ববোধই সদস্য দেশগুলোকে এক সুতোয় বেঁধে রেখেছে।

উত্তর প্রদেশে রাহুলের কনভয়ের গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে, আহত একাধিক

সুলতানপুর (উত্তর প্রদেশ), ২৬ অক্টোবরঃ উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়েতে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর কনভয় এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। সোমবার সকালে লখনউ থেকে সুলতানপুর যাওয়ার পথে ৯১ কিলোমিটার মাইফলকের কাছে কনভয়ের কয়েকটি গাড়ি পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খায়। ঘটনায় কনভয়ে থাকা বেশ কয়েকজন দলীয় কর্মী, আধিকারিক ও নিরাপত্তা কর্মী আহত হয়েছেন। তবে রাহুল গান্ধী যে গাড়িতে ছিলেন, সেটি সম্পূর্ণ অক্ষত রয়েছে এবং তিনি নিরাপদেই আছেন।জানা গেছে, লখনউ বিমানবন্দর থেকে সুলতানপুরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল রাহুলের কনভয়। পথে এক্সপ্রেসওয়ের ওপর আচমকাই রাহুল গান্ধীর গাড়ির পেছনে থাকা পাঁচটি গাড়ি এবং একটি অ্যাম্বুলেন্স একে অপরকে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের ফলে গাড়িগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কয়েকজন আহত হন। আহতদের দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।২০১৮ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে এক মন্তব্যের জেরে দায়ের হওয়া মানহানি মামলার রায় ঘোষণা হওয়ার কথা সুলতানপুরের বিশেষ এমপিএমএলএ আদালতে। সেই আদালতের শুনানিতে অংশ নিতেই সোমবার সকালে দিল্লি থেকে লখনউ বিমানবন্দরে পৌঁছন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন শত শত দলীয় কর্মী-সমর্থক। সেখান থেকে সড়কপথে সুলতানপুর যাওয়ার সময়ই এই দুর্ঘটনার শিকার হয় কনভয়ের পেছনের অংশটি।

তৈরি হয়ে গেল ঘূর্ণিঝড়! ধেয়ে যাচ্ছে অন্ধ্রের দিকে, বঙ্গেও দুর্যোগ-শঙ্কা

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর ঃ বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়ে গিয়েছে ঘূর্ণিঝড়। পূর্ব-মধ্য এবং সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উপর যে গভীর নিম্নচাপটি ছিল, রাতে ১৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে তা পশ্চিম দিকে উপকূল অভিমুখে এগিয়েছে। সোমবার ভোরে তা থেকেই জন্ম নিয়েছে ঘূর্ণিঝড়। আপাতত আন্দামানের শ্রীবিজয়পুরম থেকে ৫৯০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম, বিশাখাপত্তনম থেকে ৬৫০ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণ পূর্ব, কাকিনাড়া থেকে ৭৩০ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণ পূর্ব, মছিলিপত্তনম থেকে ৮৩০ কিলোমিটার পূর্ব এবং বাপাতলা থেকে ৯১০ কিলোমিটার পূর্ব দিকে তার অবস্থান। উপকূলের সঙ্গে দূরত্ব ক্রমশ কমছে।সোমবার মধ্যরাতের মধ্যেই ঘূর্ণিঝি। আরও তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়ে যাবে। আরও শক্তি বাড়িয়ে তা অতি তীব্র আকার নেবে মঙ্গলবারই। অতি তীব্র ঘূর্ণিঝড় এর পর আরও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে এবং অন্ধ্রপ্রদেশ ও ইয়ানাম উপকূলে বাপাতলা, বিশাখাপত্তনমের মধ্যবর্তী অংশ দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করবে। 'ল্যান্ডফলের সময় ঝড়ের গতি থাকবে ঘণ্টায় ১১৫ থেকে ১২৫ কিলোমিটার। দমকা হাওয়ার বেগ পৌঁছে যেতে পারে ঘণ্টায় ১৪০ কিলোমিটারেও।ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে কলকাতায় বৃষ্টি হবে বুধবার এবং বৃহস্পতিবার। ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা না থাকলেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে শহরে। একই পূর্বাভাস হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায়। বৃষ্টির সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে বুধ ও বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার গতি থাকবে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। এ ছাড়া, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে বৃহস্পতিবার। উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

বাড়ির ছাদের বালতি থেকে উদ্ধার বোমা, মল্লারপুরে চাঞ্চল্য

বীরভূম, ২৬ অক্টোবর ঃ রবিবার রাতে বীরভূমের মল্লারপুর থানা এলাকার জোবুনি গ্রামে চাঞ্চল্য। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তির বাড়ির ছাদ থেকে বেশ কয়েকটি তাজা বোমা উদ্ধার করল পুলিশ। এই ঘটনায় বাড়ির মালিক ইজামউদ্দিন শেখকে গ্রেফতার করা হয়েছে।সোমবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রবিবার রাতে মল্লারপুর থানার আধিকারিকরা গোপন সূত্র মারফত খবর পান যে, জোবুনি গ্রামের বাসিঃদা ইজামউদ্দিন শেখের বাড়িতে বোমা মজুত রয়েছে। খবর পেয়েই পুলিশ দলবল নিয়ে ওই বাড়িতে হানা দেয়। এরপর পুরো বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে ছাদে রাখা একটি প্লাস্টিকের বালতির ভেতর থেকে বেশ কয়েকটি তাজা বোমা উদ্ধার করে। বাড়ির মালিক ইজামউদ্দিন শেখকে আটক করে থানায়

রাশিফল

মেষঃ আপনার আত্মবিশ্বাস প্রবল থাকবে, যার ফলে আপনি অত্যন্ত উসাহের সঙ্গে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবেন। বিবাহের যোগ
বৃষঃ আপনার জন্য নিছকই আনন্দ এবং মজা-যেহেতু আপনি পূর্ণমাত্রায় জীবন উপভোগ করতে নেমে পড়েছেন। সংসারে শান্তি হবে আজ
মিথুনঃ আপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। আজ, আপনি অর্থ জমা এবং সঞ্চয় করার দক্ষতা শিখতে পারেন এবং এটিকে সঠিক কাজে লাগাতে পারেন। ।
কর্কটঃ কিছু প্রতিকূলতার সামনা করা সম্ভবপর। মনোক্ষুণ্ণ হবেন না বরং আকাঙ্খিত ফল পেতে কঠোর পরিশ্রম করুন। বিবাহের যোগ হবে
সিংহ ঃ গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বন্ধুরা আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। প্রেমের দেবতার বাণের হাত থেকে বাঁচার সুযোগ কম। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।
কন্যাঃআজ আপনার জীবনে একটি নতুন সূচনার দিন। নিজের চিন্তা ও অনুভূতিগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সময় এসেছে। কর্মজীবনে সহকর্মীদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন, যা আপনার প্রকল্পগুলিকে নতুন দিশা দেবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।শুভদিন হবে
তুলাঃএক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। আজ কোনও পাওনাদার আপনার দরজায় এসে আপনাকে ঋণ নেওয়ার জন্য বলতে পারে।
বৃশ্চিকঃ তেলমশলাযুক্ত এবং উচ্চ কোলেস্টেরল খাবার এড়ানোর চেষ্টা করুন। যারা দুধ শিল্পের সাথে যুক্ত তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
ধনুঃ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজন রয়েছে। আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টার ফল মোটামুটি স্বাভাবিক হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হবে।
মকরঃ কোন বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া কোন বিশেষ প্রশংসা আপনাকে খুশি করবে। কারণ আপনি আপনার জীবন গাছের মত করে তৈরী করেছেন, যে নিজে রোদে দাঁড়িয়ে থেকে ঝলসানো রোদ সহ্য করে এবং অপরকে ছায়া দেয়।
কুম্ভঃআজ কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জপূর্ণ হতে পারে। আপনার মনের মধ্যে অস্থিরতা অনুভব করবেন, যা আপনার অভ্যন্তরীণ শক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। ।
মীনঃ আপনার আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি আজ খুব বেশী হবে। আজ সেই সমস্ত আত্মীযদের যারা আপনার আগের পরিমাণ ফেরত দেযনি তাদের leo দেওয়ার বিষয়টি এড়িয়ে চলুন। মানুষজন আপনাকে নতুন আশা এবং স্বপ্ন প্রদান করবে- কিন্তু তার অনেকটাই আপনার নিজস্ব উদ্যোগের উপর নির্ভরশীল। সংসারে শান্তি হতে পারে আজকে। বিবাহের যোগ হবে । সন্তান হতে পারে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হবে আজ

আবহাওয়া

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হয়েছে নিম্নচাপ অঞ্চল, তা ক্রমশ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। এরপর ২৮ অক্টোবর নাগাদ সেটি পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝারে রূপ নেবে। এই ঘূর্ণিঝড় পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে, অন্ধ্রপ্রদেশ ও সংলগ্ন ওড়িশা উপকূলের দিকে সরে যেতে পারে। এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মূলত উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টি হতে পারে।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দু-তিন দিন রাজ্যের প্রায় সব জেলার আবহাওয়া শুষ্ক থাকলেও, ২৭ তারিখ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, ওই দিন মূলত উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে বৃষ্টি হতে পারে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া ও কলকাতা বৃষ্টি হতে পারে। এরপর ২৮ ও ২৯ অক্টোবর দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ভারী বৃষ্টি হতে পারে।মস্যজীবীদের জন্য জারি করা হয়েছে সতর্কতা। আগামী ২৯ অক্টোবরের মধ্যে মস্যজীবীদের উপকূলে ফিরে আসতে বলা হয়েছে, এরপর ২৮ তারিখ থেকে সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও ২৭ তারিখের পর বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস,সর্বনিম্ন ২৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৯ শতাংশ শতকরা এবং ৫০ শতাংশ শতকরা হতে পারে আজকে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫০মনিট এবং রাত ১০টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪০মিনিট এবংরাত ১০টা ৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ২৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৩৪মিনিটে হতে পারে।

নাতি পবনের মৃত্যুতে শোকে ভেঙে পড়েছেন দাদু

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৬ অক্টোবর ঃ সামান্য পেটের ব্যথা নিয়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিল ১১ বছরের পবন যাদব। পরিবারের অভিযোগ, পরপর ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরই তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। হাসপাতালে ভর্তির দেড় ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হয় কিশোরের। নাতিকে হারিয়ে শোকে ভেঙে পড়েছেন হাওড়ার আন্দুলের বাসিন্দা দাদু। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখান পরিবারের সদস্যরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে তিনজনকে আটক করে পুলিশ। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। মৃত শিশুর দাদু বলেন, বৌমা ঘর থেকে পবনকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেছিল। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার পর ডাক্তার বলল বাচ্চাটাকে শোয়াও। শোয়ানোর পর ডাক্তার একটা ইনজেকশন দিল। ইনজেকশন দিয়ে বলল যাও, এই ওষুধটা নিয়ে এসো। বাইরে আমার ভাই ছিল, আরও লোক ছিল। ওরা ওষুধ আনতে গেছিল। ওষুধ নিয়ে ফিরে এসে দেখে বাচ্চাটা কাঁদছে। এর আগের ইনজেকশনটা ঠিক ছিল, কিন্তু তারপর ডাক্তার আবার আরেকটা ইনজেকশন দেয়। আর তারপরই সব শেষ। এটা ডাক্তারের গাফিলতিতেই হয়েছে। ডাক্তারের ভুলেই নাতি মারা গেছে। আমরা এর বিচার চাই।

নিমপীঠে পালিত ভিজিল্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ পালন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর ঃ দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা এবং মানুষের মধ্যে সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে সোমবার জয়নগরের নিমপীঠের রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে (আরএকেভিকে)পালিত হল ' সচেতনতা সপ্তাহ'।এদিনের কর্মসূচিতে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান সিনিয়র বিজ্ঞানী ডঃ চন্দন কুমার মন্ডল সহ একাধিক কৃষি বিজ্ঞানী,কৃষি বিশেষজ্ঞ গন উপস্থিত ছিলেন। এদিনের এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল সমাজের প্রতিটি স্তরে নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। পাশাপাশি, ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখা, দায়িত্বশীল আচরণ করা এবং সততার সঙ্গে কর্তব্য পালনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয় এই উদ্যোগের মাধ্যমে।' শুরু হোক নিজের থেকেই'-এই বার্তাকে সামনে রেখে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে। একটি সুস্থ, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিগত সততা এবং সম্মিলিত উদ্যোগ যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেই বিষয়টিই এই সচেতনতামূলক কর্মসূচির মূল ভাবনা। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুধু প্রশাসনিক উদ্যোগই নয়, সাধারণ মানুষের সচেতনতা, নৈতিক দায়বদ্ধতা এবং স্বচ্ছতার প্রতি অঙ্গীকারও জরুরি। সেই লক্ষ্যেই সততা ও দায়িত্বশীলতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি-এই তিনটি মূল্যবোধকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করাই দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার অন্যতম প্রধান পদক্ষেপ।

শহর ও শহরতলী

চোরবাগান মণ্ডপ বিপর্যয়

১৯ জনের মৃত্যুর তদন্তে থিমশিল্পী সুশান্ত শিবানী পালকে তলব

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৬ অক্টোবর ঃ চোরবাগানের দুর্গাপুজোর মণ্ডপ বিপর্যয় ও পদপিষ্ট হয়ে ১৯ জনের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তে আরও তৎপর হল পুলিশ। এবার চোরবাগান সর্বজনীনের পুজোমণ্ডপের থিমশিল্পী সুশান্ত শিবানী পালকে তলব করল লালবাজার। সূত্রের খবর, বুধবারের মধ্যে তাঁকে তদন্তকারীদের সামনে হাজির হতে বলা হয়েছে। মণ্ডপের নকশা কীভাবে তৈরি হয়েছিল, নির্মাণের ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি ছিল কি না এবং মণ্ডপের কাঠামো কীভাবে তৈরি করা হয়েছিল, সেই সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে চান তদন্তকারীরা। পাশাপাশি, দুর্ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এমন তিন প্রত্যক্ষদর্শীকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের বয়ান থেকে বিপর্যয়ের মুহূর্তের ধারাবাহিক বিবরণ সংগ্রহ করতে চাইছে তদন্তকারী দল। চোরবাগান সর্বজনীনের মণ্ডপ বিপর্যয়ের তদন্তে থিমশিল্পী সুশান্ত শিবানী পালের ভূমিকা এখন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, ঠিক কী পরিকল্পনা ও নকশা অনুসরণ করে মণ্ডপটি তৈরি করা হয়েছিল। মণ্ডপের কাঠামো নির্মাণের সময় নিরাপত্তার বিষয়গুলি যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখাও তদন্তের অন্যতম উদ্দেশ্য। মণ্ডপের নকশা, নির্মাণপদ্ধতি এবং কাঠামোগত নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। সেই কারণেই শিল্পীর কাছ থেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিতে চাইছে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। তবে মণ্ডপ নির্মাণে কোনও ত্রুটি ছিল কি না, কিংবা সেই ত্রুটির সঙ্গে দুর্ঘটনার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে কি না, তা তদন্তের মাধ্যমেই স্পষ্ট হবে। গত ১৭ অক্টোবর, দুর্গাপুজোর সপ্তমীর সন্ধ্যায় আচমকা বৃষ্টি ও প্রবল ভিড়ের মধ্যে

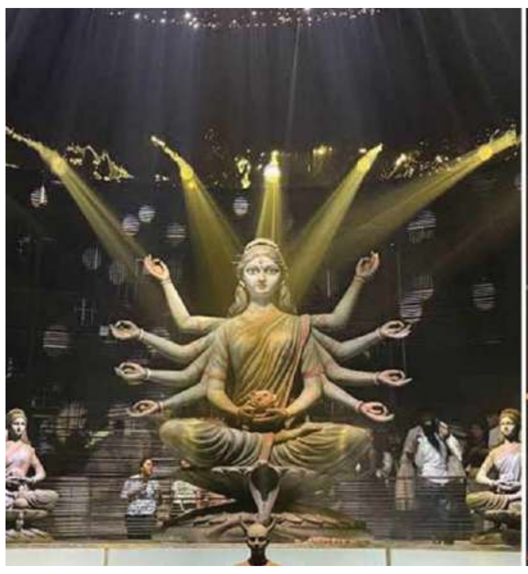

চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গাপুজোর মণ্ডপের একাংশ ভেঙে পড়ে বলে প্রাথমিক বিবরণে উঠে এসেছে। সেই সময় মণ্ডপের সামনে উপস্থিত ছিলেন বহু দর্শনার্থী। আচমকা এই বিপর্যয়ের জেরে তৈরি হয় চরম বিশৃঙ্খলা। ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারান ১৯ জন। পুজো দেখতে এসে এমন মর্মান্তিক পরিণতির মুখে পড়তে হবে, তা কল্পনাও করতে পারেননি কেউ। উৎসবের মরশুমে কলকাতার বুকে এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে। দুর্ঘটনার পর থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, কী কারণে মণ্ডপের একাংশ ভেঙে পড়ল, ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা যথাযথ ছিল কি না এবং বিপর্যয়ের সময় দর্শনার্থীদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়েছিল কি না। তদন্তের স্বার্থে এবার দুর্ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত তিন প্রত্যক্ষদর্শীকেও লালবাজারে ডাকা হয়েছে। বিপর্যয়ের ঠিক আগে কী পরিস্থিতি ছিল, কীভাবে ভিড় বাড়ছিল, মণ্ডপের কোনও অংশে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েছিল কি না এবং ভেঙে পড়ার পর কী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল- তাঁদের কাছ থেকে এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে চান তদন্তকারীরা। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যের সঙ্গে অন্যান্য তথ্য ও প্রমাণ মিলিয়ে ঘটনার সময়ক্রম পুনর্গঠনের চেষ্টা করা হতে পারে। এতে দুর্ঘটনার আগে ও পরে ঠিক কী ঘটেছিল, তা বুঝতে তদন্তকারীদের সুবিধা হবে। চোরবাগান বিপর্যয়ের পর ঘটনার কারণ ও দায় নির্ধারণে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে কলকাতা পুলিশ। বিপর্যয়ের সময় মাইকে বিভ্রান্তিকর ঘোষণা করার অভিযোগে দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদও চলছে। তদন্তে এখন মণ্ডপের নকশা ও নির্মাণের পাশাপাশি ভিড় নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং বিপর্যয়ের মুহূর্তে কী ধরনের ঘোষণা করা হয়েছিল, সেই বিষয়গুলিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান, শিল্পীর বক্তব্য এবং অন্যান্য তথ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণ করে ঘটনার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে চাইছেন তদন্তকারীরা। এতগুলি প্রাণহানির ঘটনায় কীভাবে এমন বিপর্যয় ঘটল এবং কোথায় কোথায় গাফিলতি ছিল, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুর্ঘটনার জন্য নির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তি বা পক্ষকে দায়ী করা যাচ্ছে না। সুশান্ত শিবানী পালের জিজ্ঞাসাবাদ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান থেকে তদন্তে নতুন কোনও তথ্য উঠে আসে কি না, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে।

বেহালায় যুবক ও বাবাকে নগ্ন করে হাঁটানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার প্রেমিকার বাবা-মামা সহ ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৬ অক্টোবর ঃ প্রেম করাই কাল হল! খাস কলকাতায় মধ্যযুগীয় বর্বরতার শিকার এক যুবক। বেহালা সুরশুনা থানা এলাকার বসুন্ধরা পার্কে এক যুগলের প্রণয়ের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে উঠে এল লজ্জার ছবি। প্রেমে আপত্তি থাকায় যুবক ও তাঁর বাবাকে নগ্ন করে রাস্তায় হাঁটানোর অভিযোগ মেয়ের পরিবারের বিরুদ্ধে। গ্রেপ্তার প্রেমিকার বাবা ও মামা সহ ৩ জন। ফোন করে ডাকা হয় ছেলেটির বাবাকে। তারপরই চরম শাস্তির সিদ্ধান্ত। ছেলের সামনেই তাঁর বাবার হাতে বন্দুক তুলে দিয়ে নিদান দেয় তরুণীর পরিবার। বলা হয়, হয় ছেলেকে মেরে ফেলতে হবে, নয়তো নগ্ন হয়ে হাঁটতে হবে রাস্তায়। এরপরই ওই যুবক ও তাঁর বাবাকে নগ্ন করে রাস্তায় ঘোরানোর অভিযোগ ওঠে প্রেমিকার বাবার বিরুদ্ধে। মধ্যযুগীয় বর্বরতায় ভিডিও ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায়। জানা গিয়েছে, সরশুনা এলাকার এক যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল এক যুবতীর। তবে দু'জনের সম্পর্ক প্রথম থেকে মেয়ের বাড়ির লোকের আপত্তি ছিল। কিন্তু সেই আপত্তির রেশ পৌঁছে গেল বর্বরতায়! ২৫ অক্টোবর ওই যুবক-যুবতীকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় হাতেনাতে ধরে ফেলে মেয়েটির বাড়ির লোক। অভিযোগ, তারপরেই ওই যুবককে ঘরে আটকে রেখে বেধড়ক মারধর করে ওই যুবতীর বাবা ও মামা। তারপর ফোন করে ডাকা হয় ছেলেটির বাবাকে। তারপরই চরম শাস্তির সিদ্ধান্ত। ছেলের সামনেই তাঁর বাবার হাতে বঃদুক তুলে দিয়ে নিদান দেয় তরুণীর পরিবার। বলা হয়, হয় ছেলেকে মেরে ফেলতে হবে, নয়তো নগ্ন হয়ে হাঁটতে হবে রাস্তায়। এরপরই ওই যুবক ও তাঁর বাবাকে নগ্ন করে রাস্তায় ঘোরানোর অভিযোগ ওঠে প্রেমিকার বাবার বিরুদ্ধে। ছেলেটির এক বন্ধুকেও একইভাবে মারধর ও শাস্তি দেওয়া বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, এমনকী বন্দুক বের করে তাঁর বাবার হাতে ধরিয়ে ছেলেকে গুলি করতেও বলা হয়েছিল। ঘটনা দেখে তাজ্জব হয়ে যায় গোটা এলাকা। যুবতীর পরিবারের কাণ্ডে দেখে উত্তেজিত হয়ে যায় জনতা। এরপরই মেয়েটির বাড়ি ভাঙচুর করতে তেড়ে যায় তারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সরশুনা থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে ততক্ষণ বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় মেয়ের বাবা ও অন্যান্য সদস্যরা। তবে মেয়েটির মামাকে হাতেনাতে পাকড়াও করে ক্ষিপ্ত জনতা। তাঁকে মারধর করে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকার ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয়দের দাবি, ওই যুবতীর পরিবার আগে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলরের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সেই থেকেই ঔদ্ধত্য। মেয়েটির বাবা ও মামার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ফুঁসছেন স্থানীয়রা। গোটা ঘটনা নিন্দার ঝড় উঠেছে। সমাজকর্মী শাশ্বতী ঘোষ বলেন, এই ঘটনা যাঁরা ঘটিয়েছেন, তাঁরা মানসিক ভারসাম্যহীন। আর যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তাঁরা কি মজা নিয়েছেন?

কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স কমিশনের নির্দেশিকা অনুসারে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে সততার মাধ্যমে সমৃদ্ধি এই মূলভাবের অধীনে ভিজিল্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ পালন করছে। ভিজিল্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ-২০২৬-এর অংশ হিসেবে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী উদয় বরওয়ানকর, ২৬ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে গোরখপুরের জেনারেল ম্যানেজারের অফিস কমপ্লেক্সে রেলওয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সততার শপথবাক্য পাঠ করান।

সমাজমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগ! নাগেরবাজার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৬ অক্টোবর ঃ সমাজমাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেঃদু অধিকারীকে নিয়ে অশালীন ও কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন এক যুবক। ধৃতের নাম আকাশ সরকার। সোমবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে নাগেরবাজার থানার পুলিশ। শুধু মুখ্যমন্ত্রী নন, বিজেপির একাধিক নেতার বিরুদ্ধে ভুয়ো তথ্য ছড়ানো এবং আপত্তিকর মন্তব্য করে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করার অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই ধৃতকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। কেন তিনি এই ধরনের পোস্ট করতেন, এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সমাজমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে একের পর এক অশালীন মন্তব্য পোস্ট করার অভিযোগ ওঠে আকাশ সরকারের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি, বঙ্গ বিজেপির একাধিক নেতাকে নিয়েও ভুয়ো তথ্য ছড়ানোর অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেঃদ্র করে নাগেরবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তে নামে পুলিশ। সমাজমাধ্যমে করা পোস্টগুলি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা যাচাই করেন তদন্তকারীরা। এরপরই সোমবার আকাশ

সরকারকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের পোস্টের নেপথ্যে কী উদ্দেশ্য ছিল, তিনি নিজের উদ্যোগেই এই কাজ করতেন, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা জানার চেষ্টা চলছে। জানা গিয়েছে, সোমবার ধৃতকে বারাকপুর আদালতে পেশ করার কথা। তদন্তের স্বার্থে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে চাইছে পুলিশ। সমাজমাধ্যমে আপত্তিকর পোস্ট ঘিরে গ্রেপ্তারির ঘটনা অবশ্য এই প্রথম নয়। রবিবারই পশ্চিম মেদিনীপুরে সুরজি শী নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে হিঃদু দেবদেবী, দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে বিকৃত ও ব্যঙ্গাত্মক পোস্ট করার অভিযোগ উঠেছিল। জানা গিয়েছে, সুরজি সমাজমাধ্যমে ভিডিয়ো তৈরি করতেন। তাঁর পোস্ট ও ভিডিয়ো ঘিরে আপত্তি জানান কয়েক জন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সদস্য। এরপর তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ এবং পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। রবিবার সুরজিকে দাঁতন আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। পরপর দু'টি ঘটনায় সমাজমাধ্যমে করা পোস্টের বিষয়বস্তু এবং তার আইনি দিক নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে কোনও অভিযোগ উঠলেই তা প্রমাণিত অপরাধ হিসেবে গণ্য করা যায় না। সংশ্লিষ্ট পোস্টের বিষয়বস্তু, প্রেক্ষাপট এবং প্রযোজ্য আইনের ভিত্তিতেই তদন্তের পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারিত হবে। আকাশ সরকার ও সুরজিৎ শীরের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সত্যতা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায়, তা তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়ার মাধ্যমেই স্পষ্ট হবে। আপাতত দুই ঘটনাতেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পোস্টের ধরন, উদ্দেশ্য এবং অভিযোগের প্রেক্ষাপট খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ডাকাতির পরিকল্পনার সন্দেহে গ্রেফতার এক জয়নগরে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৬ অক্টোবর ঃ ডাকাতির পরিকল্পনার সংঃদহে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো জয়নগর থানার পুলিশ।রবিবার রাতে জয়নগর থানার হরিনারায়ণপুর গফুর বিল্ডার্স এলাকা থেকে সংঃদহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের এই তপরতাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছ।য়িছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদারের নির্দেশে এলাকায় টহলদারি চালাচ্ছিল পুলিশের একটি দল। সেই সময় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হরিনারায়ণপুর এলাকায় অভিযান চালান পুলিশ কর্মীরা। সেখানে এক ব্যক্তিকে সংঃদহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে প্রথমে তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

তাঁর কথাবার্তা ও গতিবিধিতে অসঙ্গতি ধরা পড়ায় পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের নাম হাসানুর লস্কর (৩৯)। তাঁর বাড়ি জয়নগর থানার গোয়ালবেড়িয়া এলাকায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, কোনও অপরাধমূলক উদ্দেশ্য নিয়েই ওই ব্যক্তি এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত ছিল কি না, কিংবা কোনও ডাকাতির পরিকল্পনা করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ধৃতকে জয়নগর থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সোমবার তাঁকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না এবং ধৃতদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ।

ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড

UNITY Small Finance Bank

৫ম তলা, টাওয়ার ১, সিউডস গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেক্টর-৪০, সিউডস, সিউডস-দারাভে রেলওয়ে স্টেশনের উপরে, নভি মুম্বাই - ৪০০ ৭০৬

দখল গ্রহণের বিজ্ঞপ্তি

(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮(১) বিধির অধীনে)

নিম্নস্বাক্ষরকারী, 'ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড' (অতঃপর USFBL বলে অভিহিত)-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে, যার নিবন্ধিত কার্যালয়-৫ম তলা, টাওয়ার ১, সিউডস গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেক্টর-৪০, সিউডস (সিউডস দারাভে রেলওয়ে স্টেশনের উপরে), নভি মুম্বাই - ৪০০ ৭০৬-এ অবস্থিত 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২' (২০০২ সালের ৫৪ নং আইন)-এর ধারা ১৩(১২) এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর বিধি ৩-এর অধীনে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে, উক্ত আইনের ধারা ১৩(২)-এর আওতায় একটি 'ডিমান্ড নোটিশ' (দাবি নোটিশ) জারি করেছেন। এই নোটিশের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতাদের (যাদের নাম ও ঠিকানা নিচে দেওয়া হয়েছে) নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে যেন তারা নোটিশে উল্লিখিত অর্থ এবং তার ওপর প্রযোজ্য সুদ পরিশোধ করেন। যেহেতু নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতারা উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (৪) এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর বিধি ৮ অনুযায়ী প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন। সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, এই সম্পত্তি নিয়ে যেন কোনো প্রকার লেনদেন না করা হয় যদি কোনো লেনদেন করা হয়, তবে তা 'ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড'-এর দাবির (চার্জের) অধীন থাকবে-অর্থাৎ, নিচে উল্লিখিত অর্থ এবং তার ওপর প্রযোজ্য সুদ পরিশোধের দায়ভার উক্ত সম্পত্তির ওপর বহাল থাকবে। ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, বন্ধক রাখা সম্পত্তি খালাস (রিডিম) করার জন্য উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (৮)-এ সময়সীমা সংক্রান্ত বিধানাবলি রয়েছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর নামসহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর নাম	স্থাবর সম্পত্তিসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ।	দাবি নোটিশ তারিখ ও পরিমাণ	দখল হস্তান্তরের তারিখ
১।	ঋণ হিসাব নংঃ -USFBKOL-LOAN000005008056 ১. **অশোক ইন্ডাস্ট্রিজ** ২. **সত্যনারায়ণ সিং**, পিতা অভিভাবক-সরযুগ সিং ৩. **মনোজ কুমার সিং**, পিতাঅভিভাবক-সত্যনারায়ণ সিং ৪. **সুনীতা সিং**, পিতাঅভিভাবক-মনোজকুমার সিং ৫. **সত্য শ্যাম কনস্ট্রাকশন** ১ নং ক্রমিকের ঠিকানা ্প্রাঙ্গণ নং ১, স্টেশন রোড, লিলুয়া, হাওড়া,ওয়ার্ড নং ৩৩, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১২০৪। ২, ৩, ৪ ও ৫ নং ক্রমিকের ঠিকানাঃ ২ জি আর খেমকা লেন, লিলুয়া বালি,পৌরসভা লিলুয়া, হাওড়া, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ালিলুয়া শাখার নিকট, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১২০৪	সম্পত্তিটির বিবরণ নিম্নরূপঃ -সত্য-শ্যাম হোম নামক ভবনের পঞ্চম তলায় অবস্থিত ৫০১ নম্বর ফ্ল্যাটটি। এর মোট সুপার বিল্ট-আপ আয়তন প্রায় ২১০০ বর্গফুট, যার মধ্যে ১৭৫০ বর্গফুট হলো কভার্ড এরিয়া। ভবনটি প্রায় ৬ কাঠা ৩ ছটাক ৭ বর্গফুট (কিছু কম-বেশি হতে পারে) আয়তনের জমির ওপর নির্মিত। সম্পত্তিটি মৌজা-লিলুয়া, জে.এল. নং. ১২-এর অন্তর্ভুক্ত আর.এস. দাগ নং ১৮৪৬২৫০৯, ১৮৫৪, ১৮৫৫, ১৮৫৬, ১৮৫৭, ১৮৫৮ এবং এল.আর. দাগ নং ১৮৫৪ ও ১৮৫৫-এর অন্তর্গত। এটি খতিয়ান নং ৭১৩, ১০৫৪, ২৫৪ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ৭০৯৫, ৮০২৫-এর আওতাভুক্ত। এর হোল্ডিং নং ২, গণপত রাই খেমকা লেন, পিন- ৭১১২০৪, পোস্ট অফিস- লিলুয়া, থানা- লিলুয়া, জেলা- হাওড়া এটি হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৬৫ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত। মোট সুপার বিল্ট-আপ আয়তন ২১০০ বর্গফুট (যার মধ্যে ১৭৫০ বর্গফুট কভার্ড এরিয়া)। সম্পত্তির সীমানা হলোঃ - উত্তরে- এস. রায় চৌধুরীর সম্পত্তি পূর্বে- ভবেশ ঘোষের সম্পত্তি দক্ষিণে- গণপত রাই খেমকা লেন পশ্চিমে- আংশিকভাবে বিজয় লক্ষ্মী পান্ডের সম্পত্তি এবং আংশিকভাবে পরেশ ঘোষের সম্পত্তি।	**২৯.০৬.২০২৬ ৭৫,৯৬,১৭৮/- টাকা (পঁচাত্তরলাখ ছিয়ানব্বই হাজার একশত আটাত্তর টাকা মাত্র।) তারিখ ২৯.০৬.২০২৬**	২২-১০-২০২৬
২।	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর(গুলি)ঃ-USF-BKOLLOAN000005013882 ১. **সাবিত্রী এজেন্সি** ২. **কৃষ্ণা সিল**, কেয়ার অফ- পঞ্চানন সিল ৩. **বৈশাখী মিত্র**, কেয়ার অফ- সুশান্ত মিত্র ক্রমিক নং ১ এর জন্য ঠিকানাঃ ভারত পেট্রোলিয়াম, বালিয়া, বালিয়া পশ্চিমপাড়া, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ,পিন- ৭৪১২২৩ ক্রমিক নং ২ এবং ৩ এর জন্য ঠিকানাঃ বালিয়া, বালিয়া পশ্চিমপাড়া, নদিয়া,ভারত পেট্রোলিয়াম, পশ্চিমবঙ্গ,পিন- ৭৪১২২৩।	সম্পত্তিটির বিবরণ নিম্নরূপঃ প্রায় ৪.৭ ডেসিমেল (কম-বেশি হতে পারে) আয়তনের এক খণ্ড জমি, যা মৌজা-বালিয়া, জে.এল. নং-১৭০, তৌজি নং-৪৮৭-এর অন্তর্ভুক্ত। জমিটি আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং-২৩৬১৩৫৬-এর অন্তর্গত এবং খতিয়ান নং-৯৫১ (বর্তমানে ৫৬০৪)-এর অন্তর্ভুক্ত। এটি হোল্ডিং নং-XIII610-এ অবস্থিত, যা নদীয়া জেলার চাকদহ থানার অধীন সিলিগুা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্ভুক্ত (পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১২২৩)। সীমানাঃ উত্তরে-মালিকের খালি জমি পূর্বে-শোভা শিলের জমি দক্ষিণে-৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পথ পশ্চিমে-অমর শিলের জমি।	**১৭.০৭.২০২৬ ৩৭,১৮,৭২২-টাকা(সাঁইত্রিশ লক্ষ আঠারো হাজার সাতশ বাইশ টাকা মাত্র) ১০.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী**	২২-১০-২০২৬
৩।	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর(গুলি)ঃ-USFB511MSME000002382 ১. **জৈন মিষ্টি** ২. **আরতি জৈন, সিও- সন্তোষ জৈন** ৩. **খুশবু যাদব, সিও- শিবুযাদব** ৪. **পঙ্কজ জৈন, সিও- গৌরী শঙ্করজৈন** ৫. **সন্তোষ জৈন, সিও-গৌরিশঙ্কর জৈন** নম্বর ১ এর জন্য যোগ করুন রাজবন্ধবাজার, রাজবাঁধ, দুর্গাপুর (এম।ফসল), বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ,পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংক, পিন-৭১৩২১২। নম্বর ২, ৪ এবং ৫ এর জন্য যোগ করুন রাজবাঁধ বাজার, দুর্গাপুর (এমফসল), বর্ধমান, বিধাননগর,পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩২১২. সিনিয়রের জন্য যোগ করুন। নং ৩ ঃ রাজবাঁধ, নকসা, পশ্চিমবর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩২১২ এছাড়াও এট, মধু সরণিরোড, সিয়ারসোল, রানিগঞ্জ (এম), বর্ধমান, সিয়ারসোল রাজবাড়ী,পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩৫৮	সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবরণঃ মৌজা- আমলাজোড়া, জে.এল. নং- ৬৪, থানা- কাঁকসা, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান-এর অন্তর্গত আমলাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে অবস্থিত আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং- ২৪৬৪৬৩৩ এবং এল.আর. খতিয়ান নং- ৩২৫২-এর অন্তর্ভুক্ত মোট ৪ শতক জমি (শ্রেণিঃ বাইদ)। এই জমির ওপর একটি দোতলা আবাসিক ভবন রয়েছে, যার নিচতলার আয়তন ১৪২৯ বর্গফুট এবং প্রথম তলার আয়তন ১৪২৯ বর্গফুট (ভবনটির বয়স ৫ বছর)। এই দলিলের মাধ্যমে উক্ত সম্পত্তি দান করা হলো। জমিটির পূর্ব দিকে ১২ ফুট চও।। পাকা রাস্তা এবং পশ্চিম দিকে ৭ ফুট চও।। সাধারণ চলাচলের পথ রয়েছে। জমিটির প্রস্তাবিত ব্যবহারঃ বাস্তু। তফসিলে উল্লিখিত এই জমিটি কখনোই সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হয়নি। ৪ শতক জমির চতুঃসীমা হলো- উত্তরে ঃ বীণা দেবীর জমি, পূর্বে ঃ ১২ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা, দক্ষিণেঃ তপন রায়ের জমি, পশ্চিমেঃ ৭ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পথ।	**০৮.০৬.২০২৬ ৬২,৯৭,৯২৭.০৮ টাকা (বাষট্টি লক্ষ সাতানব্বই হাজার নয়শ সাতাশ টাকা আট পয়সা মাত্র) ১৬.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী**	২৩-১০-২০২৬

স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ
তারিখঃ ২৭.১০.২০২৬

স্বাক্ষরিত /-
অনুমোদিত কর্মকর্তা
ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড

বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর চোখরাঙানি! আছড়ে পড়ার আশঙ্কা

সৈকত দাসঃ বঙ্গোপসাগরে ক্রমশ শক্তি বাড়াচ্ছে ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর সরাসরি আঘাত পশ্চিমবঙ্গে না পড়লেও ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে রাজ্যের একাধিক জেলায় বৃষ্টি, বজ্রবিদ্যুৎ এবং উপকূলবর্তী এলাকায় ঝোড়ো হাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে ২৮ ও ২৯ অক্টোবর দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আবহাওয়ার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হতে পারে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গেও বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ার পূর্বাভাস রয়েছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের আঞ্চলিক অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সোমবার, ২৬ অক্টোবর ঘূর্ণিঝড় ' গত ছয় ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রায় ১৫ কিলোমিটার বেগে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়টি বর্তমানে পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। ওড়িশার গোপালপুর থেকে প্রায় ৫৮০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে, বিশাখাপত্তনম থেকে ৬১০ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্বে এবং কাকিনাড়া থেকে প্রায় ৬৯০ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে সেটি। বর্তমানে ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬৫-৭৫ কিলোমিটার, যা দমকা হাওয়ায় ঘণ্টায় ৮৫ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।আবহাওয়া দপ্তরের দেওয়া সম্ভাব্য গতিপথ অনুযায়ী, সোমবার মধ্যরাতের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়টি আরও শক্তিশালী হয়ে ঘণ্টায় ৯০-১০০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া সৃষ্টি করতে পারে। দমকা হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। মঙ্গলবার, ২৭ অক্টোবর সকালে ঘূর্ণিঝড়টি আরও শক্তিশালী হয়ে ঘণ্টায় ১১০-১২০ কিলোমিটার গতিবেগ অর্জন করতে পারে। সেই সময় দমকা হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ১৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছনোর আশঙ্কা রয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলের মধ্যে এটি অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। তখন বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১১৫-১২৫ কিলোমিটার এবং দমকা হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ১৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। বুধবার, ২৮ অক্টোবর সকালেও ঘূর্ণিঝড়টির শক্তি বজায় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ওই দিন দুপুরের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের বাপটলা ও বিশাখাপত্তনমের মধ্যবর্তী উপকূলবর্তী অঞ্চলে, ইয়ানামের কাছাকাছি, অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় হিসেবে স্থলভাগে প্রবেশ করতে পারে 'স্থলভাগে প্রবেশের সময় বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১১৫-১২৫ কিলোমিটার এবং দমকা হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ১৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত থাকতে পারে বলে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে। স্থলভাগে প্রবেশের পর ঘূর্ণিঝড়টি ক্রমশ শক্তি হারাবে বলে অনুমান। বৃহস্পতিবার, ২৯ অক্টোবরের মধ্যে এটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে ছত্তিশগড়ের দিকে অগ্রসর হতে পারে। ঘূর্ণিঝড় ' সম্ভাব্য গতিপথ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থাকলেও এর

প্রভাবে রাজ্যের আবহাওয়ায় পরিবর্তন আসতে পারে। ২৭ থেকে ২৯ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া এবং দমকা হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছনোর আশঙ্কা রয়েছে। এই সময় সমুদ্র উত্তাল থেকে অতি উত্তাল থাকতে পারে। ২৬ অক্টোবর, সোমবারঃ দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে বলে পূর্বাভাস।২৭ অক্টোবর, মঙ্গলবারঃ পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি জেলার কয়েকটি জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার হতে পারে। ২৮ অক্টোবর, বুধবারঃ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই অনেক জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টির পরিমাণ ৭০-১১০ মিলিমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে বলে পূর্বাভাসে উল্লেখ করা হয়েছে। উপকূলবর্তী এলাকায় ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।২৯ অক্টোবর, বৃহস্পতিবারঃ দক্ষিণবঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের পরোক্ষ প্রভাব সবচেয়ে বেশি অনুভূত হতে পারে। পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানের অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কয়েকটি স্থানে ভারী বৃষ্টিও হতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও অনেক জায়গায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।৩০ ও ৩১ অক্টোবর, শুক্রবার ও শনিবারঃ দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠার আশঙ্কায় মৎস্যজীবীদের জন্য বিশেষ সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। ২৬ অক্টোবর থেকেই গভীর সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩২২ সংখ্যা, মঙ্গলবার , ৯ কার্তিক, ১৪৩৩

জ্যোতিরিন্দ্র

কবি, সম্পাদক এবং গণনাট্য আন্দোলনের আন্যতম পুরোধা-সঙ্গীত স্রষ্টা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (জন্মঃ- ১৮ নভেম্বর, ১৯১১ - মৃত্যুঃ- ২৫ অক্টোবর, ১৯৭৭)। জ্যোতিরিন্দ্র নাথ মৈত্র যিনি তাঁর সহ-যোদ্ধাদের কাছে পরিচিত ছিলেন 'বটুক দা' নামে , শৈশব কেটেছে এক উত্তাল সময়ে। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ এবং রুশ বিপ্লবের আবহে, আর যৌবনে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন। অনন্যসাধারণ কাব্য ও সংগীত প্রতিভার অধিকারী জ্যোতিরিন্দ্র নাথের 'নবজীবনের গান' ও কবিতা 'মধু বংশীর গলি' (এবং বিজন ভট্টাচার্য'র নাটক 'নবান্ন') কে হাতিয়ার ক'রে সুরু হয়েছিল চল্লিশের দশকের 'গণনাট্য আন্দোলন'। তখন মাঠে-ঘাটে , কারখানার গেটে নবজীবনের গান -'' এসো মুক্ত কর, মুক্ত করো অন্ধকারের এই দ্বার এসো শিল্পী এসো বিশ্বকর্মা এসো স্রষ্টা রসরূপ মন্ত্রদ্রষ্টা ছিন্ন করো ছিন্ন করো, বন্ধনের এই অন্ধকার'' এবং শম্ভুমিত্রর কণ্ঠ লাবণ্যে সেই রোমাঞ্চকর কাব্য-উচ্চারণ, ''অর্জুন অর্জুন শুধু আজ লক্ষ লক্ষ জনগণ মন দোর্দণ্ড গাণ্ডীব তাই অতি প্রয়োজন বৃহন্নলা ছিন্ন করো ছিন্ন করো ক্লিব ছদ্ম সজ্জার ব্যসন বিদ্রোহের শমীবৃক্ষে সব্যসাচী অস্ত্র খোঁজে আজ ...'' শুধু গণনাট্যের গানই নয়, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ছিলেন ব্যবসায়িক প্রচারের আড়ালে থাকা এক অসাধারণ সঙ্গীত প্রতিভা। জীবনের উপান্তে তাঁকে সঙ্গীত পরীক্ষকের দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন বিশ্বভারতী সঙ্গীত সমিতি'। সেই সময় ওরা দেবব্রত বিশ্বাসের গানকে প্রাত্য করে দিয়েছে। দেবব্রত বিশ্বাস আশা করেছিলেন এবার বোধয় তিনি আবার গান করতে পারবেন। বিশ্বভারতীর নৃপেন্দ্র চন্দ্র মিত্রকে তিনি লিখেছেলেন,...শুধু জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর ওপরেই যদি আমার রেকর্ড পরীক্ষা করবার দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে আমি আবার রবীন্দ্র সঙ্গীত রেকর্ড করতে আরম্ভ করব ... । আরএকটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন ...মনে খুব আশা নিয়ে অপেক্ষা করেছিলাম, হয়তো বিশ্বভারতী সঙ্গীত সমিতি আমার প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হয়ে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রেকে আমার রেকর্ড অনুমোদন করার দায়িত্ব দেবেন। কিন্তু হঠাৎ একটা মর্মান্তিক দুঃসংবাদ পেলাম যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, আমাদের বটুক আমাদের ছেড়ে পরলোকে চলে গেল। বটুক চলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও পথে বসিয়ে দিয়ে গেল। 'হরিজন' হয়েই আমার জীবনের শেষ কয়েকটি দিন কাটাতে হবে।' (দেবব্রত বিশ্বাসের আত্মকথা 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সঙ্গীত' থেকে)। মানুষকে ঠিক কী দিয়ে মাপব? তেমন কোনও মাপনী হয় কি? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি কবিতায় বলেছিলেন, 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ'! তাঁর আরও নানা বাক্যের মতোই এই কথাটির ভিতরেও একটি কূটাভাস ছিল। তা হলে কি কীর্তির বাইরেও আরও কিছু থাকে যা দিয়ে কোনও ব্যক্তির মূল্যায়ন করতে পারি? সমস্যা এই যে আমরা কীর্তির নিরিখেই মানুষের মূল্যায়ন-সংক্রান্ত নানাবিধ ভাবনা ভাবতে অভ্যস্ত। কীর্তিব্রাত্য স জীবতি...অথচ, কোনও কোনও মানুষের সামনে দাঁড়ালে বুঝতে পারি, শুধুই কীর্তি নয়, সফলতা নয়, আরও কিছু, অন্তর্গত আরও একটা কিছু আমাদের ভিতরে খেলা করে। 'বটুকদা', জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র তেমনই এক জন।

বিপ্লবী ব্রজকিশোর

ফাঁসির মঞ্চে বঙ্গ সন্তান এক অনন্য সাহসী তরুণ, যিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে বেঁচে আছেন অমরত্বে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তার নাম লেখা আছে রক্তাক্ষরে। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য যিনি হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে পা রেখেছিলেন, তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থেই বীর সন্তান। তাঁর দেশপ্রেম, ত্যাগ ও বীরত্বের কাহিনি আজও প্রজন্মকে জাগিয়ে রাখে। এই মহান বিপ্লবীর নাম ইতিহাসে গৌরবে দীপ্ত - ব্রজকিশোর চক্রবর্তী। ব্রজকিশোর চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৩ সালে, মেদিনীপুর জেলার বল্লভপুর গ্রামে। তাঁর পিতা উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছিলেন এক সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি, যিনি ছেলেকে শৈশব থেকেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই ব্রজকিশোর রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি গোপন বিপ্লবী সংগঠন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সে যোগ দেন;একটি সংগঠন, যা তখন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গোপন সশস্ত্র আন্দোলন চালাচ্ছিল। তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, সাহস এবং নেতৃত্বগুণ তাঁকে সংগঠনের অন্যতম প্রধান সদস্যে পরিণত করে। ১৯৩৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বরের দিনটি ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। সেদিন শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ সাহেব মেদিনীপুর কলেজ মাঠে মোহামেডান স্পোর্টিং-এর বিরুদ্ধে মেদিনীপুর ক্লাবের হয়ে ফুটবল খেলতে নামেন। বিপ্লবী অনাথবন্ধু পাঁজা ও মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত খেলার ছলে বল হাতে মাঠে প্রবেশ করেন। মুহূর্তেই তারা আক্রমণ চালান বার্জ সাহেবের উপর। ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ নিহত হন এবং এক ইংরেজ কর্মকর্তা জোন্স আহত হন। পুলিস প্রহরীরা পাল্টা গুলি চালায়, তাতে দুই বীর বিপ্লবী অনাথবন্ধু ও মৃগেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর শুরু হয় বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ধরপাকড়। ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায়, নির্মলজীবন ঘোষ, নন্দদুলাল সিং, কামাখ্যা ঘোষ, সুকুমার সেন ও সনাতন রায়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের হয়। দীর্ঘ বিচারের পর রায় আসে; ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায় ও নির্মলজীবন ঘোষকে ফাঁসির আদেশ; আর বাকিদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও ব্রজকিশোর ছিলেন শান্ত ও দৃঢ়চেতা। তিনি সহযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, তদেশের স্বাধীনতার জন্য যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে তা আমার গর্ব, আমার সাধনা। ১৯৩৪ সালের ২৫শে অক্টোবর ভোরবেলা, মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলের ফাঁসি হল ব্রজকিশোর চক্রবর্তীর।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

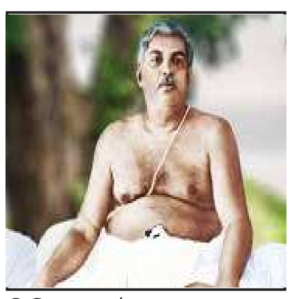

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে।

মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা সিক্ষা হোক বা অর্ত হোক। কিছু দান না করলে কোনও কিছুই পাওয়া সম্ভব হবে না।

বিবেকানন্দ দর্শন

বিবেকানন্দ বলেছিলেন, তরুণদের শরীরকে শক্ত করতে হবে। শক্ত করতে না পারলে বিদেশিদের সঙ্গে লড়াই করা একেবারে অসম্ভব। শিক্ষার প্রসার ঘটলে যুবকেরা বিপাকে যাবে না। তিনি বলতেন, শিক্ষা প্রসার ঘটাতে হবে। শিক্ষার প্রসার যত ঘটবে তত মেধা যুবক তৈরি করে। সৎ যুব সম্প্রদায় প্রস্তুত হবে। অসৎ বলে আর কিছু থাকবে না। অসৎ হয় শিক্ষার অভাবে। প্রকৃত শিক্ষার প্রচলন করতে হবে। জাগতিক শিক্ষা দিতে হবে। ছাত্রদের সুশিক্ষা দিতে হবে। সেই শিক্ষা যুব সমাজকে দিতে হবে। তাহলে সৎ যুব সমাজ তৈরি করতে হবে। অসৎ যুব সমাজ থাকবে না। মেয়েদের দুঃখকে মোচন করতে হবে। তাদেরকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। তাদেরকে যুক্তিবাদী ধর্ম শিক্ষা দিতে হবে। যুক্তিবাদী ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। আর সেই যুক্তিবাদী ধর্মকে সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন , নারীদের শিক্ষাকে প্রসারিত করে শিক্ষিত নারী সমাজ তৈরি করা দরকার। নারীর সম্মান আগে।

আমার বন্ধু-দাদা যোগেন চৌধুরী

রবীন্দ্রকুমার শীল

প্রয়াত শিল্পী যোগেন চৌধুরী। বেশ কিছুদিন ধরে ব্লাড ক্যানসার এবং মূত্রনালির সংক্রমণ নিয়ে শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। গত রবিবার সকালে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। যোগেন চৌধুরী প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা শিল্পীমহল। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শিল্পীর চলে যাওয়া বড় ক্ষতি বলে তিনি মনে করেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ওঁর অনেক সৃষ্টি অক্ষয়, অমর হয়ে রয়েছে। তিনি বড় মাপের শিল্পী ছিলেন।

শুধু মুখ্যমন্ত্রীই নন, সমাজমাধ্যমে শোকপ্রকাশ করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি লিখছেন, 'বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী, পদ্মভূষণ সম্মানপ্রাপ্ত এবং রাজ্য সভার প্রাক্তন সাংসদ যোগেন চৌধুরীর প্রয়াণে ভারতীয় শিল্পজগতে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হলো।'

বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদের কথায়, 'তাঁর তুলির প্রতিটি টানে, রেখার প্রতিটি বিন্যাসে ফুটে উঠত মানুষের জীবন, সমাজের বাস্তবতা এবং অনুভূতির গভীরতা। নিজস্ব শিল্পশৈলী ও অসামান্য সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে তিনি আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলায় এক স্বতন্ত্র পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শিল্পকলার পাশাপাশি রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবেও তিনি দেশের জনজীবনে অবদান রেখে ছেন। তাঁর সৃষ্টিকর্ম আগামী প্রজন্মের শিল্পীদের অনুপ্রেরণা জোগাবে এবং শিল্পের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশিষ্ট চিত্র শিল্পী যোগেন চৌধুরীর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করছি। তাঁর পরিবার, পরিজন ও অনু রাগীদের প্রতি জানাই আন্তরিক সমবেদনা।'

দেশভাগ তাঁকে উদ্বাস্তু করেছিল। সেই উদ্বাস্তু জীবনের ক্ষত, মানুষের ভাঙাচোরা মুখ, শরীরের বিকৃতি সবই হয়ে উঠেছিল তাঁর তুলির ভাষা। কালি-প্যাস্টেল-জলরঙে আজীবন ডুবে থাকা আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার অন্যতম স্তম্ভ যোগেন চৌধুরী আর নেই।

১৯৬০ সালে কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজ থেকে পাশ করার পর উচ্চশিক্ষায় প্যারিস পাড়ি দেন তিনি। সেখানে Ecole des Beaux Arts– William Hayterএর বিখ্যাত Atelier ১৭-এ অঙ্কনের পাঠ নেন। রেখা জালের অদ্ভুত কারসাজি তাঁকে হাতে ধরে শিখিয়েছিল ইউরোপ।

অন্যদিকে নিজের শিকড়, বাংলার উদ্বাস্তু জীবনের ক্ষত ছিল তাঁর শিল্পের ভিত। দু'য়ে মিলে ভারতীয় চিত্রশিল্পের দুনিয়ায় এক বিরাট মাইলফলক তৈরি করেছিলেন যোগেন। ছবিতে আড়াআড়ি রেখার জাল ছিল তাঁর বিশেষত্ব। তুলির টানে একে একে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন ফোলা, বিকৃত, অথচ অসম্ভব মানবিক সব মুখ। ছবির দুনিয়ায় গণেশ, দম্পতি এবং নারী ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়।

রেখা জালের অদ্ভুত কারসাজি তাঁকে হাতে ধরে শিখিয়েছিল ইউরোপ। অন্যদিকে নিজের শিকড়, বাংলার উদ্বাস্তু জীবনের ক্ষত ছিল তাঁর শিল্পের ভিত। দু'য়ে মিলে ভারতীয় চিত্রশিল্পের দুনিয়ায় এক বিরাট মাইলফলক তৈরি করেছিলেন যোগেন।

১৯৩৯ সালে বাংলাদেশের ফরিদপুরের দহরপাড়া গ্রামে জন্ম যোগেন চৌধুরীর। তাঁর পিতা প্রমথনাথ চৌধুরী ছিলেন ফরিদপুরের জমিদার। জমিদার পরিবারের সন্তান যোগেনের মধ্যে শিল্পী মন খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর মা। আঁকার হাতেখড়ি সেখান থেকেই। কলকাতার নিজের বাড়ির দেওয়ালে একটি ময়ূরের ছবি এঁকেছিলেন তিনি। এটিই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম চিত্র। এরপর ধাপে ধাপে এগোতে থাকে শিল্পকর্ম। প্যারিস থেকে ফেরার পর সমাজ সচেতন শিল্পী হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন যোগেন। সমাজ ও রাজনীতির কদর্য বিষয় নিয়ে তাঁর ব্যঙ্গাত্মক চিত্র ব্যাপকভাবে সাড়া ফেলে দেয়। খ্যাতির পাশাপাশি আসে একের পর এক সম্মান। ১৯৭২ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি ভবনের কিউরেটর ছিলেন তিনি। পরে শান্তিনিকেতন কলাভবনের অধ্যাপক, ও প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন। পদ্মভূষণ, ললিতকলা একাডেমি, ফ্রান্সের প্রিক্স দে লা জঁ পেন্তুর, সব সম্মানই পেয়েছেন। ২০১৪-তে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ হন যোগেন চৌধুরী, কিন্তু রাজনীতির চেয়ে অনেক বড় ছিল তাঁর স্টুডিও।

কলকাতায় নিজের হাতে গড়া 'চারুবাসনা দ্য যোগেন চৌধুরী সেন্টার ফর আর্টস' রয়ে গেল তাঁর শেষ স্বপ্ন হিসেবে। বাংলা চিত্রকলায় রবীন্দ্রনাথ, যামিনী রায়ের পর যে কয়েকজন নিজস্ব ব্যাকরণ তৈরি করতে পেরেছিলেন, যোগেন চৌধুরী তাঁদের শেষ স্তম্ভ। তাঁর জীবন রেখা থামলেও, তাঁর ছবির মায়াজালে আচ্ছন্ন রয়ে গেল শিল্পের পৃথিবী। হস্তশিল্পী ও অনুরাগী মহলে স্মরণীয় যোগেন চৌধুরীঞ্জ তাঁর প্রতিভা, স্নেহশীল অভিভাবকত্ব ও অমোচনীয় উত্তরাধিকার দেশভাগের পর অভিবাসনের অভি জ্ঞতা যোগেন চৌধুরীর শিল্পশৈলীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর শিল্প কর্মে বারবার উঠে এসেছে মানুষের সংগ্রাম, টিকে থাকার অদম্য শক্তি এবং সমাজের নানা অস ঙ্গতির চিত্র।

যোগেন চৌধুরীর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী 'এক্স' -এ লিখেছেন, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ও কিংবদন্তি শিল্পী শ্রী যোগেন চৌধুরীর প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত ও ব্যথিত। এমন এক গুণী শিল্পী, যাঁর তুলির অনন্য আঁচড় ভারতীয় আধুনিক শিল্পকলাকে নতুন রূপ দিয়েছিল; যোগেন চৌধুরী ছিলেন আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের এক উজ্জ্বল স্তম্ভ। তাঁর অসামান্য অবদান পশ্চিমবঙ্গকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দিয়েছিল। তাঁর চলে যাওয়া পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধিক ও শৈল্পিক সত্তায় এক অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি করল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী ও বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য অনুরাগীর প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

১৯৩৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুরের দাহারপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন যোগেন চৌধুরী। মায়ের হাতে আঁকা আলপনা ও লোকশিল্পের ধারা দেখে ছোটবেলা থেকেই শিল্পের প্রতি তাঁর আগ্রহ গড়ে উঠেছিল। দেশভাগের পর তাঁর পরিবার কলকাতায় চলে আসে। এখানে তিনি 'গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট'-এ শিল্পকলা বিষয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। দেশান্তরের সেই অভিজ্ঞতা তাঁর শিল্পশৈলীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল; তাঁর শিল্পকর্মে প্রায়শই ফুটে উঠত মানুষের সংগ্রাম, টিকে থাকার অদম্য শক্তি এবং সমাজের অসংগতি গুলো।

দীর্ঘ কর্মজীবনে চৌধুরী শিল্পকলার শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন, হ্যান্ডলুম বোর্ডের ডিজাইনার ছিলেন, ১৯৬৫ সালে প্যারিসে পড়াশোনা করেছেন এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি ভবন আর্ট গ্যালারিতে কিউরেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ভারতীয় ও ইউরোপীয় শিল্পধারার এক অনন্য সংমিশ্রণ ছিল তাঁর শিল্পকর্মে। কলকাতার বিভিন্ন দুর্গাপূজায় থিম ও পটভূমি (ব্যাকড্রপ) নকশা করার মাধ্যমে তিনি জনজীবনের সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও অবদান রেখেছিলেন। ২০১৪ সালে তিনি জনসেবার পথে পা রাখেন এবং ২০২০ সাল পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। যোগেন চৌধুরীর প্রয়াণে শিল্পমহল গভীর শোকাচ্ছন্ন। সহশিল্পী ও সমসাময়িক ব্যক্তিরা তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন; তাঁরা স্মরণ করেছেন তাঁর সৃজনশীল প্রতিভা, স্নেহপূর্ণ পরামর্শদাতা হিসেবে তাঁর ভূমিকা এবং রেখে যাওয়া এক অবিস্মরণীয় উত্তরাধিকারের কথা।

যোগেন চৌধুরীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল কলকাতার বই মেলাতে। সেই সময়ে তিনি কলকাতা বই মেলাতে এসে ছিলেন। সেখান থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ। তারপরে সেই আলাপ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে। হোলির আগের দিন তাঁর শান্তিনিকেতনের বাড়িতে বিরাট উৎসব হতো। সেই উৎসবে তিনি আমায় নিমন্ত্রণ করতেন। তাঁর বাড়িতে থাকা এবং পরদিন ভোর বেলায় ট্রেন ধরে কলকাতায় চলে আসাটা মনে থাকবে চিরকাল। তিনি লীলা মজুমদারের বাড়িটা ক্রয় করেছিলেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম এই বাড়িতে যে লীলা মজুমদার নাম শ্বেতপাথরে খোদাই করে রাখতে।

(ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র)

শিল্পী যোগেন চৌধুরীর স্মৃতিকথায় তাঁর শৈশবের হারানো দিনগুলি

বিশেষ প্রতিবেদক

১৯৩৯ সালে অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুরে জন্ম নেওয়া যোগেন চৌধুরী ছিলেন আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী। স্বতন্ত্র রেখা, মানবদেহের অভিব্যক্তি ও সমাজবাস্তবতার চিত্রণে তিনি অর্জন করেন আন্তর্জাতিক পরিচিতি। ১৯৭১ সালে বাংলা দেশের মরণপণ সংগ্রামী দিনগুলোর স্মরণে তিনি ছবি এঁকেছিলেন। বাংলাদেশের জন্য হৃদয়ের সব ভালোবাসা দিয়ে তৈরি হয়েছিল সে ছবি। আজ ৮৭ বছর বয়সে কলকাতায় শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমানের সঙ্গে ছিল তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব, যোগাযোগ। শিল্পী বেঁচে থাকতেই ২০১৪ সালে প্রকাশিত হয় মতিউর রহমানের বই আকাশভরা সূর্যতারাঞ্জ কবিতা,গান, শিল্পের ঝরনাধারায়। যেখানে যোগেন চৌধুরীকে নিয়ে ছিল 'মানবমুক্তিতে বিশ্বাসী' শিরো নামে এ লেখাটি। ''ভারতীয়

গ্রামে থিয়েটার হতো। বাবা মেয়েদের পাট করতেন। 'কর্ণকুন্তী' নাটকে কুন্তীর অভিনয় করতেন। সে নাটক আমি দেখেছি। নাটকের মঞ্চের সামনের পর্দার দৃশ্য আমার বাবা তৈরি করেছিলেন। মনে আছে, অনেকগুলো সাপের সামনে কৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছে। বাবার আঁকা আর অভিনয়ের খুব শখ ছিল। খুব উত্‌সাহ নিয়ে দুর্গা বানাতেন। থিয়েটারের জন্য বানাতেন মুকুট আর সাজানোর অন্য জিনিসপত্র। এসব ব্যাপারে বাবা খুব দক্ষ ছিলেন। তিনি ৯১ বছর বয়সে মারা যান। আমার মা, ইন্দুমতী চৌধুরী সুন্দর আলপনা করতেন। রঙিন সুতায় কাঁথা করতেন।'

'আমাদের বাড়ি ছিল কাঠের দোতলা। একা একা দোতলায় যেতাম। সেখানে থিয়েটারের জিনিসপত্তর জমা থাকত। মুকুট, তলোয়ার ইত্যাদি ঘাঁটাঘাঁটি করতাম। রং থাকত। সে রং নিয়ে কাজ করতাম। চুন আর রাংচিতা দিয়ে হলুদ রং হতো। কাঠকয়লা

চিত্রকলার শক্তিশালী শিল্পী যোগেন চৌধুরীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৮৭ সালের আগস্টের এক সন্ধ্যায়, শান্তিনিকেতনে। তারপর আবার দেখা হয়েছে শান্তি নিকেতনে, ১৯৮৮ সালের জুন মাসে। প্রথমবার আমার পরিচয়পত্র নিয়ে গিয়েছিলাম ভারতের আরেক বড় শিল্পী গণেশ পাইনের কাছ থেকে। মনে পড়ে, গণেশদার চিঠি আর ঢাকা থেকে গিয়েছি;দুইয়ে মিলে প্রথম পরিচয়েই আন্তরিকতার স্পর্শে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁর জন্মভূমি বাংলাদেশে, গোপাল গঞ্জের কোটালীপাড়ায়।

মনে পড়ে, শান্তিনিকেতনের কলাভবনে গিয়ে দেখা করে পরিচয় দিলাম। যোগেনদা বললেন, 'সন্ধ্যায় বাসায় আসেন, গল্প করব।' সেদিনই অত্যন্ত সহজিয়া অন্তরঙ্গ তায় গভীর রাত পর্যন্ত দুই দেশ নিয়ে গল্প, তাঁর শিল্পীজীবনের অতীত আর বর্তমান নিয়ে অনেক কথা আর গানও শোনা হয়। তাঁর বাসাতেই রাত কাটাই। মনে পড়ে, সেই প্রথম তিনি ইফফাত আরার গান শুনে আবেগবিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। আমি ইফফাতের রবীন্দ্রসংগীতের ক্যাসেট নিয়ে গিয়েছিলাম তাঁর জন্য।

একধরনের মগ্ন-কথোপকথনের মধ্য দিয়ে আমার শোনা হয়ে গিয়েছিল যোগেন চৌধুরীর প্রায় সমগ্র জীবনকথার সারাংশ। তবে তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনকাহিনির মধ্যে তাঁর শৈশবের কথা, কোটালীপাড়ার ডহরপাড়া গ্রামের কথা যখন বলছিলেন, তখন তিনি সত্যিই ফিরে যাচ্ছিলেন সেই দূর-অতীতে, তাঁর শিকড়ের কাছা কাছি। তাঁর কথায়, '১৯৩৯ সালে আমার জন্ম। বাংলাদেশের গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ার ডহরপাড়া গ্রামে। ৯ বছর বয়স পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম। পড়াশোনা শুরু ওই গ্রামের পাঠশালাতেই। ১৯৪৮ সালে কলকাতায় চলে আসি। আমার বাবা প্রমথনাথ চৌধুরী ছিলেন আরও কিছুদিন। চৌধুরী বংশের জমিদারি ছিল। আড়াই হাজার বিঘা জমি ছিল আমাদের। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে আমার বাবাও চলে আসেন কলকাতায়।

তাঁর কথায়, '১৯৩৯ সালে আমার জন্ম। বাংলাদেশের গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ার ডহরপাড়া গ্রামে। ৯ বছর বয়স পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম। পড়াশোনা শুরু ওই গ্রামের পাঠশালাতেই। ১৯৪৮ সালে কলকাতায় চলে আসি। 'আমাদের সেই ডহরপাড়া গ্রামের ছোটবেলার সবকিছু মনে পড়ে এখনো। সেসব কথা এখনো স্মৃতিতে আসা-যাওয়া করে। সবকিছু দেখতে পাই, হুবহু মনে পড়ে। কোথায় রান্নাঘর ছিল তার পেছনে পুকুর ছিল। সেই গ্রামে বড় আয়োজনে দুর্গাপূজা হতো। যাত্রা দেখতে যেতাম। স্কুল পালিয়ে মাছ ধরতাম। সেসব স্মৃতি এখনো বড় বেশি পিছু টানে। আমাদের

দিয়ে কালো রং করতাম আর চুন দিয়ে সাদা। এগুলো দিয়ে দুর্গাপ্রতিমা আর সরস্বতীর প্রতিমা বানাতাম।

'আরও অনেক স্মৃতি। কুমোর যখন দুর্গা বানাতে আসত, আমরা বসে বসে দেখতাম। খড়, তুষ ইত্যাদি দিয়ে কীভাবে মুখ, হাত, আঙুল হয়ে যেত দেখতাম। কীভাবে রং দিয়ে শেষ হতো দেখতাম। ওরা চলে গেলে নানা কিছুর টুকরা পড়ে থাকত। যাত্রার পর পুঁতি, চুমকি পড়ে থাকত, সেগুলো তুলে আনতাম। তা দিয়ে নানা কিছু বানানোর চেষ্টা করতাম।

'বর্ষার স্মৃতি;বৃষ্টি হচ্ছে, জলে ভরে গেল চারদিক, মাছ সামনে চলে এল, এ রকম অনেক স্মৃতি মনে পড়ে। বড়শি দিয়ে মাছ ধরতাম খাল-বিলে। টাকি মাছ পেতাম। কই মাছ উঠে আসত। বর্ষায় নৌকায় করে দূরে চলে যেতাম। সরু নৌকা দিয়ে যেতাম। নিজেদের নৌকা ছিল। ধান ও পাটখেতের মধ্য দিয়ে যেতাম। খেতের পরিষ্কার জলের মধ্যে পুঁটি-খলশে মাছ দেখতাম। সে মাছগুলোর লাল-সবুজ রং এখনো চোখে ভাসে। খাল-বিলে শাপলা ফুল হতো। সেগুলো দেখতাম। শাপলা-শালুক ভেঙে শাঁস খেতাম।

'আমার প্রথম দিকের ছবিতে, বিশেষ করে একটা সময়ে লতা-পাতা, মাছ-গাছ;এসব কিছু এসেছে আমার ছোটবেলা থেকে। এগুলো এখনো খুব বেশি হন্ট করে। ডহরপাড়া গ্রামের সেসব স্মৃতি আমাকে অতীতের সেই দিনগুলোতে নিয়ে যায়। আবার সত্তরের দশকে সে স্মৃতিগুলো এসেছে আমার কাজে। যখন ধীরস্থির হয়ে কাজ শুরু করি, তখন সে স্মৃতিগুলো ফিরে ফিরে আসে।

'আমার প্রথম দিকের ছবিতে, বিশেষ করে একটা সময়ে লতা-পাতা, মাছ-গাছ;এসব কিছু এসেছে আমার ছোটবেলা থেকে। এগুলো এখনো খুব বেশি হন্ট করে। ডহরপাড়া গ্রামের সেসব স্মৃতি আমাকে অতীতের সেই দিনগুলোতে নিয়ে যায়। আবার সত্তরের দশকে সে স্মৃতিগুলো এসেছে আমার কাজে। যখন ধীরস্থির হয়ে কাজ শুরু করি, তখন সে স্মৃতিগুলো ফিরে ফিরে আসে।

'১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির পর যখন কলকাতায় চলে আসি, তখন তো প্রচণ্ড শরণার্থীসমস্যা, খাদ্যা ভাব, খাদ্য আন্দোলন আর ধর্মঘট চলেছে। এসব নিয়ে প্রচুর স্কেচ করেছিলাম। সে জন্য জানেন, আমার ছবিতে শুরু থেকে একটা দুঃখ-বেদনার ব্যাপার আছে। পরেও যা কিছু এঁকেছি, তাতে একটা কালো ও অন্ধকারের দিক রয়েছে। 'বাবা-মার কাছ থেকে ছবি আঁকার ব্যাপারটা পেয়েছিলাম। ছোটবেলা থেকেই ছবি ভালো লাগত। কলকাতাতেই ছবির জগৎ, চিত্রকলা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা হতে শুরু করে। **লেখক ঃ মহিউর রহমান)**

নাট্যজগতের খ্যাতনামা শিল্পী তৃপ্তি মিত্র

চিত্তজিৎ দত্ত

চলচ্চিত্র ও নাট্যজগতের খ্যাতনামা অভিনেত্রী এবং লেখিকা তৃপ্তি ভাদুড়ী মিত্র (জন্মঃ- ২৫ অক্টোবর, ১৯২৫ , মৃত্যুঃ- ২৪ মে, ১৯৮৯) । ১৯৪৩ সালে ফ্যাসিবিরোধী লেখকশিল্পী সংঘের প্রথম নাটকের মহিলাশিল্পী না থাকায় তার মাসতুতো দাদা বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন' নাটকে তিনি অভিনয় করেন। বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসার পর তাঁর অভিনয়ের বিকাশ ও খ্যাতি বাড়তে থাকে। ১৯৪৫ সালে শম্ভু মিত্রের সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পর তাঁর নাম হয় তৃপ্তি মিত্র যে নামে তিনি বেশি পরিচিত। শম্ভু মিত্র ছিলেন একজন খ্যাতনামা অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নাট্যদল 'বহুরূপী'। তৃপ্তি মিত্র স্বয়ং ছিলেন বহুরূপীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এবং এই নাট্যদলের বহু নাটকে তাঁর অভিনয় চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এছাড়া তিনি বহু চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। তিনি বহু নাটকে নির্দেশকের ভূমিকাও পালন করেছেন। ১৯৮০ সালে সাংগঠনিক বিরোধের জন্য বহুরূপী ত্যাগ করে কিছু দিনের জন্য 'চেনামুখ' নাট্যদলে অভিনয় করেন। নতুন অভিনয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য তিনি 'আরব্ধ নাট্য বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মঞ্চে অভিনীত নাটক গুলি হল সেতু, সচিব সখা, বিপ্রদাস, গৃহ লক্ষ্মী, থানা থেকে আসছি, সওদাগর, বিরাজ বৌ, দ্বিধা, হাসি। তাঁর আবদ্ধ নাট্য বিদ্যালয়ে প্রযো জিত ও নির্দেশিত নাটক গুলি হল সরীসৃপ, হাজার চুরাশির মা, রক্ত করবী। তাঁর বহুরূপী নাট্যদলে নির্দেশিত নাটক গুলি হল ডাকঘর, অপরাজিত, কিংবদন্তি, গন্ডার, দুরাশা, ঘরে বাইরে, যদি আর একবার, পাখি, বলি প্রভৃতি। তাঁর অভিনয়ের জন্য তিনি বহু পুরস্কারে ভূষিত হন। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হল আকা ডেমি পুরস্কার, পদ্মশ্রী, শান্তি নিকেতনে ভিজিটিং ফেলো। এছাড়াও তিনি বেতার, দূরদর্শনে

দক্ষতার সঙ্গে বহু অভিনয় করেছেন। নাট্য মঞ্চের এক মহান অভিনেত্রীকে আমরা হারিয়ে ফেলি ১৯৮৯ সালে। তাঁর সুযোগ্যা কন্যা শাঁওলি মিত্রও একজন অভিনেত্রী। তিনি বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁওয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আশুতোষ ভাদুড়ী মাতার নাম শৈলবালা দেবী। শৈশবে তিনি ঠাকুরগাঁওয়ে নাট্য সমিতি মঞ্চে শিশু শিল্পীর চরিত্রে অভিনয় করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। পত্রিকা থেকে, প্রয়াণের পঁচিশ বছরে বলছেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত গরদের শাড়ি পরে হুইল চেয়ারে বসে আছেন তৃপ্তিদি। খুব সেজেছেন। ভারী খুশি খুশি মুখ। কে বলবে, মারণরোগে ওঁর ভেতরটা তখন ক্ষয়ে ক্ষয়ে এতটুকু! গোলপার্কে শম্ভুদার বাড়ির বাইরের ঘরে আমরা ক'জন। মৃণালবাবু (সেন) তৃপ্তিদির হাতে কালিদাস সম্মান তুলে দিলেন। দুর্বল হাতটা দিয়ে ছুঁলেন শুধু। পাশেই দাঁড়িয়ে শাঁওলী। শম্ভুদা, আমি, অন্যরা একটু তফাতে।

মৃণালবাবু শাঁওলীকে বললেন, যাও, এ বার তোমার মাকে ভেতরের ঘরে পৌঁছে দাও। উনি ছুঁয়ে তো দেখেছেন, ব্যস তা হলেই হবে। তৃপ্তিদির সারা মুখ জুড়ে তখনও হাসি লেগে আছে। এর তো কয়েক দিন বাদেই চলে গিয়েছিলেন। আজও ভাবি ভেতরে ভেতরে কতটা জীবনীশক্তি থাকলে ওই চরম সময়েও অতটা জ্বলজ্বলে থাকা যায়!

তখন মধ্যপ্রদেশ সরকারের 'কালিদাস সম্মান'-এর জুরি বোর্ডে ছিলাম আমি। সে বছর প্রাপকের নাম ঠিক করার আগে মনে হয়েছিল, এই মুহূর্তে তৃপ্তি মিত্রের চেয়ে যোগ্যতর আর কেউ হতে পারেন না। তাছাড়া সেই সম্মানের অর্থমূল্যও বেশ অনেকটা। ভেবে ছিলাম, সংসারের নিত্যদিনের খরচের পর ওই কঠিন রোগ সামলাতে যে ঝক্কি, তাতে হয়তো ওই অর্থ কিছুটা কাজে দেবে। তাছাড়া এ তো দয়া করা নয়, যোগ্যতার প্রতিদান। অথচ তৃপ্তিদির শরীরের কারণেই পুরস্কার নেওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরনোর কোনও উপায় নেই। ফলে ভাবলাম, কী আছে! পর্বতই না হয় মহম্মদের কাছে যাবে।

'পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ' রাজ্যবাসীকে বিজয়ার শুভেচ্ছা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যসচিব

শারদ শিরোমণি পুরস্কার বিতরণ ও বিজয়ার শুভেচ্ছায় মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যসচিব। সংবাদে রবীন্দ্রকুমার শীল এবং ছবিতে বুদ্ধদেব মিশ্র

পূর্বস্থলীর দামোদর পাড়া অনাথ আশ্রমে, লক্ষ্মীপুজোর মধ্য দিয়ে নতুন করে উৎসব শুরুর বার্তা বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদারের

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৬ অক্টোবর ঃ দীর্ঘ সাত বছর ধরে দুর্গাপুজোর আয়োজন হলেও এবছর

আর সেই পুজো হয়নি পূর্বস্থলী ১ ব্লকের দামোদর পাড়া সমাজ কল্যাণ হোম ও অনাথ আশ্রমে। তবে আশ্রমের শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে এবং আগামী দিনে ফের উৎসবের পরিবেশ ফিরিয়ে আনার আশ্বাস নিয়ে এদিন আশ্রমে উপস্থিত হলেন পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার। শুধু উপস্থিত থাকাই নয়, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে লক্ষ্মী ঠাকুরের আরাধনায় অংশ নিলেন তিনি। শিশুদের সঙ্গে সময় কাটানো থেকে শুরু করে তাদের হাতে লক্ষ্মীপুজোর প্রসাদ তুলে দেওয়া- সব মিলিয়ে এদিন আশ্রমে এক আন্তরিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য, দীর্ঘ সাত বছর ধরে এই আশ্রমে দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হলেও চলতি বছরে সেই পুজো বন্ধ হয়ে যায়। পুজো বন্ধ হওয়ার কারণ নিয়ে আশ্রমের দায়িত্বে থাকা এক ব্যক্তি সেই সময় জানিয়েছিলেন, পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা স্বপন দেবনাথের শারীরিক অসুস্থতার কারণে আশ্রমের শিশুরাই পুজো বন্ধ রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। সেই কারণেই এবছর দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়নি বলে তিনি জানিয়েছিলেন। তবে এদিন এই প্রসঙ্গে বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার স্পষ্টভাবে জানান, আগের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের কথাতেই তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এবছর দুর্গাপুজো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যে পুজো বন্ধ থাকার বিষয়টি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। এদিন বিধায়ক আরও জানান, এবছর আর নতুন করে দুর্গাপুজোর আয়োজন করা সম্ভব নয়। তবে আগামী বছর আরও ধুমধাম করে যেন এই আশ্রমে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয় বলে তিনি আশ্বাস দেন। সেই লক্ষ্যেই এবছর লক্ষ্মীপুজোর মধ্য দিয়ে আবারও পুজো-পার্বণের সূচনা করা হল বলে জানান তিনি। আগামী দিনে আশ্রমের শিশুদের পাশে থাকার পাশাপাশি তাঁদের দায়িত্ব নেওয়ার বিষয়েও আশ্বাস দেন বিধায়ক। এদিন আশ্রমে গিয়ে বিধায়ককে শিশুদের সঙ্গে কথা বলতে, তাদের খোঁজখবর নিতে এবং নিজের হাতে লক্ষ্মীপুজোর প্রসাদ তুলে দিতে দেখা যায়। পাশাপাশি লক্ষ্মীপুজোর বিভিন্ন আচার- অনুষ্ঠানেও অংশ নেন তিনি। তাঁর উপস্থিতিতে আশ্রমের শিশুদের মধ্যে উৎসাহ ও আনন্দের পরিবেশ তৈরি হয়। অন্যদিকে, দীর্ঘদিনের পুজোর ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আশ্রমের শিশুদের মনেও যে আক্ষেপ ছিল, লক্ষ্মীপুজোর আয়োজনের মধ্য দিয়ে সেই পরিবেশে কিছুটা হলেও আনন্দ ফিরে আসে। ফের পুজো শুরু হওয়ায় খুশি আশ্রমের শিশুরাও। তাদের আশা, আগামী বছর আবারও দুর্গাপুজোর আনন্দে মেতে উঠবে গোটা আশ্রম। দামোদর পাড়া সমাজ কল্যাণ হোম ও অনাথ আশ্রমের এই লক্ষ্মীপুজোকে ঘিরে তাই শুধু ধর্মীয় আয়োজনই নয়, আগামী দিনে শিশুদের জন্য উৎসবের পরিবেশ ফিরিয়ে আনার আশ্বাসও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এখন সকলের নজর আগামী বছরের দুর্গাপুজোর দিকে। বিধায়কের আশ্বাস অনুযায়ী, আগামী বছর নতুন উদ্যমে এবং আরও বড় আয়োজনে আশ্রমে দুর্গাপুজো ফিরে আসে কি না, সেটাই দেখার।

রামকানালী গ্রামে লক্ষ্মীপুজোয় দেবীর বাহন হিসেবে পুজো পান স্বয়ং গজরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৬ অক্টোবর ঃ একদিকে ঘন জঙ্গল, অন্যদিকে বিস্তীর্ণ কৃষিজমি। একসময় বছরের বেশি ভাগ সময় জঙ্গলঘাটির জঙ্গলছোঁয়া রামকানালী গ্রামে প্রায়ই খাবারের সন্ধানে ঢুকে পড়ত হাতির দল। কখনও লোকালয়ে হানা, কখনও পাকা ধানের জমিতে তাণ্ডব চালাত গজরাজ। হাতির উপদ্রবে ফসলের ক্ষতি ছিল গ্রামবাসীদের কাছে নিত্যদিনের সমস্যা। বিশেষ করে ধান পাকার মরশুমে হাতির হানায় চাষিদের উদ্বেগ বাড়ত। সেই সময় ফসল রক্ষার কামনায় কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিন শুরু হয় গজলক্ষ্মী পুজো। সময়ের সঙ্গে বদলেছে অনেক কিছু, কিন্তু আজও অটুট রয়েছে সেই প্রাচীন ঐতিহ্য। রামকানালী গ্রামের গজলক্ষ্মী পুজোর বিশেষত্ব হল, এখানে দেবী লক্ষ্মীর বাহন চিরাচরিত পেঁচা নয়, স্বয়ং গজরাজ অর্থাৎ হাতি। কৃষিপ্রধান

এই গ্রামের মানুষের জীবন-জীবিকা মূলত চাষবাসের উপর নির্ভরশীল। তাই শস্যের দেবী লক্ষ্মীর আরাধনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাঁদের কৃষিজীবন ও প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক। হাতির আক্রমণ থেকে মাঠের শস্য রক্ষা ও ঘরে ঘরে সুখ- সমৃদ্ধি কামনা করেই দেবীর কাছে প্রার্থনা জানান গ্রামবাসীরা। লোকবিশ্বাস ও দীর্ঘদিনের প্রথা মিলেমিশে এই পুজোকে দিয়েছে এক স্বতন্ত্র পরিচয়। গ্রামবাসী জানান, তাঁদের এলাকা মূলত কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু চাষের জমিতে হাতির উপদ্রব বরাবরই রয়েছে। বিশেষ করে মাঠে ধান পাকার সময় হাতির হানা বেড়ে যায়। সেই কারণে গজরাজের আক্রমণ থেকে ফসল বাঁচানোর কামনাতেই এখানে দেবী লক্ষ্মীর বাহন হিসেবে হাতিকে পুজো করা হয়। এক গৃহবধূর কথায়, জঙ্গলের হাতির আক্রমণ থেকে মাঠের শস্য রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই গজলক্ষ্মী পুজোর সূচনা হয়েছিল। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সেই প্রথা আজও চলে আসছে। গ্রামবাসী জানান, তাঁদের গ্রামে বড় কোনও পুজোর আয়োজন হয় না। তাই গজলক্ষ্মী পুজোকে ঘিরেই গ্রামের মানুষের আনন্দ-উৎসব। বছরের এই বিশেষ দিনটির জন্য অপেক্ষা করে থাকেন সকলে। পুজোকে কেন্দ্র করে একত্রিত হন গ্রামবাসীরা, ভাগ করে নেন আনন্দ ও আবেগ। সব মিলিয়ে রামকানালীর গজলক্ষ্মী পুজো শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার নয়, এটি গ্রামের মানুষের বিশ্বাস, কৃষিজীবন ও ঐতিহ্যের প্রতীক। শতাব্দী পেরিয়েও এই পুজো আজও বহন করে চলেছে এক অনন্য লোকসংস্কৃতির পরিচয়।

আবার খোলা আকাশের নিচে দুবাই ঃ শীতল মরসুম পুরোপুরি উপভোগ করার ছয়টি উপায়

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর ঃ তাপমাত্রা কমতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে দুবাইয়ের সমুদ্রসৈকত, পার্ক, ট্রেইল এবং খোলা আকাশের নিচের নানা জায়গা শহরের এক ভিন্ন প্রাণশক্তি এনে দিচ্ছে। উপকূল ধরে ভোরের দৌড় আর সৈকতের ধারে ফিটনেস সেশন থেকে শুরু করে উইকেন্ড মার্কেট, পাহাড়ি অভিযান এবং খোলা আকাশের নিচে ডিনার পর্যন্ত, শীতল মাসগুলিতে পর্যটকেরা দুবাইকে বাইরে উপভোগ করার আরও নানা সুযোগ পান। পরিবারের সঙ্গে প্রাণবন্ত একটি দিন হোক বা জলের ধারে হঠাৎ পরিকল্পনা করা কোনও সন্ধ্যা, শহরের আউটডোর ক্যালেন্ডারে ঘুরে দেখার মতো অনেক কিছুই রয়েছে। ১. কাইট বিচে কাটান গোটা দিনঃ রানিং ট্র্যাক, ওয়াটার স্পোর্টস, বিচ ভলিবল কোর্ট এবং ক্যাজুয়াল ডাইনিং স্পটের সমাহারে কাইট বিচ জুমেইরা উপকূলে দুবাইয়ের বেশ কয়েকটি প্রিয় আউটডোর কার্যকলাপকে এক জায়গায় এনেছে। পর্যটকেরা সমুদ্রের ধারে দৌড় দিয়ে দিন শুরু করতে পারেন, কাইটসার্ফিং বা প্যাডলবোর্ডিং চেষ্টা করতে পারেন, কিংবা সৈকত-লাগোয়া কোনও ক্যাফেতে আরামে একটি বিকেল কাটাতে পারেন। ২২তম মরসুমে কাইট বিচ মার্কেটের প্রত্যাবর্তন এই অভিজ্ঞতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে এখানে বিচওয়্যার, অ্যাক্সেসরিজ এবং উপহারসামগ্রীর বিকল্প নিয়ে রয়েছে ১৫টি কিয়স্ক। বুর্জ আল আরবের দৃশ্য এবং সৈকতের বাইরেও করার মতো প্রচুর কিছু থাকায় কাইট বিচ নিজেই একটি পরিপূর্ণ গন্তব্য। ২. দুবাই ফিটনেস চ্যালেঞ্জের সঙ্গে হয়ে উঠুন সক্রিয়ঃ ৩১ অক্টোবর থেকে ২৯ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত ফিরে আসছে দুবাই ফিটনেস চ্যালেঞ্জ। দশম সংস্করণে এটি গোটা শহরকে টানা ৩০ দিন প্রতিদিন ৩০ মিনিট শারীরিক কার্যকলাপের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। কমিউনিটি হাব, ক্লাস এবং ক্রীড়া ইভেন্টের মাধ্যমে এই কর্মসূচি ফিটনেসকে জনপরিসরে নিয়ে আসে। কাইট বিচে ডিপি ওয়ার্ল্ড ৩০x৩০ ফিটনেস ভিলেজে থাকবে যোগা, পিলাটিস, স্পিনিং, পাডেল এবং দলগত খেলাধুলার মতো নানা কার্যকলাপ। ১ নভেম্বর দুবাই রাইড, ৭-৮ নভেম্বর হাত্তা ড্যামে দুবাই স্ট্যান্ড আপ প্যাডল, ২২ নভেম্বর দুবাই রান এবং ২৯ নভেম্বর দুবাই যোগার মতো প্রধান ইভেন্টগুলি বাসিন্দা ও পর্যটকদের শহরের এই সক্রিয় মরসুমে অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দেবে। ৩. শহরের ব্যস্ততা ছেড়ে চলুন পাহাড়ি পথেঃ শহরের বাইরে আউটডোর বিরতির জন্য হাজর পর্বতমালার মাঝে হাত্তা এনে দেয় একেবারে ভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য। পর্যটকেরা হাত্তা ড্যামে কায়াকিং করতে পারেন, হাইকিং ট্রেইল ঘুরে দেখতে পারেন, অথবা হাত্তা ওয়াদি হাবে মাউন্টেন বাইকিং ও অ্যাডভেঞ্চার কার্যকলাপে অংশ নিতে পারেন। যাঁরা আরও লম্বা ছুটি চান, তাঁরা এখানকার ক্যাম্পিং ও গ্ল্যাম্পিংয়ের বিকল্পগুলিও বিবেচনা করতে পারেন। দুবাইয়ের আরও কাছে, আল কুদরা সাইকেল ট্র্যাক মরুভূমির প্রকৃতির মধ্য দিয়ে একটি পথ উপহার দেয়, আর আল কুদরা লেকস পাখি দেখা ও বাইরে সময় কাটানোর সুযোগ করে দেয়। ৪. উইকেন্ড হোক আউটডোর মার্কেটের নামেঃ দুবাইয়ের মরসুমি বাজারগুলিতে মেলে খাবার, কেনাকাটা, স্বাধীন ব্যবসা এবং পারিবারিক কার্যকলাপের মিশেল। অ্যাকাডেমি পার্কের দ্য রাইপ মার্কেটে টাটকা কৃষিপণ্য, কারিগরি সামগ্রী, ফ্যাশন, গয়না ও খাবারের স্টলের পাশাপাশি শিশুদের জন্য নানা কার্যকলাপও এক জায়গায় পাওয়া যায়। কাইট বিচের মরসুমি বাজার সমুদ্রের ধারে স্থানীয় জিনিসপত্র দেখার আরও একটি পরিবেশ তৈরি করে। সকালের কফির জন্য একবার ঢুঁ মারা হোক, স্বাধীন ব্র্যান্ড আবিষ্কার করা হোক বা গোটা উইকেন্ডের বেড়ানোর পরিকল্পনা, কয়েক ঘণ্টা বাইরে কাটানোর সহজ উপায় এই বাজারগুলি। ৫. দৌড়ের জন্য খুঁজে নিন নতুন প্রিয় পথঃ যে পর্যটকেরা পায়ে হেঁটে ঘুরতে ভালোবাসেন, তাঁদের জন্য দুবাইয়ে রয়েছে এমন সব পথ, যা আউটডোর শরীরচর্চার সঙ্গে উপকূল ও মরুভূমির দৃশ্যকে মিলিয়ে দেয়। কাইট বিচের রানিং ট্র্যাক ভোরের জগিং বা জলের ধারে সান্ধ্য ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত, আর বিস্তৃত জুমেইরা উপকূলে রয়েছে অবসরে হাঁটার মতো দীর্ঘ পথ। সাইকেল আরোহীরা মরুভূমির মধ্য দিয়ে দীর্ঘ রাইডের জন্য যেতে পারেন আল কুদরা সাইকেল ট্র্যাকে, যেখানে বিভিন্ন দূরত্ব ও ফিটনেস স্তরের উপযোগী রুট রয়েছে। ৬. খাওয়াদাওয়া হোক খোলা আকাশের নিচেঃ বাইরে সময় কাটানোর জন্য আবহাওয়া ক্রমশ আরও অনুকূল হয়ে ওঠায় দুবাইয়ের সৈকত- লাগোয়া ক্যাফে, গার্ডেন টেরেস এবং ওয়াটারফ্রন্ট রেস্তোরাঁগুলি শরীরচর্চার পরের প্রাতরাশ থেকে সমুদ্রের ধারে ডিনার পর্যন্ত সব কিছুর জন্যই উপযুক্ত পরিবেশ এনে দিচ্ছে। কাইট বিচে পর্যটকেরা তীর ধরে হাঁটার সঙ্গে হালকা খাবারের স্বাদ নিতে পারেন, আর শহরের বিস্তৃত ডাইনিং জগ ওয়াটারফ্রন্ট ও স্কাইলাইনের দৃশ্য-সহ খোলা আকাশের নিচে খাওয়ার নানা ঠিকানা উপহার দেয়। আরও কার্যকলাপে ভরা একটি সন্ধ্যার জন্য গ্লোবাল ভিলেজ এক জায়গায় নিয়ে এসেছে খোলা আকাশের নিচে কেনাকাটা, আন্তর্জাতিক খাবার, সাংস্কৃতিক প্যাভিলিয়ন এবং লাইভ বিনোদন এর ৩১তম মরসুম চলবে অক্টোবর ২০২৬ থেকে মে ২০২৭ পর্যন্ত।

কোহিমায় অধীনস্থ আধিকারিকের বিশ্রাম গৃহের বৈদ্যুতিকরণ

টেন্ডার নোটিস নং. ডিওয়াই.সিইই/সিওএন/এমএলজিও/১০/২০২৬ তারিখঃ ২২-১০-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিসম্পন্ন ঠিকাদার (গণ) / ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার সংখ্যা: ইএল-সিওএন-এমএলজিও-১০-২০২৬-২৭-ডি-কে। কাজের নামঃ ডিমাপুর-কোহিমা নতুন প্রকল্পের অধীনস্থ প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত কোহিমায় অধীনস্থ আধিকারিকের বিশ্রাম গৃহের বৈদ্যুতিকরণ। টেন্ডার রাশিঃ ৭৭,৯১,৭৯৭/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ১,৫৫,৮০০/- টাকা। টেন্ডার জমা করার তারিখ এবং সময়ঃ ১৩-১১-২০২৬ তারিখের ১৪.৩০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে- ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিইই/সিওএন/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার নোটিশ নং ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৫৩ অফ ২০২৬; তারিখ ঃ ২২-১০-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ ২৪ মাসের জন্য উৎস (পাগলঝরা) থেকে তিনধারিয়া পর্যন্ত মূল পাইপলাইনের রক্ষণাবেক্ষণ সহ তিনধারিয়া ওয়ার্কশপ, এডিএমই অফিস, রেলওয়ে হাসপাতাল, মহানদী স্টেশন, গয়াবাড়ি স্টেশন, রংটং স্টেশন এবং তিনধারিয়ার রেলওয়ে কলোনিতে মোটর ট্রাক দ্বারা পানীয় জল সরবরাহ। টেন্ডার মূল্য: ৭৪,৫৪,৬৯৩.৭৬/- টাকা; বায়নাপত্র : ১,৪৯,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২০-১১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২০-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল রাজেশ কুমার শুক্লা, পিতা- হরিশঙ্কর শুক্লা, ২০২৬ সালে A.D.S.R. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪২২৬নং দলিল দ্বারা চেনমারফৎ ৫২৭২/২১নং (A.D.S.R. ডোমজুড় হাওড়া) আমমোক্তার (দীননাথ নস্কর, বাবলু নস্কর, বিশ্বনাথ ঘোষ) দলিল দ্বারা মৌজা- তেঁতুলকুলি (৫৩), হাল- ৩৫০০নং খতিয়ানে, সাবেক ১৬২৬নং ও হাল- ১৬২২নং দাগে ৩.৩০ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L.&L.R.O., অফিসে যোগাযোগ করুন।

সুমিত কুমার চক্রবর্ত্তী, অ্যাডভোকেট

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মিঠুন সর্দ্দার, পিতা- রবীন সর্দ্দার, ২০২৬ সালে A.D.S.R. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২০৮৭নং দলিল দ্বারা চেনমারফৎ ০১১৯/২০২৪নং (A.D.S.R. ডোমজুড়) আমমোক্তার (সনাতন জানা) দলিল দ্বারা মৌজা- পার্ব্বতীপুর (০৮), সাবেক ৩১২, ৩৩৯নং এবং হাল- ১৪৮৬, ১৪৮৭, ১৭৮০, ১৭৮১নং, খতিয়ানে, সাবেক- ৫২৭, ৫২৮, ৫২৯, ৬৮৯নং, হাল- ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৬, ৭০৯নং দাগে মোট ৮.৯৪ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L.&L.R.O., অফিসে যোগাযোগ করুন।

সুমিত কুমার চক্রবর্ত্তী, অ্যাডভোকেট

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শিবশঙ্কর আশ, পিতা- হারাধন আশ, ২০০৮ সালে A.D.S.R. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪৮৮৩নং দলিল দ্বারা চেনমারফৎ ২৯৮/০৮নং (A.D.S.R. ডোমজুড় হাওড়া) আমমোক্তার (শ্রীকান্ত দত্ত ও সোমনাথ দত্ত) দলিল দ্বারা মৌজা- উত্তর ঝাঁপড়দহ (০৯), সাবেক ৭৭৬নং ও হাল- ৪৫৩নং খতিয়ানে, সাবেক ও হাল- ৫৮৫১নং দাগে ৪.৩১ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L.&L.R.O., অফিসে যোগাযোগ করুন।

সুমিত কুমার চক্রবর্ত্তী, অ্যাডভোকেট

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Sealed short Notice tenders are hereby invited by the Executive Engineer, P.W.D., Howrah Electrical Division, Onkarmal Jetia Road, Howrah – 711103,
NIT No. WBPWD/EE/HED/NIT-228 of 2026-2027.
Memo. 3133 Dt. 26.10.2026
Name of Work- Temporary Electrification work & other utility within the campus of Nabanna Sabhaghar related to the Meeting Chaired by the Chief Minister of West Bengal on 28/10/2026. Last Date of Submission : 27.10.2026.
Intending bidder may download the Tender/Quotation documents from the website : **www.pwd.wb.in.**

যানজট মুক্ত শহর গড়তে উদ্যোগী ইংরেজবাজার পুরসভা ও জেলা পুলিশ প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৬ অক্টোবর ঃ শহরের যানজট নিয়ন্ত্রণ, ফুটপাত দখলমুক্ত করা এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াত সুগম করতে

একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চলেছে ইংরেজবাজার পুরসভা ও জেলা পুলিশ প্রশাসন। হকারদের জন্য পৃথক ফুড জোন, গাড়ি রাখার জন্য পার্কিং ব্যবস্থা এবং টোটো চলাচলে নির্দিষ্ট রুট চালুর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সোমবার মালদা শহরের ফোয়ারা মোড় থেকে রথবাড়ি মোড় পর্যন্ত এলাকা পরিদর্শন করে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন পুরসভার চেয়ারম্যান অম্লান ভাদুড়ী ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। পরিদর্শন চলাকালীন ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করা হকারদের সতর্ক করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফুটপাত খালি করার কথা বলা হয়। পাশাপাশি, তাঁদের জীবিকার কথা মাথায় রেখে বিকল্প জায়গার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। নির্দেশ অমান্য করলে পরবর্তী ক্ষেত্রে আইনি পদক্ষেপ করা হতে পারে বলেও প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। পরিদর্শনে গিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান অম্লান ভাদুড়ী জানান, শহরের যানজট ও ফুটপাত দখলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় ফোয়ারা মোড় ও রথবাড়ি এলাকায় ফুড জোন এবং পার্কিং তৈরির জন্য দুটি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী সাত দিনের মধ্যে সেই কমিটি পরিকল্পনা সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেবে। এরপরই কাজ শুরুর উদ্যোগ নেওয়া হবে। মালদা সদরের মহকুমা শাসক সন্তুদীপ সরকার জানান, কারও ক্ষতি না করে বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে সমস্যার সমাধানই প্রশাসনের লক্ষ্য। ফুটপাত দখলমুক্ত হলে রাস্তার ব্যবহারযোগ্য অংশ বাড়বে এবং যান চলাচল আরও স্বাভাবিক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। শুধু তাই নয় শহরে অতিরিক্ত টোটো চলাচল নিয়ন্ত্রণেও বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। কলকাতার ধাঁচে নির্দিষ্ট রুট মেনে টোটো চলাচলের ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি, শহরের মধ্যে দুটি পার্কিং জোন তৈরির পরিকল্পনার কথা জানান চেয়ারম্যান। সেখানে বাইক ও অন্যান্য যানবাহন রেখে মানুষ বাজারে বা প্রয়োজনীয় কাজে যেতে পারবেন। ফলে যানজট নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি স্বাভাবিক থাকবে শহরের বিভিন্ন পরিষেবা।

ওএইচই মডিফিকেশন-এর কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ AP-EL-TRD-16-26-27। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.ঃ AP-EL-TRD-16-26-27; কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ঘোকসাডাঙ্গা-সাজেরপার সেকশনের মধ্যে, এলসি গেট নং. এনএন-৬১ কেএম-১১০/৬-৭-এ আরইউবি নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত ওএইচই মডিফিকেশন-এর কাজ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ১০,৮২,৯২৮.২৪ টাকা, বায়নার ধনঃ ২১,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৬-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ১৬-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ই লেক্ট. (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

তারাপীঠ মন্দিরে বদলে গেল নিয়ম! ভক্তদের জন্য জারি কঠোর বিধিনিষেধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৬ অক্টোবর ঃ তারাপীঠ মন্দিরে মা তারার গর্ভগৃহ নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল মন্দির কমিটি। গর্ভগৃহের পবিত্রতা এবং গোপনীয়তা বজায় রাখতে এবার থেকে ভক্তদের জন্য মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। এইদিন থেকেই এই কড়া নিয়ম কার্যকর করেছে তারাপীঠ মন্দির কমিটি। নতুন এই নির্দেশিকা অনুযায়ী, সাধারণ ভক্তরা কেউ মুঠোফোন নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না। এমনকী সেবায়েতরাও মন্দিরের গর্ভগৃহে ফোন নিয়ে প্রবেশ করলেও, তা দিয়ে কোনও ধরনের ছবি তোলা বা ভিডিও কল করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তারাপীঠ মন্দির কমিটির সম্পাদক পুলক চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে বলেন, আজ থেকে মা তারার মন্দিরের গর্ভগৃহে কোনও ভক্ত মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না। শুধুমাত্র সেবায়েতরা ফোন নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন। তবে সেবায়েতরা ফোন ব্যবহার করে কোনও ভিডিও কল বা মা তারার কোনও ছবি তুলতে পারবেন না। পুলকবাবু জানান, মন্দিরের পুরোহিতরা শুধুমাত্র সকাল বা সন্ধ্যার নির্দিষ্ট সময়ে মন্দিরের অফিসে থাকা জায়ান্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে ভিডিও কল করে মা তারার রূপ তাদের নির্দিষ্ট ভক্তদের দেখাতে পারবেন। তবে কীভাবে প্রচার চালানো হচ্ছে? এই নতুন নিয়মের কথা তারাপীঠ চত্বরের প্রতিটি কোণায় পৌঁছে দিতে কোমর বেঁধে নেমেছে প্রশাসন ও মন্দির কমিটি। ভক্তদের এই বিষয়ে অবগত করতে ইতিমধ্যেই তারাপীঠ চত্বরজুড়ে টোটোয় মাইকিং শুরু হয়েছে। মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী সাত দিন লাগাতার এই মাইকিং চলবে। পাশাপাশি, কোনও পর্যটক বা ভক্ত যাতে অজ্ঞতাবশত সমস্যায় না পড়েন, তার জন্য হোটেল মালিকদেরও কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মাইকিংয়ের মাধ্যমেই সমস্ত হোটেল কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তারা যেন নিজেদের হোটেলে আগত প্রতিটি ভক্তকে মন্দিরের এই নতুন নিয়ম সম্পর্কে আগে

থেকেই সতর্ক করে দেন। তবে হঠাৎ কেনও এই হঠাৎ সিদ্ধান্ত? তারাপীঠ মন্দিরে প্রতিদিন দেশ-বিদেশ থেকে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম ঘটে। মন্দির কমিটির কর্তাদের মতে, গর্ভগৃহে ছবি তোলা বা রিলস বানানোর প্রবণতা ইদানীং অতিরিক্ত বেড়ে গিয়েছিল, যা অনেক ক্ষেত্রেই ভক্তদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানছিল এবং মন্দিরের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল। মূলত মন্দিরের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং পর্যটকদের নিরবচ্ছিন্ন ও শান্তিতে পুজো দেওয়ার সুবিধার কথা মাথায় রেখেই মন্দির কমিটি এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যদি কোনও ভক্ত ভুল করে মোবাইল ফোন মন্দির চত্বরে নিয়ে প্রবেশ করেন তাহলে মন্দিরের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় কিছু টাকার বিনিময়ে সেই মোবাইল ফোন জমা রাখার ব্যবস্থা করবে মন্দির কমিটি বলে জানা গেছে।

শরীর ফিট থাকলে মনও থাকবে চনমনে, নিয়মিত জিম করার বার্তা কালনার বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কালনা, ২৬ অক্টোবর ঃ সুস্থ শরীরেই সুস্থ মনের বাস। শরীরকে ফিট রাখতে নিয়মিত

শরীরচর্চা ও ব্যায়ামের কোনও বিকল্প নেই। শরীর ফিট না থাকলে মানসিকভাবেও তার প্রভাব পড়ে। তাই ব্যস্ততার মধ্যেও শরীরের যত্ন নেওয়া এবং প্রতিদিন কিছুটা সময় শরীরচর্চার জন্য বরাদ্দ রাখা অত্যন্ত জরুরি। এমনই বার্তা দিলেন কালনার বিধায়ক সিদ্ধার্থ মজুমদার। সোমবার সকালে কালনার বৈদ্যপুর রোডে বৈদ্যপুর মোড় সংলগ্ন এলাকার একটি অত্যাধুনিক জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করতে দেখা যায় কালনার বিধায়ক সিদ্ধার্থ মজুমদারকে। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ শারীরিক কসরত করার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি নিয়মিত শরীরচর্চার গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন।এদিন বিধায়ক জানান, কলেজ জীবনে তিনি নিয়মিত জিমে যেতেন এবং শরীরচর্চা করতেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে চাকরি ও রাজনীতির ব্যস্ততার কারণে আগের মতো নিয়মিত জিমে যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। কাজের চাপ এবং বিভিন্ন দায়িত্বের মধ্যে নিজের শরীরের জন্য আলাদা করে সময় বের করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। তবে শরীর সুস্থ ও ফিট রাখতে নিয়মিত ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা যে অপরিসীম, তা তিনি উপলব্ধি করেন।সিদ্ধার্থ মজুমদার বলেন, শরীর ফিট না থাকলে মেঃটালিটিও ফিট থাকবে না। তাঁর কথায়, শারীরিক সুস্থতার সঙ্গে মানসিক সতেজতারও গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাই নিজের শরীরকে সুস্থ রাখতে নিয়মিত শরীরচর্চা করা প্রত্যেকেরই প্রয়োজন।বর্তমান ব্যস্ত জীবনে বহু মানুষ কাজের চাপে শরীরচর্চার জন্য সময় বের করতে পারেন না। কিন্তু দীর্ঘদিন শরীরের প্রতি অবহেলা করা উচিত নয়। প্রতিদিন অল্প সময় হলেও নিয়ম করে জিমে যাওয়া, ব্যায়াম করা কিংবা অন্য কোনও উপায়ে শরীরচর্চার অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার। এতে শরীর সুস্থ রাখার পাশাপাশি মানসিকভাবেও সতেজ থাকা সম্ভব।বিধায়কের মতে, সুস্থ জীবনযাপনের জন্য শরীরের যত্ন নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যস্ততার অজুহাতে শরীরচর্চাকে অবহেলা না করে প্রত্যেকেরই নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতন হওয়া উচিত। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নিয়মিত ব্যায়াম ও শরীরচর্চার অভ্যাস গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে।রাজনৈতিক ও কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যেও শরীরচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরে এদিন সাধারণ মানুষের উদ্দেশে নিয়মিত ব্যায়াম করার বার্তা দেন কালনার বিধায়ক সিদ্ধার্থ মজুমদার। তাঁর এই বার্তার মূল কথা-শরীরকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখতে হলে প্রতিদিনের জীবনে শরীরচর্চাকে গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, সুস্থ শরীর শুধু দৈনঃদিন কাজের শক্তিই জোগায় না, মানসিকভাবেও সক্রিয় ও চনমনে থাকতে সাহায্য করে।

দিঘায় সমুদ্র স্নান থেকে বঞ্চিত পর্যটকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ২৬ অক্টোবর ঃ পুজোর ছুটিতে দিঘায় পর্যটকদের ঢল নামলেও সমুদ্র স্নান থেকে বঞ্চিত হতে হল তাঁদের। পূর্ণিমার তীব্র কটাল ও বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণাবর্তের কারণে নিরাপত্তার স্বার্থে ওল্ড ও নিউ দিঘার স্নানে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। সঙ্গে চলছে কড়া নজরদারি। ২৬ অক্টোবর দিঘা সমুদ্র সৈকতে ভিড় লক্ষ্য করা গেল। কিন্তু পর্যটকদের সমুদ্রে নামার ক্ষেত্রে বাধা পেতে হল। কারণ পূর্ণিমার কোটালে তীব্র জোয়ার! ফলে সোমবার সকাল থেকেই সমুদ্র স্নান বন্ধ ওল্ড দিঘা থেকে নিউ দিঘার সমুদ্র ঘাটগুলিতে। শর পূর্ণিমার তীব্র জোয়ারে কারণে সমুদ্রস্নানের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। ফলে সমুদ্র স্নান করতে গেলেও মনখারাপ নিয়ে ফিরে আসতে হয় পর্যটকদের। সাধারণত অক্টোবর মাসেই অমাবস্যা বা পূর্ণিমার জোয়ারে এতটা তীব্রতা থাকে না। কিন্তু বঙ্গোপসাগরে নতুন করে ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়েছে। যার প্রভাবে সমুদ্র কিছুটা উত্তাল। তাই পূর্ণিমার কোটালে জলোচ্ছ্বাস না হলে ও তীব্র ঢেউ লক্ষ্য করা গেল দিঘায়। পর্যটকদের নিরাপত্তার স্বার্থে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে জোয়ারের সময় সমুদ্র স্নানের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। সমুদ্র ঘাটগুলিতে পুলিশ নুলিয়া ও সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের নজরদারি চলছে। সকাল থেকে দুপুর পেরিয়েও সমুদ্রস্নানের ক্ষেত্রে বাধা পেতে হয়েছে পর্যটকদের। জোয়ারের সময় পর্যটকদের সৈকত সরণীতে দাঁড়িয়ে এই সমুদ্র উপভোগ করতে হয়। প্রসঙ্গত সম্প্রতি মন্দারমনি সৈকতে ৬ জন পর্যটক একসঙ্গে স্নান করতে নেমে তালিয়ে যায়। যার মধ্যে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। অক্টোবরের শেষ প্রান্তে জোয়ারের সময় সমুদ্র স্নানের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন।

লক্ষ লক্ষ টাকার আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে শ্যামনগর থেকে ধৃত যুবক

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৬ অক্টোবর ঃ ব্যবসায়িক সম্পর্কের সূত্রে বিশ্বাস অর্জন করে এক ঠিকাদারের কাছ থেকে ২৫ লক্ষ টাকারও বেশি ধার নেওয়া এবং তার মধ্যে ১৯ লক্ষ ৩ হাজার টাকা ফেরত না দেওয়ার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করল বর্ধমান থানার পুলিশ। রবিবার গভীর রাতে উত্তর ২৪ পরগনার শ্যামনগর থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। সোমবার ধৃতকে বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতের নাম সায়ন্তন সান্যাল (৪২)। জগদ্দল থানার অন্তর্গত শ্যামনগরে তার বাড়ি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ধমানের কালীবাজারের বাসিন্দা ঠিকাদার বিশ্বরূপ সাহার সঙ্গে সায়ন্তনের ব্যবসায়িক লেনদেন ছিল। সেই সূত্রেই দু'জনের মধ্যে বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অভিযোগ, ২০২৫ সালের জুলাই থেকে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সায়ন্তনকে মোট ২৫ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা দেন বিশ্বরূপ। পরে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ফেরত দেওয়া হলেও বাকি ১৯ লক্ষ ৩ হাজার টাকা আর শোধ করা হয়নি বলে অভিযোগ। অভিযোগকারী বারবার টাকা ফেরত চাইলেও কোনও সুরাহা হয়নি। পুলিশের নথি অনুযায়ী, গত ১৭ মার্চ টাকা পাঠানো হয়েছে বলে এসএমএস করা হলেও অভিযোগকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সেই টাকা জমা পড়েনি। উল্টে টাকা ফেরত চাওয়ায় অভিযুক্তের স্ত্রী-সহ কয়েক জন ফোনে হুমকি দেন বলেও অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত আদালতের দ্বারস্থ হন বিশ্বরূপ সাহা। আদালতের মাধ্যমে অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তে নামে বর্ধমান থানার পুলিশ। তদন্তের সূত্র ধরে রবিবার গভীর রাতে শ্যামনগরে সায়ন্তনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এই আর্থিক প্রতারণার ঘটনায় অন্য কারও যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পঙ্কজ যাদব আসানসোল ডিভিশনের সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার এবং জনসংযোগ আধিকারিক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন

আসানসোল, ২৬ অক্টোবর ঃ পঙ্কজ যাদব ২৬ অক্টোবর ২০২৬ তারিখ থেকে পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিশনের সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার এবং জনসংযোগ আধিকারিক (পাবলিক রিলেশনস অফিসার) হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় রেলে তাঁর কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং পরিচালনা (অপারেশনস) ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বর্তমান দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিনি পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশনে সিনিয়র ডিভিশনাল অপারেশনস ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এর আগে তিনি আসানসোল ডিভিশনে ডিভিশনাল অপারেশনস ম্যানেজার (ইন-চার্জ) হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি এই ডিভিশনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম এবং জনসংযোগ সংক্রান্ত কার্যাবলীর তদারকি করবেন। তাঁর দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা এবং যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা, উন্নয়নমূলক কাজ, বিভিন্ন সাফল্য ও ডিভিশনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য কার্যকরভাবে প্রচার করা। পরিচালনা ও বাণিজ্যিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সুবাদে, পঙ্কজ যাদব আসানসোল ডিভিশনের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার উন্নতি এবং সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সমন্বয় জোরদার করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন বলে আশা করা হচ্ছে। তাঁর নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় ডিভিশনের জনসংযোগ কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে, যার ফলে যাত্রী-কেন্দ্রিক উদ্যোগ, উন্নয়নমূলক কাজ এবং বিভিন্ন অর্জন সম্পর্কে তথ্য সাধারণ মানুষের কাছে আরও কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

ডুয়ার্সে বাড়ছে সংঘাতের আশঙ্কা, ময়দানে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৬ অক্টোবর ঃ মাঝেমধ্যেই লোকালয়ে চলে আসে বন্যপ্রাণ। খাবারের লোভে লোকালয়ে হানা দেয় গজরাজ। এবার এই পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালাতে ময়দানে নামলেন স্বয়ং বিধায়ক ও বনদফতরের আধিকারিকরা। ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকায় হামেশাই লোকালয়ে চলে আসে হাতি-সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণ। ফলে জঙ্গল লাগোয়া এলাকার বাসিন্দাদের দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাতে হয়। মালবাজার ব্লকের ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতের চাকলা বস্তির বৌদ্ধ গুম্ফার পাশের ঝোপে হাতির একটি বড় দল আশ্রয় নেওয়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এবং কোনও ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই হাতির দলটিকে নিরাপদে নির্দিষ্ট জঙ্গলে ফিরিয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে বনদফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে সরাসরি ঘটনাস্থলে পৌঁছান মালবাজারের বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা। প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মালবাজার মহকুমার তুরিবাড়ি, মানাবাড়ি, পাথরঝোড়া, ডামডিম, কুমলাই, বেতগুড়ি, রানীচেড়া, সাইলী, রাঙ্গামাটি ও গুড হোপ চা বাগান এলাকার মধ্য দিয়ে হাতির চলাচলের স্বাভাবিক পথ রয়েছে। একই ছবি মেটেলি ব্লকের ইংডং, আইভিল, নাগেশ্বরী, বড়দিঘি এবং নাগরাকাটা ব্লকের বিভিন্ন চা বাগান ও গ্রামীণ এলাকাতেও। তবে এই সমস্ত করিডোরে সাম্প্রতিককালে নতুন জনবসতি গড়ে ওঠা এবং একের পর এক পাকা বাড়ি তৈরি হওয়ায় হাতির স্বাভাবিক যাতায়াত ব্যাহত হচ্ছে। এর পাশাপাশি, মরশুমের এই সময়ে করিডোর সংলগ্ন এলাকাগুলিতে অবাধে ধান চাষও একটি বড় কারণ। বর্তমানে ধান পেকে যাওয়ায় সেই খাবারের লোভে হাতির দল লোকালয়ের একেবারে কাছে চলে আসছে। জমির ফসল বাঁচাতে চাষিরা মাঠে টং ঘর তৈরি করে রাত জাগছেন। এর ফলে মানুষ ও হাতির মধ্যে মুখোমুখি সংঘাতের ঝুঁকি ক্রমশ বাড়ছে। পরিবেশপ্রেমী সংগঠন 'স্পোর' কো-অর্ডিনেটর শ্যামাপ্রসাদ পান্ডে জানান, গজলডোবা সাত নম্বর-সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রচুর উঁচু পাকা বাড়ি তৈরি হয়েছে, যা হাতির চলাচলের পথ রুদ্ধ করেছে। এছাড়া, চেল নদীর পাশে মানাবাড়ি-সহ বিভিন্ন এলাকায় যথেচ্ছভাবে হোটেল ও হোমস্টে গড়ে ওঠায় পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে। চালসার পরিবেশপ্রেমী মানবেন্দ্র দে সরকারও জানান, করিডোরে ধান চাষ বন্ধ না হওয়ায় বুনো হাতিরা লোকালয়মুখী হচ্ছে। বনদফতরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, মানুষ ও বন্যপ্রাণের সংঘাত এড়াতে নিয়মিত সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হচ্ছে। দলটির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

অ্যাসেটস কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড

ACRE MAKING ASSETS WORK

১৪তম তলা, ইরোস করপোরেট টাওয়ার, নেহরু প্লেস, নয়াদিল্লি - ১১০০১৯

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে দাবিনামা

ACRE - ARC, 'SARFAESI Act, 2002'-এর ৫ নম্বর ধারার বিধান অনুযায়ী, অ্যাসাইনারের কাছ থেকে ঋণগ্রহীতার সমস্ত আর্থিক সম্পদ এবং সেগুলোর বিপরীতে থাকা জামানত অধিগ্রহণ করেছে। এই ঋণ অধিগ্রহণের মাধ্যমে, ACRE - ARC ট্রাস্টি হিসেবে ঋণগ্রহীতার বকেয়া ঋণের ক্ষেত্রে সমস্ত অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থ অর্জন করেছে। আর্থিক নথিপত্র এবং জামানত সংক্রান্ত বিধান অনুযায়ী, ACRE - ARC এখন ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে মূল ঋণদাতার (অ্যাসাইনারের) স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং একজন 'সুরক্ষিত ঋণদাতা' হিসেবে বকেয়া পাওনা আদায় করার ও জামানতের ওপর অর্পিত অধিকার প্রয়োগ করার আইনি ক্ষমতা লাভ করেছে।

ক্রম নং.	ঋণ হিসাব নং.	ACRE ট্রাস্ট	পোর্টফোলিও	অ্যাসাইনমেন্টের তারিখ	ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতাদের নাম	মোট বকেয়া পরিমাণ	এনপিএ -এর তারিখ ও দাবি নোটিশের তারিখ
১.	১২৮৮৮৯০ ০০০০১৭৯	ACRE-166	জেসি ফ্লাওয়ার এআরসি	১৩।১২।২০২৪	১. মেসার্স ফিনিক্স এন্টারপ্রাইজেস (এর স্বত্বাধিকারীর মাধ্যমে) ২. শ্রীমতি সুতপা মজুমদার (বন্ধকদাতা ও জামিনদার) ৩. শ্রী দীপক মজুমদার	২৩.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১,১৩,২৮,৯৭২.১৯ টাকা	২৯ নভেম্বর, ২০১৮ এবং ২৩ অক্টোবর, ২০২৬

বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণঃ মৌজা শ্রীরামপুর, জে.এল. নং ১৩-এর অন্তর্গত 'দখলদার বাস্তু' শ্রেণীর জমি, যার ওপর টিনের ছাউনিযুক্ত কাঠামো রয়েছে। জমির পরিমাণ ১০ ছটাক ৩০ বর্গফুট (বা ৪৪.৬১ বর্গমিটার, কম-বেশি হতে পারে)। এটি আর.এস. দাগ নং ২৫১৯-এর অন্তর্ভুক্ত, যা আর.এস. খতিয়ান নং ১৩৭৪-এর অধীন এবং এল.আর. দাগ নং ৩৩৪৩-এর অন্তর্ভুক্ত, যা এল.আর. খতিয়ান নং ১৬২৪৮ / ১-এর অধীন। সম্পত্তিটি শ্রীরামপুর পৌরসভার হোল্ডিং নং ৭৯ (এন.এন. রায় স্ট্রিট)-এর একটি অংশ এবং শ্রীরামপুর থানা ও শ্রীরামপুর পৌরসভার সীমানার মধ্যে অবস্থিত। জেলা হুগলির অন্তর্গত এই সম্পত্তিটির বিক্রয় দলিল অনুযায়ী সীমানা নিম্নরূপঃ উত্তরে-মতিলাল শীল ট্রাস্ট এস্টেটের জমি দক্ষিণে-দীপক মজুমদারের জমি পশ্চিমে-৭ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পথ (কমন প্যাসেজ) পূর্বে-বীরেশ্বর মুখার্জির বাড়ি।

নোটিশ জারির বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং / অথবা তাঁদের জামিনদারদের (যেখানে প্রযোজ্য) পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করুন। অন্যথায়, 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২' -এর বিধান অনুযায়ী, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
অনুগ্রহ করে জেনে রাখুন যে, এই নোটিশটি উক্ত আইনের ১৩(১৩) ধারার অধীনেও জারি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা / জামিনদার/ বন্ধকদাতাদের জানানো হচ্ছে যে, বন্ধক রাখা সম্পত্তিটি যেন বিক্রি, ইজারা বা হস্তান্তর করা না হয়।

তারিখঃ ২৭.১০.২০২৬
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বাক্ষরিত /- অনুমোদিত কর্মকর্তা,
অ্যাসেটস কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড

ফাশন ও রূপচর্চা

বাড়িতে অশান্তি কমাতে ফ্রিজের উপরে রাখুন এই ৩ জিনিস! কী বলছে বাস্তুশাস্ত্র, জানুন নিরাপত্তার নিয়মও

বাড়িতে কি প্রায়ই অশান্তি, ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকে? পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মতবিরোধ থেকে শুরু করে মনোমালিন্য- সব মিলিয়ে ঘরের পরিবেশ হয়ে উঠছে অস্বস্তিকর? বাস্তুশাস্ত্রে বিশ্বাসীদের মতে, বাড়ির সাজসজ্জা এবং বিভিন্ন জিনিস কোথায় রাখা হচ্ছে, তার সঙ্গে ঘরের পরিবেশের একটি যোগ রয়েছে। সেই বিশ্বাস থেকেই ঘরের বিভিন্ন কোণ, আসবাবপত্র এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্র রাখার স্থান নিয়ে নানা পরামর্শ দেওয়া হয়। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় ফ্রিজের উপরের অংশের কথা। প্রচলিত বাস্তু ও জ্যোতিষবিশ্বাস অনুযায়ী, ফ্রিজের উপরে নির্দিষ্ট তিনটি জিনিস রাখলে বাড়িতে ইতিবাচকতার আবহ তৈরি হতে পারে। তবে এই দাবিগুলির কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। তা হলে কোন তিনটি জিনিসের কথা বলা হচ্ছে?

১. কাচের পাত্রে সামুদ্রিক নুন বা সৈন্ধব লবণ- বাস্তুশাস্ত্রের প্রচলিত ধারণায় নুনকে নেতিবাচক শক্তি দূর করার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেই বিশ্বাস অনুসারে, একটি ছোট কাচের পাত্রে সামুদ্রিক নুন বা সৈন্ধব লবণ রেখে দেওয়ার পরামর্শ দেন অনেকে। তাঁদের ধারণা, নুন ঘরের নেতিবাচকতা শোষণ করতে পারে এবং পরিবেশে ইতিবাচকতার ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। কেউ কেউ বাড়ির নির্দিষ্ট জায়গায় নুন রাখার রীতিও মেনে চলেন। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, নুন রাখলে পরিবারের মধ্যে ঝগড়া কমে যায় বা বাড়ির পরিবেশে কোনও অতিপ্রাকৃত পরিবর্তন ঘটে, এমন প্রমাণ নেই। এই রীতিকে বাস্তুশাস্ত্রের একটি প্রচলিত বিশ্বাস হিসেবেই দেখা উচিত।

২. হলুদের প্রদীপঃ শুভ শক্তির প্রতীক-হিন্দু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে হলুদকে শুভ ও পবিত্র বলে মনে করা হয়। হলুদ রংকে অনেক সময় সমৃদ্ধি, মঙ্গল এবং ইতিবাচকতার প্রতীক হিসেবেও দেখা হয়। প্রচলিত জ্যোতিষ ও বাস্তুবিশ্বাস অনুযায়ী, হলুদ দিয়ে তৈরি প্রদীপে ঘি দিয়ে আলো জ্বালানো শুভ বলে বিবেচিত হয়। বিশ্বাসীদের ধারণা, এমন প্রদীপ বাড়িতে শান্তি ও সমৃদ্ধির কামনা প্রকাশের একটি মাধ্যম হতে পারে। তবে এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সতর্কতা রয়েছে। ফ্রিজের উপরে প্রদীপ জ্বালানো একেবারেই উচিত নয়। ফ্রিজ একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র। তার উপরে জ্বলন্ত প্রদীপ, ঘি বা অন্য কোনও দাহ্য বস্তু রাখলে আগুন লাগার আশঙ্কা তৈরি হতে পারে। তাই ধর্মীয় আচার পালন করতে চাইলে প্রদীপটি ফ্রিজ থেকে দূরে, স্থিতিশীল ও নিরাপদ জায়গায় রেখে জ্বালান। আগুন কখনও অযত্নে ফেলে রাখবেন না।

৩. স্বচ্ছ কোয়ার্টজ ক্রিস্টাল-বাস্তু ও জ্যোতিষসংক্রান্ত বিভিন্ন বিশ্বাসে স্বচ্ছ কোয়ার্টজ ক্রিস্টালকে মানসিক স্বচ্ছতা, একাগ্রতা এবং ইতিবাচকতার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। সেই ধারণা অনুসারে, অনেকে বাড়ির সাজসজ্জায় এই ধরনের ক্রিস্টাল ব্যবহার করেন। কেউ কেউ ফ্রিজের উপরে বা ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে স্বচ্ছ কোয়ার্টজ ক্রিস্টাল রাখার পরামর্শ দেন। প্রচলিত বিশ্বাসে পূর্ব দিককে সূর্যোদয়, নতুন সূচনা এবং আলোর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। সেই কারণে কিছু বাস্তু-অনুসারী ক্রিস্টালটি পূর্বমুখী করে রাখার কথাও বলেন। তবে ক্রিস্টাল রাখলে বাড়ির অশান্তি দূর হবে, মানসিক চাপ কমবে কিংবা সমৃদ্ধি বাড়বে- এমন দাবির পক্ষে নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। চাইলে একে নিছক সাজসজ্জার উপকরণ হিসেবেও ব্যবহার করতে পারেন।

বাস্তুবিশ্বাস মেনে চলার পাশাপাশি বাড়ির নিরাপত্তার দিকেও নজর দেওয়া জরুরি। ফ্রিজের উপরে অতিরিক্ত ভারী জিনিস রাখবেন না। এতে জিনিস পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকতে পারে। ফ্রিজের মডেল অনুযায়ী উপরের অংশে তাপ নির্গমনের ব্যবস্থা বা প্রয়োজনীয় ফাঁকা জায়গা থাকতে পারে। তাই প্রস্তুতকারকের নির্দেশিকা মেনে চলুন এবং বাতাস চলাচলের পথ বন্ধ করবেন না।এ ছাড়া ফ্রিজের উপরে জ্বলন্ত প্রদীপ, ধূপ, গরম পাত্র বা সহজে আগুন ধরে যেতে পারে এমন জিনিস রাখা এড়িয়ে চলুন। কাচের পাত্র রাখলে সেটি যেন স্থিতিশীল থাকে এবং সামান্য ধাক্কায় পড়ে না যায়, তা নিশ্চিত করুন। সবশেষে মনে রাখুনঃ বাস্তুশাস্ত্রের এই পরামর্শগুলি মূলত প্রচলিত বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল, বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত সমাধান নয়। বাড়িতে শান্তি বজায় রাখতে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে খোলামেলা আলোচনা, পারস্পরিক সম্মান, ধৈর্য এবং সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধান খোঁজাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঘরের সাজসজ্জায় পরিবর্তন আনতে পারেন, তবে তার সঙ্গে নিরাপত্তা ও সুস্থ পারিবারিক সম্পর্ককেও সমান গুরুত্ব দিন।

ভোটার তালিকায় একই নাম, বাবার নামও এক!

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর ঃ উত্তরপ্রদেশের ভোটার তালিকা ঘিরে নতুন বিতর্ক। সমাজবাদী পার্টির অভিযোগের তদন্তে আজমগড়ে একাধিক ভোটারের নাম ও পরিচয়ে গুরুতর অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। অভিযোগ, ভিন্ন পরিচয়ের ভোটারদের নামের জায়গায় রয়েছে 'বিকাশ যাদব', এমনকী বাবার নামও একই। ঘটনায় বিএলও-সহ পাঁচ আধিকারিককে নোটিস পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন। উত্তরপ্রদেশের ভোটার তালিকায় একের পর এক গরমিলের অভিযোগ ঘিরে বাড়ছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। একই ভোটারের নাম একাধিক জায়গায় থাকার অভিযোগের পর এবার সামনে এল আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। আজমগড় বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায়.একাধিক ব্যক্তির নাম, এমনকী বাবার নামও একইভাবে নথিভুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে। সমাজবাদী পার্টির অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চালিয়ে. পাঁচ আধিকারিককে নোটিস পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তদন্তে অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া. হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। গত কয়েক দিনের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের ভোটার তালিকায়.এই ধরনের গরমিলের অভিযোগ দ্বিতীয়বার সামনে এল। এর আগে পিলভিট বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায়.হাজার হাজার ভোটারের তথ্য নিয়ে. অসঙ্গতির কথা স্বীকার করেছিল কমিশন। সেই ঘটনায় ইতিমধ্যেই একাধিক আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া. হয়েছে। এবার আজমগড়ের ঘটনা নতুন করে নির্বাচন কমিশনের তথ্য যাচাই ও সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। সমাজবাদী পার্টির অভিযোগ ছিল, আজমগড় বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায়.বিকাশ যাদব নামে এক

ভোটারের নাম অন্তত ১০টি জায়গায়.রয়েছে। অভিযোগ সামনে আসার পরই বিষয়টি খতিয়ে.দেখার নির্দেশ দেয়.নির্বাচন কমিশন। শুরু হয়.তদন্ত।তদন্তে দেখা যায়, বিষয়টি শুধু একই নামের পুনরাবৃত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সংশ্লিষ্ট এলাকায়. বিকাশ যাদব নামে মোট ১৩ জন ভোটারের তথ্য সামনে এসেছে বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে দু'জনের নাম বিভিন্ন কারণে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। আরেকজন গোরক্ষপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার। ফলে আজমগড়ের তালিকায়.থাকা বাকি নামগুলির তথ্য আরও খুঁটিয়ে. পরীক্ষা করতে হয়.তদন্তকারীদের। তদন্তে উঠে আসা তথ্য অনুযায়ী, বাকি ১০টি নথিতে ' যাদব' নামটি থাকলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয়. এক নয়। অভিযোগ, তাঁদের মধ্যে প্রকৃত বিকাশ যাদব ছাড়া অন্য ব্যক্তিদের নামও ভুল করে একই নামে নথিভুক্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁদের বাবার নামের ক্ষেত্রেও একই তথ্য উঠে এসেছে।স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, কীভাবে একাধিক ব্যক্তির পরিচয়সংক্রান্ত তথ্য এভাবে একই হয়ে.গেল? ভোটার তালিকায়.নাম তোলা, তথ্য সংশোধন এবং নথি যাচাইয়ের একাধিক ধাপ থাকা সত্ত্বেও এমন ভুল কীভাবে ঘটল, তা খতিয়ে.দেখছে কমিশন। তবে এই গরমিল ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে, নাকি তথ্য নথিভুক্ত করার সময়.প্রশাসনিক বা প্রযুক্তিগত ভুল হয়েছে, তা এখনও চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। সেই কারণেই সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া. হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও), কম্পিউটার সহায়ক আধিকারিক, সহকারী নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক (এইআরও) এবং নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক (ইআরও)-সহ পাঁচ আধিকারিককে নোটিস পাঠানো হয়েছে বলে খবর। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, যাঁদের নাম ভুলভাবে নথিভুক্ত হয়েছে, তাঁদের ফর্ম ৮ পূরণ করে নিজেদের তথ্য সংশোধনের জন্য আবেদন করতে বলা হয়েছে। ভোটার তালিকায়.নাম, পরিচয়.ও অন্যান্য বিবরণে ভুল থাকলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে তা সংশোধন করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে তদন্তে যদি প্রমাণিত হয়. যে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের গাফিলতি বা ইচ্ছাকৃত অনিয়মের কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা হলে তাঁদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর পদক্ষেপ করা হতে পারে। আজমগড়ের ঘটনা সামনে আসার আগে পিলভিট সদর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকা ঘিরেও বড়সড় বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। কংগ্রেসের অভিযোগ ছিল, ওই কেন্দ্রে প্রায়.১৩ হাজার ১৫০ জন ভোটারের এপিক নম্বর একই, অথচ তাঁদের নাম ও পরিচয়. আলাদা। সমাজবাদী পার্টিও একই ধরনের অভিযোগ তোলে। দুই দলের অভিযোগের পর উত্তরপ্রদেশের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর তদন্ত শুরু করে। তদন্তে দেখা যায়, পিলভিট সদর কেন্দ্রে ফর্ম ৮ পূরণ করে নাম ও তথ্য সংশোধনের জন্য প্রায়.১৩ হাজার ৭৭৯টি আবেদন জমা পড়েছিল। কিন্তু অভিযোগ অনুযায়ী, ওই সংশোধনগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়.নথিপত্রের ঘাটতি ছিল। এর ফলে প্রায়.১০ হাজার ৪৭০ জন ভোটারের তথ্যে অসঙ্গতি ধরা পড়ে বলে জানা গিয়েছে। এরপর পিলভিটের দুই নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয়. এবং এক কম্পিউটার সহায়ককে কাজ থেকে সরিয়ে. দেওয়া. হয়। পরপর দুই কেন্দ্রে ভোটার তালিকায়.এমন গুরুতর গরমিলের অভিযোগ সামনে আসায়.নির্বাচন কমিশনের তথ্য যাচাইয়ের পদ্ধতি নিয়ে.প্রশ্ন উঠছে। ভোটার তালিকা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি। তাই সেখানে নাম, পরিচয়.কিংবা এপিক নম্বরের মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে ভুল থাকলে তা দ্রুত শনাক্ত করে সংশোধন করা জরুরি। একই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দাযী.দের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া.ও গুরুত্বপূর্ণ। আজমগড়ের ঘটনায়.পাঁচ আধিকারিককে নোটিস দেওয়ার পর তদন্ত কোন দিকে এগোয়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের। পিলভিটের পর আজমগড়-উত্তরপ্রদেশের ভোটার তালিকা নিয়ে.পরপর ওঠা অভিযোগের জেরে এখন বড় প্রশ্ন, প্রশাসনিক গাফিলতির পরিমাণ ঠিক কতটা এবং ভবিষ্যতে এমন ভুল আটকাতে কী পদক্ষেপ করবে নির্বাচন কমিশন?

হলদিয়া পুরসভা ৩০-০ করার ডাক শুভেন্দুর!

হয়েছিলেন। আমরা ওই ২৫ জন আহত মানুষকে সুস্থ করে বাড়ি ফিরিয়ে আনার সমস্ত ব্যবস্থা করেছি। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি শোকসন্তপ্ত পরিবারের বাড়িতে গিয়েছি এবং তাঁদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছি।'' রাজ্য সরকারের উদ্যোগের প্রশংসা করে শুভেন্দু জানান যে, এই গভীর দুঃখ ও বেদনার মধ্যেও প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের সার্বিক সহযোগিতায় রাজ্যে ৬৬ হাজার সফল পুজো করা সম্ভব হয়েছে। এমনকি কোনও সংস্থাকে আদালতের দ্বারস্থ না করিয়েই এ বছর পূর্বের তুলনার নতুন করে প্রায় ১৩ হাজার পুজোকে সরকারি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, বর্তমান সরকার সর্বদাই জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম, বাংলার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং সনাতনী ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে অক্লান্তভাবে কাজ করে যাবে।

জ্ঞানেশ কুমারের নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা!

শিবির। আগামী ১ নভেম্বর দিল্লির রামলীলা ময়দানে বিশালাকার প্রতিবাদ মিছিল ও গণ-জমায়েতের ডাক দিয়েছে 'ইন্ডিয়া'য় থাকা দলগুলি। একই সঙ্গে আসন্ন অধিবেশনে জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট আনার প্রস্তুতিও সারছে তারা। অন্যদিকে, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নাম এবং 'জোড়াফুল' প্রতীক কার দখলে থাকবে- সেই নিয়ে চূড়ান্ত বৈঠকের ডাক দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আগামী ৩০ অক্টোবর বেলা সাড়ে ৩টেয় নতুন দিল্লির নির্বাচন সদনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন দুই গোষ্ঠীকে এক ছাদের তলায় উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত জুন মাস থেকে শুরু হওয়া এই অভ্যন্তরীণ টানাপড়েনে এর আগে একাধিকবার উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক শুনলেও কোনও চূড়ান্ত মীমাংসায় পৌঁছাতে পারেনি কমিশন।

বাংলার ৬ জেলায় দুর্যোগের আশঙ্কা

শুক্রবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দেওয়া হয়েছে, এবং শনিবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর সহ উত্তর ভারত মহাসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়গুলির নামকরণের আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে বাংলাদেশ এই 'অর্ণব' নাম দিয়েছে। ২০২০ সালের এপ্রিলে ওয়ার্ল্ড মেটিওরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন এবং ইউনেস্কোর অধীনস্থ এসক্যাপ প্যানেল অনুমোদিত ১৬৯টি ঘূর্ণিঝড়ের যে তালিকা প্রকাশ করেছিল, এটি সেখান থেকেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

খাড়্গের মন্তব্যের বিরোধিতায় দেশজুড়ে বিক্ষোভ বিজেপির, চাইতে বলা হল ক্ষমা

কংগ্রেস কর্মী বা যুব নেতা করেননি, বরং দেশের সবচেয়ে পুরনো একটি দলের জাতীয় সভাপতি করেছেন। তার চেয়েও বড় কথা, ভুল স্বীকার করে দুঃখপ্রকাশের বদলে কংগ্রেস নেতৃত্ব এই মন্তব্যের সমর্থনে সাফাই গেয়ে সাধারণ মানুষের অনুভূতিতে চরম আঘাত হানছে।'' অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধিকে কটাক্ষ করে বলেন, ''রাহুল গান্ধির মানসিক অপরিণতবোধ সম্পর্কে আমাদের জানা ছিল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে অস সঙ্গের প্রভাবেই দলের সভাপতিও একই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। কোনও ব্যক্তির প্রয়াত বাবা-মাকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করাই এখন কংগ্রেসের সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।'' তবে বিজেপির এই আগ্রাসী আক্রমণের কড়া জবাব দিয়েছে কংগ্রেস ও বিরোধী 'ইন্ডিয়া'। কর্নাটকের মন্ত্রী তথা খাড়্গের পুত্র প্রিয়াঙ্ক খাড়্গে পাল্টা তোপ দেগে বলেন, ''অনর্থক বিষয়কে বড় করে তুলে রাজনৈতিক ইস্যু তৈরি করা বিজেপির পুরনো অভ্যাস। অতীত দিনে নরেন্দ্র মোদি বা অমিত শাহ কী ধরণের ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা এই তথাকথিত 'সংস্কৃতিবান' মানুষেরা ভুলে গিয়েছেন। বিজেপির থেকে আমাদের সংস্কৃতি শিখতে হবে না।'' অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় জনতা দল সাংসদ মনোজ ঝা খাড়্গের ভাষা নিয়ে দ্বিমত না থাকলেও বিজেপির দ্বিচারিতার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, ''অতীতে যখন সোনিয়া গান্ধি বা মল্লিকার্জুন খাড়্গে সম্পর্কে বিজেপি নেতারা কুরুচিকর মন্তব্য করেছিলেন, তখন তো সংবাদমাধ্যম বা বিজেপি শিবিরের মধ্যে এমন প্রতিবাদ ও ক্ষোভ দেখতে পাওয়া যায়নি। প্রতিবাদ কখনই বেছে বেছে হওয়া উচিত নয়।''

'জ্ঞানের কুমারকে বরখাস্ত করলে ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাবে'

্য-র পাতার পর- উদ্দেশে জানাচ্ছি, আমরা আপনাদের পাশে আছি এবং আপনাদের কথা শুনছি। সরকার মেট্রো বন্ধ করে, রাস্তাঘাট সিল করে আমাদের রাজধানী শহরকেই বন্দি করে ফেলেছে। চুরি করা ভোটে ভর করে কোনও কিছুই নিরাপদ নয়- না আপনাদের দোকানপাট, না জমানো সঞ্চয়, না সন্তানদের ভবিষ্যৎ। মোদিকে বলুন জ্ঞানেশ কুমারকে বরখাস্ত করতে, মাত্র ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে সমস্ত আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাবে।' বিরোধীদের এই কর্মসূচির কারণে চরম আর্থিক লোকসানের মুখে পড়ছেন বলে আগেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন দিল্লির ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা। 'চেম্বার অফ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'-র পক্ষ থেকে সম্প্রতি চিঠি লিখে রাহুল গান্ধিকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল, যেন আগামী ১ নভেম্বর রামলীলা ময়দানে নির্ধারিত 'ইন্ডিয়ার' মেগা সমাবেশটি স্থগিত বা পিছিয়ে দেওয়া হয়। কারণ, দিওয়ালির আগে এই ধরনের বিক্ষোভ কর্মসূচির কারণে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অন্তত ১০ হাজার কোটি টাকার লোকসান হতে পারে। ব্যবসায়ী সংগঠনের যুক্তি, চলতি বছর আগামী ৬ নভেম্বর ধনতেরাস, ৮ নভেম্বর দীপাবলি এবং ১০ নভেম্বর ভাইফোঁটা। উৎসবের অন্তত এক সপ্তাহ আগে থেকেই দিল্লি জুড়ে সোনা-রুপো, বাসনপত্র, ইলেকট্রনিক্স, জামাকাপড়, মিষ্টি, গাড়ি থেকে শুরু করে বিভিন্ন উপহার সামগ্রীর কেনাকাটা তুঙ্গে ওঠে। কেবল ধনতেরাস ও দীপাবলিকে কেন্দ্র করেই দিল্লিতে প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হয়ে থাকে, যা দিল্লির সামগ্রিক অর্থনীতির মেরুদণ্ড।

সততা ও নৈতিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে পূর্ব রেলওয়েতে ভিজিল্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ ২০২৬-এর সূচনা

কলকাতা, ২৬ অক্টোবরঃ কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স কমিশন এবং রেলওয়ে বোর্ডের নির্দেশিকা অনুসরণ করে পূর্ব রেলওয়েতে ২৬ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত ভিজিল্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ ২০২৬-এর আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে। এবারের অনুপ্রেরণামূলক মূল ভাবনা হলো সমৃদ্ধির জন্য সততা। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতি গীতিকা পান্ডের নেতৃত্বে, কলকাতার পূর্ব রেল সদর দপ্তরে একটি গাম্ভীর্যপূর্ণ 'শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান'-এর মাধ্যমে এই কার্যক্রমের সূচনা হয়। অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার শ্রী শীলেন্দ্র প্রতাপ সিং-এর উপস্থিতিতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আধিকারিক ও কর্মীরা জনসেবার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং নৈতিক আচরণের প্রতি নিজেদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের পর পূর্ব রেলওয়ের সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার শ্রী দীপক নিগমের তত্ত্বাবধানে প্রশাসনিক বিবেচনাধিকার ও বিধির ভারসাম্য রক্ষা শীর্ষক একটি তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় বক্তব্য রাখেন কলকাতার কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল (ক্যাট)-এর সদস্য মাননীয়.শ্রী অনিঃদ্য মজুমদার। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ন্যায্যতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলি কঠোরভাবে মেনে চলার পাশাপাশি বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রশাসনিক বিবেচনাধিকার প্রয়োগের গুরুত্বের উপর তিনি বিশেষ জোর দেন। নৈতিক অনুশীলনের প্রতি সমগ্র সংস্থার অঙ্গীকার আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে পূর্ব রেলওয়ের সমস্ত ডিভিশন, ওয়ার্কশপ এবং ফিল্ড ইউনিটেও একই ধরনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তিন মাসব্যাপী বৃহত্তর প্রতিরোধমূলক ভিজিল্যান্স অভিযান-এর অংশ হিসেবে পূর্ব রেলওয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। এই উদ্যোগগুলির মধ্যে রয়েছে 'জাগৃতি (JAGRITI) শীর্ষক ভিজিল্যান্স বুলেটিন প্রকাশ এবং অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম তুলে ধরার জন্য একটি নতুন প্রচারমূলক চলচ্চিত্র প্রকাশ। এই উদ্যোগ সম্পর্কে নিজের অভিমত ব্যক্ত করে পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি বলেন, এই উদ্যোগগুলি সংস্থার দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি স্বচ্ছ, স এবং জবাবদিহিমূলক কর্মসংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রতি আমাদের অবিচল অঙ্গীকারকে আরও সুদৃঢ় করে।

খাড়গের মন্তব্যের প্রতিবাদ, হাওড়ায় বিজেপির বিক্ষোভ দাহ কুশপুতুল

সুমন আদক,হাওড়া,২৬ অক্টোবর ঃ মল্লিকার্জুন খাড়গের বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে সোমবার হাওড়ার বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি। হাওড়া মযদান-সহ একাধিক এলাকায় দলীয় নেতা-কর্মীরা জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে প্রতিবাদে সামিল হন। খাড়গের কুশপুতুল দাহ করে তাঁর মন্তব্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন বিক্ষোভকারীরা। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, দেশের প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে কংগ্রেস সভাপতি খাড়গে যেভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন এবং তাঁর পরিবারকে টেনে মন্তব্য করেছেন, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও রাজনৈতিক শিষ্টাচার বজায় রাখা উচিত বলে দাবি তাঁদের। এই ধরনের মন্তব্য রাজনৈতিক পরিবেশকে কলুষিত করে বলেও সরব হন বিক্ষোভকারীরা। খাড়গের মন্তব্যের জন্য তাঁকে অবিলম্বে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে বলে দাবি জানান বিজেপি নেতা-কর্মীরা। তাঁদের হুঁশিয়ারি, ক্ষমা না চাইলে আগামী দিনে হাওড়ার গণ্ডি ছাড়িয়ে গোটা বাংলাজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে দল। এদিন স্লোগান ও কুশপুতুল দাহের মাধ্যমে কংগ্রেস সভাপতির মন্তব্যের প্রতিবাদ জানান তাঁরা।

সাঁতরাগাছি-খাতিপুরা (জয়পুর)-সাঁতরাগাছি এক্সপ্রেসের ফ্ল্যাগিং অফ

কলকাতা, ২৬ অক্টোবরঃ শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, মাননীয় রেল মন্ত্রী ২৬ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সদ্য চালু হওয়া সাঁতরাগাছি-খাটিপুরা (জয়পুর) এক্সপ্রেসের পতাকা উন্মোচন করেন। শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, শ্রী দিলীপ ঘোষ, পঞ্চায়েত ও কৃষি উন্নয়নের মাননীয় মন্ত্রী, গ্রামীণ বাজার ও কৃষি উন্নয়ন মন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গের, শ্রী রুদ্রনীল ঘোষ, মাননীয় বিধায়ক এবং ড. রাজেশ কুমার, মাননীয় বিধাযক সাঁতরাগাছি স্টেশনে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রী অনিল কুমার জৈন, জেনারেল ম্যানেজার, এসইআর, শ্রী ললিত মোহন পান্ডে, বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক, খড়গপুর এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও সাঁতরাগাছিতে উপস্থিত ছিলেন। একই সাথে, টাটানগরে একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল, এতে উপস্থিত ছিলেন শ্রী বিদ্যুৎ বরণ মাহাতো, মাননীয় সাংসদ, শ্রী সর্যু রায়, মাননীয় বিধায়ক, শ্রীমতি। পূর্ণিমা সাহু, মাননীয় বিধায়ক, শ্রী তরুণ হুরিয়া বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার, চক্রধরপুর এবং অন্যান্য বিভাগীয় রেলওয়ে কর্মকর্তারা।১৮০৬১১৮০৬২ সাঁতরাগাছি-খাতিপুরা (জয়পুর)-সাঁতরাগাছি এক্সপ্রেসের নিয়মিত চলাচল ০৪.১১.২০২৬ সাঁতরাগাছি থেকে এবং ০৬.১১.২০২৬ তারিখে খাতিপুরা থেকে শুরু হবে। ১৮০৬১ সাঁতরাগাছি-খাতিপুরা (জয়পুর) এক্সপ্রেস সাঁতরাগাছি থেকে প্রতি বুধবার ১৪.১৫ ঘন্টা ছাড়বে এবং পরের দিন ২৩.০০ টায় খাতিপুরা পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ১৮০৬২ খাতিপুরা-সাঁতরাগাছি এক্সপ্রেস প্রতি শুক্রবার সকাল ০৯.১৫ মিনিটে খাতিপুরা থেকে রওনা হবে এবং পরের দিন সন্ধ্যা ০৭.৪৫ মিনিটে সাঁতরাগাছি পৌঁছাবে। এই ট্রেনটি যাত্রাপথে খড়গপুর, টাটানগর, চান্ডিল, পুরুলিয়া, মুড়ি, রাঁচি, লোহারাডাগা, তোরি, লাতেহার, বারওয়াদিহ, ডালটনগঞ্জ, গড়ওয়া রোড, জাপলা, দেহরি অন সোন, সাসারাম, ভাবুয়া রোড, পণ্ডিত দীন দযাল উপাধ্যায়, মির্জাপুর, প্রযাগরাজ.

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE

I, Selim Sk (Old Name) S/O–Harun Sk residing at Shilgram , Gurah , Nabagram , Murshidabad , West Bengal 742184 do hereby declared that I have changed my name from Selim Sk to Abdul Selim Sk and henceforth I shall be known as Abdul Selim Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public affidavit Domkal court dated on 23/10/2026 . My name Abdul Selim Sk & Selim Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sofia Bibi (Old Name) W/O–Abdul Selim Sk residing at Shilgram , Gurah , Nabagram , Murshidabad , West Bengal 742184 do hereby declared that I have changed my name from Sofia Bibi to Safiya Bibi and henceforth I shall be known as Safiya Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public affidavit Domkal court dated on 23/10/2026 . My name Safiya Bibi & Sofia Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, REHANA BEGUM (old name) W/o- MD HOSSAIN(Old Name) residing at 53/36A, Tiljala Road, Kolkata-700046 West Bengal, do hereby declare that I have changed our name from REHANA BEGUM W/o- MD HOSSAIN to REHANA BIBI W/o MD HUSSAIN and henceforth we will be known as REHANA BIBI (new name) W/o MD HUSSAIN (new name) in all purpose vide an affidavit No. 19481 sworn before the Ld. Judicial Magistrate at 1st Class at Sealdah dated 15/09/2026. REHANA BEGUM W/o- MD HOSSAIN and REHANA BIBI W/o MD HUSSAIN all are same and one identical person.

NAME CHANGE

Pramathesh Chandra Mitra,(residing at 315 Dum Dum Cossipore Road po-Motijheel Ps--Nagerbazar kolkata-70074 West Bengal father of Pragati Mitra ,do hereby declare that in the birth certificate of Pragati Mitra issued by Balurghat Municipality in the field of father's name mentioned PROMOTHESH (wrongly spelt)CHANDRA MITRA and PRAMATHESH CHANDRA MITRA are same person vide an affidavit sworn before the Ld Judicial Magistrate 1st Class Calcutta date 05-10-2026

NAME CHANGE

I, Tojammel Mandal (Old Name) S/O–Chhamed residing at Vill & PO-Goas , PS-Karimpur , Dist-Nadia, West Bengal 741165 do hereby declared that I have changed my name from Tojammel Mandal to Tujammel Mondal and henceforth I shall be known as Tujammel Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 16/10/2026 . My name Tujammel Mondal & Tojammel Mandal both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Md Maiful , S/O-Late Sultan Mahaldar residing at Natun Bazar , PO-Dhuliyan , PS-Samsherganj , Dist-Murshidabad, West Bengal 742202 do hereby declared that I have changed my father's name from Md Sultan Mahaldar (old name) to Sultan Mahaldar (new name) and henceforth my father's name shall be known as Sultan Mahaldar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 16/10/2026. My father's name Sultan Mahaldar (new name) & (old name) Md Sultan Mahaldar both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Lakshmi Bibi (Old Name) W/O–Nuresh Ali resident of Dafarpur, Raghunathganj, Murshidabad, West Bengal, Pin-742225 do hereby declared that I have changed my name from Lakshmi Bibi to Laxmi Bewa and henceforth I shall be known as Laxmi Bewa (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 16/10/2026 . My name Laxmi Bewa & Lakshmi Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Pintu Majumdar , S/O-Late Prokash Chandra Majumder resident of Joygopalpur Road Mill Para , Ranaghat , Nadia , West Bengal, Pin-741201 do hereby declared that I have changed my father's name from Prakash Majumdar & Prokash Majumdar (old name) to Prokash Chandra Majumder (new name) and henceforth my father's name shall be known as Prokash Chandra Majumder (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 16/10/2026 . My father's name Prokash Chandra Majumder (new name) & (old name) Prakash Majumdar & Prokash Majumdar both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, AKTARI BEGUM (old name) W/o-Sami Ahmed residing at 70E, Tiljala Road, Gobinda Khatick Road, P.O. Gobinda Khatick Road, Kolkata - 700046 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from AKTARI BEGUM to AKHTARI BEGUM and henceforth I shall be known as AKHTARI BEGUM (new name) in all purpose vide an affidavit no. 9075 sworn before the Notary Public at Sealdah dated 26/10/2026. AKTARI BEGUM and AKHTARI BEGUM both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Prasad Dilip (Old Name) S/o Rabindra Prasad Kalwar Residing at 11, Mahendra Nath Roy Lane, District - Howrah, Pin - 711101, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Prasad Dilip (Old Name) to Dilip Prasad Kalwar (New Name) and henceforth I shall be known as Dilip Prasad Kalwar (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 26-10-2026. Dilip Prasad Kalwar (New Name) and Prasad Dilip (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Manashi Saha (Old Name) W/O–Pradip Kumar Saha resident of Vill - Kaya , Po-Mahadevbati, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742172 do hereby declared that I have changed my name from Manashi Saha to Manasi Saha and henceforth I shall be known as Manasi Saha (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 11/08/2026. My name Manasi Saha & Manashi Saha both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Ajit (Old Name) S/O– Sankar Saha resident of Vill - Kaya , Po-Mahadevbati, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742172 do hereby declared that I have changed my name from Ajit to Ajit Kumar Saha and henceforth I shall be known as Ajit Kumar Saha (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 11/08/2026. My name Ajit Kumar Saha & Ajit both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Pradip Saha & Pradip Kr Saha (Old Name) S/O–Ajit Kumar Saha resident of Vill - Kaya , Po-Mahadevbati, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742172 do hereby declared that I have changed my name from Pradip Saha & Pradip Kr Saha to Pradip Kumar Saha and henceforth I shall be known as Pradip Kumar Saha (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 11/08/2026. My name Pradip Kumar Saha & Pradip Saha & Pradip Kr Saha both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Pritis Pal (Old Name) S/O–Prabhash Pal residing at Kumarpur, Krishnaganj , Nadia , West Bengal 741509 do hereby declared that I have changed my name from Pritis Pal to Pritish Pal and henceforth I shall be known as Pritish Pal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 16/10/2026 . My name Pritish Pal & Pritis Pal both are same and one identical person.

খাড়গের মন্তব্যের প্রতিবাদ, হাওড়ায় বিজেপির বিক্ষোভ দাহ কুশপুতুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৬ অক্টোবর ঃ মল্লিকার্জুন খাড়গের বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে সোমবার হাওড়ার বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি। হাওড়া ময়দান-সহ একাধিক এলাকায় দলীয় নেতা-কর্মীরা জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে প্রতিবাদে সামিল হন। খাড়গের কুশপুতুল দাহ করে তাঁর মন্তব্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন বিক্ষোভকারীরা। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, দেশের প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে কংগ্রেস সভাপতি খাড়গে যেভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন এবং তাঁর পরিবারকে টেনে মন্তব্য করেছেন, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও রাজনৈতিক শিষ্টাচার বজায় রাখা উচিত বলে দাবি তাঁদের। এই ধরনের মন্তব্য রাজনৈতিক পরিবেশকে কলুষিত করে বলেও সরব হন বিক্ষোভকারীরা। খাড়গের মন্তব্যের জন্য তাঁকে অবিলম্বে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে বলে দাবি জানান বিজেপি নেতা-কর্মীরা। তাঁদের হুঁশিয়ারি, ক্ষমা না চাইলে আগামী দিনে হাওড়ার গণ্ডি ছাড়িয়ে গোটা বাংলাজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে দল। এদিন স্লোগান ও কুশপুতুল দাহের মাধ্যমে কংগ্রেস সভাপতির মন্তব্যের প্রতিবাদ জানান তাঁরা।

পুজো মিটতেই মুর্শিদাবাদে পুরসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু বিজেপির, বিজয়া সম্মিলনী থেকেই যাচ্ছে নির্দেশ

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৬ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুজো শেষ হতেই কলকাতা ও হাওড়া পুরসভা সহ রাজ্যের আরো কয়েকটি পুরসভার নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি জোরদার করেছে বিজেপি। রাজ্যের নজরকাড়া এই দুই পুরসভার প্রার্থী বাছাই সহ আরো একাধিক বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যে গেরুয়া শিবিরের শীর্ষ নেতারা একাধিকবার বৈঠক করেছেন। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী তালিকাও চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার কথা। এই আবহে এবার মুর্শিদাবাদ জেলায় পুরসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি জোরকদমে শুরু করে দিল জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। এবছরের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে তৃণমূল সরকারের শোচনীয় পরাজয়ের পর মুর্শিদাবাদ জেলার আটটি পুরসভার মধ্যে ছ'টি পুরসভাতেই তৃণমূলের বোর্ড ভেঙে গেছে। বর্তমানে বহরমপুর, কান্দি, বেলডাঙা, ডোমকল মুর্শিদাবাদ এবং জিয়াগঞ্জ- আজিমগঞ্জ পুরসভায় প্রশাসকরা দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। অন্যদিকে জঙ্গিপুর মহকুমার অন্তর্গত দু'টি পুরসভা- ধুলিয়ান এবং জঙ্গিপুরে তৃণমূলের প্রাক্তন চেয়ারম্যানদের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনে তাঁদের পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে নতুন চেয়ারম্যান দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। প্রশাসন সূত্রের খবর, মুর্শিদাবাদের ছ'টি পুরসভায় বর্তমানে কোনও নির্বাচিত বোর্ড না থাকায় সেখানে যেকোনো সময় রাজ্য সরকার নির্বাচন ঘোষণা করতে পারে। যদিও পুরসভার নির্বাচিত সদস্যরা পদত্যাগ না করলে বহরমপুর, কান্দি সহ একাধিক পুরসভার পুরবোর্ডের মেয়াদ ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ছিল। অন্যদিকে জঙ্গিপুর এবং ধুলিয়ান পুরসভার বোর্ডের মেয়াদও ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত রয়েছে। তবে সরকার মনে করলে এই বোর্ড আগেই ভেঙে দিয়ে সেখানেও নির্বাচন ঘোষণা করতে পারে। রাজ্যের একাধিক পুরসভার সঙ্গে এক সঙ্গে রাজ্য নির্বাচন কমিশন ভোট গ্রহণ করতে পারে এমন ধরে নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা বিজেপির নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই পুরসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। দুর্গাপুজোর শেষে বিজয়ার আবহে জনসংযোগ কর্মসূচির মাধ্যমে এলাকার ভোটারদের বাড়িতে পৌঁছে যাওয়ার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সৌমেন মণ্ডল বলেন, দুর্গাপুজোর শেষে আমাদের দলের তরফ থেকে ওয়ার্ড ভিত্তিক বিজয়া সম্মিলনী শুরু হয়েছে। সেখানে আমরা দলের কর্মীদের নির্দেশ দিচ্ছি আসন্ন পুরসভা ভোটকে লক্ষ্য রেখে এলাকার দেওয়াল দখল কাজ শুরু করে সেই দেওয়ালগুলোতে 'হোয়াইটওয়াশ' শুরু করতে। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই আমরা প্রত্যেকটি ওয়ার্ড ধরে বৈঠক করা শুরু করেছি এবং কোন ওয়ার্ডে কে প্রার্থী হবেন তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণও শুরু হয়েছে। তবে বিজেপি সূত্রের খবর, চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতে এখনো অনেকটাই সময় লাগবে। বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের তরফ থেকে সবুজ সংকেত না পাওয়া গেলে প্রার্থীদের নাম কোনোভাবেই ঘোষণা করা হবে না। সৌমেন মণ্ডল বলেন, ডোমকল পুরসভায় দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসক রয়েছেন। রাজ্যে সরকারের পালাবদলের পর মুর্শিদাবাদ এবং জিয়াগঞ্জ- আজিমগঞ্জ পুরসভাতেও প্রশাসক বসেছে। তাই এখানে পুরসভা নির্বাচন ঘোষণা করতে রাজ্য সরকারের কোনও সমস্যা নেই। আমরা আশাবাদী পুরসভা নির্বাচনে এবার বিজেপি প্রার্থীরা বিপুল ভোটে প্রত্যেকটি ওয়ার্ড থেকে জয়ী হবেন। বিজেপির মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি জানিয়ে দেন,৪ মে-র পর যারা বিজেপিতে যোগদান করতে চেয়েছেন এমন কাউকে আমাদের দলের প্রার্থী করা হবে না। দলের দীর্ঘদিনের পরিক্ষিত সৈন্যরাই প্রার্থী পদ পাবেন। পুরসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি জোরকদমে চলছে বিজেপির জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলাতেও দলের জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুবল চন্দ্র ঘোষ বলেন, দুর্গাপুজোর পর থেকেই আমরা পুরসভা নির্বাচনের জন্য সাংগঠনিক প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি। বুথ এবং ওয়ার্ড ভিত্তিক বৈঠক চলছে। তিনি জানান, রাজ্য নেতৃত্বের তরফ থেকে নির্দেশ পাওয়া গেলেই আমরা পুরসভা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য আবেদন পত্র গ্রহণ করা শুরু করব। তবে 'তৎকাল বিজেপি'র কাউকে পুরসভা নির্বাচনে টিকিট দেওয়া হবে না।

তারকেশ্বরের লক্ষ্মী গ্রামে লক্ষ্মী পূজাঃ ঐতিহ্যের আলোয় আলোকিত উৎসব

বনস্পতি দে, তারকেশ্বর, ২৬ অক্টোবর ঃ হুগলি জেলার তারকেশ্বর ব্লকের একটি ছোট্ট গ্রাম, 'লক্ষ্মী গ্রাম'। নামের মতোই এই গ্রাম প্রতি বছর কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে ধন-ধান্যের দেবী লক্ষ্মীর আরাধনায় সেজে ওঠে এক অনন্য রূপে। এই বছরও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ঐতিহ্য আর ভক্তির মেলবন্ধনে লক্ষ্মী গ্রামের লক্ষ্মী পূজা এই অঞ্চলে এক বিশেষ আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রামের প্রবেশ পথ থেকেই উৎসবের আমেজ অনুভব করা যায়।

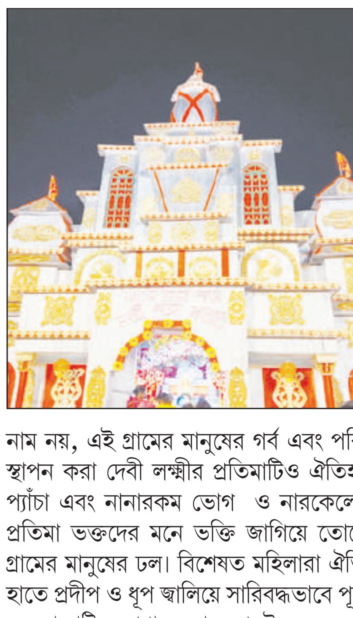

বাঁশ ও রঙিন কাপড়ের সুদৃশ্য গেট, টুনি বাল্বের মেলা আর মাটির প্রদীপের উষ্ণ আলো পুরো গ্রামকে যেন আগলে রেখেছে। এখানকার পূজার মণ্ডপগুলি বিশাল বাজেটের বা আধুনিক থিমের নয়, বরং মাটির সোঁদা গন্ধ আর গ্রামীণ কারুকার্যের এক অনাবিল দৃষ্টান্ত। মণ্ডপের ওপর বাংলায় লেখা রয়েছে- 'লক্ষ্মী গ্রাম লক্ষ্মী পূজা, তারকেশ্বর'। এটি শুধু একটি নাম নয়, এই গ্রামের মানুষের গর্ব এবং পরিচয়ের প্রতীক। পূজার মণ্ডপে স্থাপন করা দেবী লক্ষ্মীর প্রতিমাটিও ঐতিহ্যবাহী। সোনার ধান, ডানা প্যাঁচা এবং নানারকম ভোগ ও নারকেলের নাড়ু দিয়ে সাজানো মায়ের প্রতিমা ভক্তদের মনে ভক্তি জাগিয়ে তোলে। পূজার সন্ধ্যায় মণ্ডপে ভিড় গ্রামের মানুষের ঢল। বিশেষত মহিলারা ঐতিহ্যবাহী লাল পেড়ে শাড়ি পরে হাতে প্রদীপ ও ধূপ জ্বালিয়ে সারিবদ্ধভাবে পূজায় অংশগ্রহণ করেন। আলপনা দেওয়া মাটিতে প্রণাম করার দৃশ্য উৎসবের মাহাত্ম্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। গ্রামের এক প্রবীণ বাসিন্দা জানান, আমাদের এই গ্রামে লক্ষ্মী পূজার ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। আমরা কোনো বড় থিম করি না, আমরা শুধু মায়ের আরাধনাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। গ্রামের প্রতিটি ঘরে ঘরে লক্ষ্মী পূজা হয়, আর এই মণ্ডপটি আমাদের পুরো গ্রামের সম্মিলিত আবেগের কেন্দ্রস্থল। মা লক্ষ্মী আমাদের গ্রামের সবার ঘরে সুখ-সমৃদ্ধি ফিরিয়ে দিন, এটাই আমাদের প্রার্থনা। পূজার পাশাপাশি মণ্ডপের সামনে আয়োজন করা হয়েছিল ছোটদের জন্য নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং গ্রামের মহিলাদের জন্য রান্নার প্রতিযোগিতা। উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ঐতিহ্যবাহী লোকনৃত্য এবং কীর্তন। পূজার প্রসাদ বিতরণ এবং রাত্রে গ্রামের সবার মিলে মিশে এক সাথে ভোগ খাওয়া উৎসবের আনন্দকে দ্বিগুণ করে তোলে। তারকেশ্বরের এই লক্ষ্মী গ্রাম কেবল নামের কারণেই নয়, বরং তার ঐতিহ্যের টানেও দর্শনার্থীদের মন জয় করে নিয়েছে। মফস্বলের কোলাহল থেকে দূরে শান্ত গ্রামীণ পরিবেশে মা লক্ষ্মীর এই আরাধনা যেন আমাদের মনে মনে করিয়ে দেয় উৎসবের আসল উদ্দেশ্য- ভক্তি, সামাজিক মেলবন্ধন এবং ঐতিহ্যের সংরক্ষণ।

রেলমন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক জয়পুর (খাতিপুরা) - টাটানগর - সাঁতরাগাছি এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার সূচনা

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর ঃ কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আজ জয়পুর (খাতিপুরা)-টাটানগর- সাঁতরাগাছি এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার সূচনা করলেন। অশ্বিনী বৈষ্ণব ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, মেয়র সুনীল কোঠারি, সাংসদ বিদ্যুৎ বরণ মাহাতো এবং সাংসদ মঞ্জু শর্মা। এছাড়াও অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, জয়পুরের সঙ্গে জামশেদপুর ও কলকাতাকে সংযুক্তকারী এই নতুন ট্রেন পরিষেবাটি রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করবে। তিনি আরও বলেন, এই নতুন পরিষেবাটি রাজস্থানে বসবাসকারী পরিযায়ী শ্রমিক, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যাতায়াতকারী অন্যান্য যাত্রীদের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক হবে। ঝাড়খণ্ডে রেল পরিকাঠামোর উন্নয়নের ওপর আলোকপাত করে অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, এই রাজ্যের জন্য রেল বাজেটে বরাদ্দ ৪৫০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭,৫০০ কোটি টাকা করা হয়েছে, যা আগের বরাদ্দের প্রায় ১৬ গুণ। তিনি জানান, রাজ্যে বর্তমানে প্রায় ৭৫,০০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া, 'অমৃত ভারত স্টেশন যোজনা'-র আওতায় ঝাড়খণ্ডের ৫৭ টি স্টেশনের পুনঃউন্নয়ন করা হচ্ছে। এর মধ্যে গোড্ডা,

গোবিন্দপুর রোড, লোহারাডাগা, মধুপুর এবং মুড়ি-সহ বেশ কয়েকটি স্টেশনে কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। রেলমন্ত্রী জানান, সারা দেশ জুড়ে 'অমৃত ভারত স্টেশন যোজনা'-র আওতায় পুনঃ উন্নয়নের কাজ চলছে এবং ১,৩০০টিরও বেশি স্টেশনকে উন্নয়নের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সাঁতরাগাছি, জলপাইগুড়ি রোড, জয়চণ্ডী পাহাড়, হলদিয়া এবং কামাখ্যাগুড়ি-সহ বেশ কয়েকটি স্টেশনেরও পুনর্উন্নয়ন করা হচ্ছে। অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন যে, মধ্যবিত্ত ও আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলোর চাহিদার কথা মাথায় রেখেই রেলওয়ের উন্নয়নমূলক কাজ করা হচ্ছে, কারণ তাদের কাছে রেলই হলো সাশ্রয়ী যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, স্টেশনগুলোর পুনর্উন্নয়ন এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সব আয়ের মানুষের জন্যই সুবিধাজনক হবে। অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, হাওড়া, খড়গপুর, চাকুলিয়া ও টাটানগরকে যুক্তকারী রেললাইনটিকে চার লেনে সম্প্রসারিত করার কাজ চলছে। রেলমন্ত্রী আরও জানান, কলকাতা মেট্রোর বেলেঘাটা-আইটি সেন্টার অংশের ৪.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পথের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সেখানে পরীক্ষামূলক চলাচল (ট্রায়াল রান) শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, এই অংশটি 'গ্রিন লাইন'-এর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ শুরু

মালিগাঁও, ২৬ অক্টোবর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আজ সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ ২০২৬-এর সূচনা

করেছে এই সপ্তাহটি ২৬ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত পালন করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি, অসমের মালিগাঁওস্থিত বি.জি. কলোনি এলাকায় নবনির্মিত 'লাচিত বরফুকন' স্পোর্টস কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব অন্যান্য বরিষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিক ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে স্পোর্টস কমপ্লেক্স / অ্যাথলেটিক গ্রাউন্ডটির উদ্বোধন করেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে 'সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ'-এর থিম হলো 'সমৃদ্ধির জন্য সততা', যা জনসেবায় সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার গুরুত্বের ওপর জোর দেয়। এই অনুষ্ঠানটির সূচনা মালিগাঁওস্থিত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মুখ্য কার্যালয়ে অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার দ্বারা, এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মুখ্য কার্যালয়ে (নির্মাণ বিভাগ)-এর চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার-১ / নির্মান দ্বারা করা হয়। এই উপলক্ষ্যে অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিক ও কর্মচারীরাও উপস্থিতি ছিলেন। উদ্বোধনী দিনের কার্যসূচিতে 'সততা শপথ' ও ওয়াকাথন অন্তর্ভুক্ত ছিল যার উদ্দেশ্য ছিল রেলওয়ে কর্মীদের নৈতিক আচরণ বজায় রাখতে এবং দুর্নীতি দমনে যৌথ দায়িত্ব গ্রহণে উৎসাহিত করা। সপ্তাহব্যাপী এই উদ্‌যাপনের কার্যক্রমে নুক্কড় নাটক, ভিজিল্যান্স বুলেটিন উন্মোচন এবং 'চুক্তি ব্যবস্থাপনায় প্রতিরোধমূলক সতর্কতা' বিষয়ক একটি কর্মশালা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই কার্যক্রম উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বৃহত্তর প্রতিরোধমূলক সতর্কতামূলক অভিযানের অংশ, যার লক্ষ্য হলো অনিয়ম প্রতিরোধ করা, প্রশাসনিক কার্যপদ্ধতির উন্নতি ঘটানো এবং জনগণের আস্থা সুদৃঢ় করা। একইভাবে, মালিগাঁও-এ সিরিশা রেল উদ্যানের কাছে লাচিত বরফুকন স্পোর্ট কমপ্লেক্স-এর উদ্বোধান করা হয়, যেখানে তীর ন্দাজি প্রশিক্ষণের সুবিধা এবং বিশ্বমানের সিন্থেটিক অ্যাথলেটিকস ট্র্যাক রয়েছে। এই সুবিধাগুলি সুসংগঠিত প্রশিক্ষণের জন্য একটি ডেডিকেটেড পরিবেশ প্রদান করবে, যা উদীয়মান ক্রীড়াবিদদের একটি শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করবে এবং প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়দের তাদের কৌশল, শারীরিক সক্ষমতা ও প্রতিযোগিতামূলক পারফরম্যান্সকে আরও উন্নত করার সুযোগ প্রদান করবে। এই কমপ্লেক্সটি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বর্তমান ক্রীড়া পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করবে এবং এই অঞ্চলের প্রতিভাবানদের বিকাশে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই পদক্ষেপগুলির মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সরকারি পরিষেবা এবং খেলাধুলা, উভয় ক্ষেত্রেই সততা, শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার মূল্যবোধকে উৎসাহিত করতে চায়। সতর্কতামূলক কার্যসূচিগুলি দায়িত্বশীল ও স্বচ্ছ কর্মপদ্ধতিকে উৎসাহিত করবে অন্যদিকে, নতুন ক্রীড়া কমপ্লেক্সটি ক্রীড়াবিদদের উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ প্রদান করবে এবং রেলওয়ে তথা জাতির জন্য সুনাম বয়ে আনবে।

প্লাস্টিক দূষণে বিপন্ন শুশুনিয়া পাহাড়, পরিবেশ রক্ষার বার্তা নিয়ে উদ্যোগী আরামবাগের শিক্ষক ভবানী প্রসাদ দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২৬ অক্টোবর ঃ প্লাস্টিক বর্জ্যের দূষণে ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ছে পাহাড়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র। পর্যটকদের অসচেতনতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে পাহাড়ের বিভিন্ন প্রান্তে জমছে প্লাস্টিকের আবর্জনা, যা নষ্ট করছে প্রকৃতির ভারসাম্য। এই পরিস্থিতিতে শুশুনিয়া পাহাড়কে প্লাস্টিকমুক্ত রাখা এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার বার্তা নিয়ে এগিয়ে এলেন আরামবাগ হাই স্কুলের পরিবেশপ্রেমী শিক্ষক ভবানী প্রসাদ দাস। সোমবার তিনি পাহাড়ের চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য প্লাস্টিকের বর্জ্য নিজে হাতে সংগ্রহ করে সেগুলি নির্দিষ্ট স্থানে রাখেন তিনি। পাশাপাশি পাহাড়ে বেড়াতে আসা পর্যটক ও সাধারণ মানুষকে প্লাস্টিক বর্জ্য যেখানে-সেখানে না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার আহ্বান জানান। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা এবং পাহাড়ের সবুজ পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখার পাশাপাশি আরও সবুজায়নের বার্তা দিতে প্রতীকী বৃক্ষরোপণও করেন তিনি। তাঁর এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে পাহাড়ের সৌন্দর্য রক্ষা, প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধ এবং পরিবেশের প্রতি মানুষের দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলার বার্তা উঠে আসে। পাহাড়কে দূষণমুক্ত রাখতে প্রশাসনের পাশাপাশি পর্যটক ও সাধারণ মানুষের সচেতন অংশগ্রহণ যে অত্যন্ত জরুরি, সেই বার্তাই তুলে ধরেন ভবানীবাবু।

শীতের আগেই জলাশয়ে পরিযায়ী পাখির ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৬ অক্টোবর ঃ কিচিরমিচির শব্দেই ভাঙে ঘুম এই গ্রামের বাসিন্দাদের! শীতের আগেই জলাশয়ে পরিযায়ী পাখির ভিড়। শীতের আমেজ পুরোদমে শুরু হওয়ার আগেই জলপাইগুড়ির একটি ইটভাটা সংলগ্ন জলাশয়ে দেখা মিলছে বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখির। সাধারণত দুর্গাপুজোর পর শীত একটু জাঁকিয়ে বসলে এই জলাশয়ে পাখিদের আগমন ঘটে। তবে এ বছর নির্দিষ্ট সময়ের কিছুটা আগেই পরিযায়ী পাখির দল আসতে শুরু করায় নজর কেড়েছে স্থানীয়দের। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, প্রতি বছর শীতের মরশুমে এই ডোবাটি পরিযায়ী পাখিদের অস্থায়ী আস্তানা হয়ে ওঠে। সাধারণত তিন থেকে চার মাস তারা এই এলাকায় অবস্থান করে। অনেক পাখি খাবারের সন্ধানে এসে কিছুদিন কাটিয়ে ফিরে যায়, আবার বেশ কিছু প্রজাতির পাখি এই জলাশয় সংলগ্ন এলাকায় বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে এবং বাচ্চা ফোটায়। এ বছর সময়ের আগেই পাখিদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং সকাল থেকেই তাদের কলতানে মুখর হয়ে ওঠে এলাকা।

বারুইপুরে মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম জনসভা শুক্রবার, প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন পুলিশ আধিকারিক ও বিজেপি নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর, ২৬ অক্টোবর ঃ রাজ্যে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গত শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপে সরকারি কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে আগামী শুক্রবার ফের এই জেলায় আসছেন তিনি। ওই দিন দুপুরে বারুইপুরের নিউ ইন্ডিয়ান মাঠে জনসভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর বারুইপুরে এটিই তাঁর প্রথম জনসভা। স্বাভাবিকভাবেই এই সভাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। পাশাপাশি সভা সফল করতে প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। সোমবার সভাস্থল পরিদর্শন করেন বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার-সহ পুলিশের একাধিক আধিকারিকগন। জনসভাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে তাঁরা মাঠ ঘুরে দেখেন। পুলিশের আধিকারিকদের পাশাপাশি এ দিনের পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির একাধিক নেতা, বিধায়ক, জেলা ইনচার্জ এবং সাংগঠনিক জেলার সভাপতিরা। এ দিন মাঠ পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বিভাগের দুই কনভেনর স্বরূপ দত্ত, বিধায়ক দেবাংশু পাণ্ডা, কলকাতা বিভাগীয় কনভেনর তথা বিধায়ক শংকর শিকদার, যাদবপুর জেলা ইনচার্জ দীপাঞ্জন গুহ, মথুরাপুর জেলা ইনচার্জ প্রসেনজিত ভৌমিক, ডায়মন্ড হারবার জেলা ইনচার্জ সত্যপ্রিয় চক্রবর্তী, জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর, মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি নবেন্দু সরকার-সহ বিজেপির একাধিক কার্যকর্তা।শুক্রবারের জনসভাকে সফল করে তুলতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ

করা প্রয়োজন, তা নিয়ে এ দিন উপস্থিত নেতৃত্বের মধ্যে আলোচনা হয়। সভায় যাতে বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম হয় এবং গোটা কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়, সেই বিষয়ে প্রস্তুতির বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হয়। 'অনুপ্রবেশ হটাও, গণতন্ত্র বাঁচাও'- এই স্লোগানকে সামনে রেখে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জনসভাকে ঘিরে বারুইপুরে এখন সাজো সাজো রব। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিজেপির রাজনৈতিক কর্মসূচির নিরিখে এই জনসভা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে কী কী বিষয় উঠে আসে এবং জেলার রাজনৈতিক সমীকরণে তার কী প্রভাব পড়ে, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

মেয়েকে ব্ল্যাকমেল করে আটকে রাখার অভিযোগ, থানায় মায়ের অভিযোগের পর উদ্ধার নাবালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৬ অক্টোবর ঃ ব্যক্তিগত ছবি দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল, তারপর বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ। রানাঘাটের এক যুবকের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ তুলেছেন শান্তিপুরের ১৩ বছরের এক নাবালিকার মা। মেয়ের খোঁজে গত ২৪ তারিখ রাতে শান্তিপুর থানায় অভিযোগ জানান তিনি। পরিবারের দাবি, পুলিশ তদন্ত শুরু করার পর সোমবার কৃষ্ণনগর থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়। অভিযোগকারী মায়ের দাবি, আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে মেয়ের সঙ্গে সুদীপ ব্যাপারী নামে ওই যুবকের পরিচয় হয়েছিল। অভিযুক্তের বয়স ২১-২২ বছর এবং বাড়ি রানাঘাটের জিরাটপাড়ায়। মায়ের অভিযোগ, মেয়েটির ফোনে থাকা একটি ব্যক্তিগত ছবি দেখিয়ে তাকে দীর্ঘদিন ধরে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছিল। গত ২১ তারিখ রাত একটা নাগাদ মেয়েটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর তাকে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপর প্রায় সাড়ে চার দিন নাবালিকাকে আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতন করা হয় বলে দাবি পরিবারের। মেয়েকে খুঁজে না পেয়ে ২৪ তারিখ রাত ১১টা নাগাদ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন মা। তাঁর দাবি, পুলিশি তৎপরতার মধ্যে নাবালিকাকে কৃষ্ণনগরের একটি বাড়িতে রাখা হয়েছিল। সোমবার সকালে তাকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হলে পরিবারের লোকজন ও স্থানীয়দের হস্তক্ষেপে মেয়েটিকে উদ্ধার করা হয়। ঘটনায় অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন নাবালিকার মা। তাঁর অভিযোগ, ব্যক্তিগত ছবি নিয়ে ব্ল্যাকমেলের কারণেই মেয়েকে এমন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়েছে। সামগ্রিক ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ডব্লু_এলএলএইচ_১১_২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ১৭.১০.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার/ইলেক্ট, সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য প্রযুক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়াতে পিবি দফা নং ৮৩৯/২৬-২৭-এর পরিপ্রেক্ষিতে ওয়ার্কশপে মুখ্য মনোযোগ প্রদানকালীন সময়ে উচ্চ মূল্যের দফাগুলির পুনর্বাসন/প্রতিস্থাপনের অধীনে এলএইচবি ধরনের এসি কোচের নতুন এসবিসি-র সরবরাহ, ফিট করা, পরীক্ষা এবং সূচনার কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ১৩,৪৬,২২,৩০৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২৬,৯২,৫০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১২.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। যে ওয়েবসাইটে সম্পূর্ণ টেন্ডারের বিশদ পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in**

MISC-238/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EastemRailway @easternrailwayheadquarter

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated September 8, 2026 (the "**Letter of Offer**" or "**LOF**") filed with the Stock Exchanges, namely BSE Limited ("**BSE**") and National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**" and together with BSE, the "**Stock Exchanges**") and the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**").

Please scan this QR code to view the LOF

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED
Engineered with Excellence

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED

Century Extrusions Limited ("**Company**" or "**Issuer**") was incorporated as a Public Limited Company under the Companies Act, 1956 and a certificate of incorporation dated February 02, 1988, was issued to our Company by the Registrar of Companies, West Bengal at Calcutta. Our Company received the certificate of commencement of business from the Registrar of Companies, West Bengal at Calcutta on April 01, 1990. For further details in relation to changes in the registered office of our Company, see "*General Information*" on page 48.

Registered Office: 113, Park Street, Second Floor, N' Block Kolkata- 700016
Corporate Office: Mohan Cooperative Industrial Est. JDKD Corporate Park, A-23, Main Mathura Rd, New Delhi-110044
Contact Person: Rajan Singh, Company Secretary and Compliance Officer
Contact No: (033) 22291012/1291 | **E-mail:** secretary@centuryextrusions.com | **Website:** www.centuryextrusions.com
Corporate Identity Number: L27203WB1988PLC043705

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF CENTURY EXTRUSIONS LIMITED ONLY

PROMOTERS OF OUR COMPANY: VIKRAM JHUNJHUNWALA, SITA DEVI JHUNJHUNWALA, SHIVANSHU JHUNJHUNWALA, MADHAB PRASAD JHUNJHUNWALA (HUF), MOULSHREE JHUNJHUNWALA

ISSUE OF 3,00,00,000 PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1/- EACH OF OUR COMPANY ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 15/- PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 14/- PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING TO ₹ 4,500 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 3 (THREE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 8 (EIGHT) EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE, THAT IS, ON SEPTEMBER 15, 2026 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 78 OF THIS LETTER OF OFFER ("LOF").

PAYMENT SCHEDULE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES

Due Date	Amount payable per Rights Equity Share*		
	Face Value (₹)	Premium (₹)	Total (₹)
On Application	0.5	7.0	7.5
Not more than 2 (two) subsequent calls, with terms and conditions such as number of calls and the timing and quantum of each call as may be decided by our Board/Rights Issue Committee from time to time to be completed on or prior to January 31, 2027.	0.5	7.0	7.5
Total (₹)	**1.00**	**14**	**15**

For further details on Payment Schedule, see "Terms of the Issue- Mode of Payment" on page 93.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company would like to thank all its shareholders and investors for their response to the Issue, which opened for subscription on September 23, 2026 and closed on October 21, 2026 and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was October 08, 2026. Out of the total 5011 Applications for 3,39,42,162 Rights Equity Shares, 1018 Applications for 14,13,635 Rights Equity Shares were rejected due to technical rejections as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received was 3993 for 3,25,28,527 Rights Equity Shares, which was 108.43% of the Issue size. In accordance with the Letter of Offer, the Basis of Allotment was finalized on October 22, 2026, by the Company in consultation with BSE Limited ("**BSE**"), the Designated Stock Exchange and the Registrar to the Issue. The Rights Issue Committee has at its meeting held on October 22, 2026, approved the allotment of 3,00,00,000 Rights Equity Shares to the successful Applicants. All valid Applications after technical rejections have been considered for allotment. In the Issue, NIL Rights Equity Shares have been kept in abeyance.

1. The breakup of valid applications received and rejected from the shareholders and the renounces is as under :

Category	Gross Applications			Less: Rejections / Partial Amount			Valid Applications		
	Nos.	Equity Shares	Amount (Rs.)	Nos.	Equity Shares	Amount (Rs.)*	Nos.	Equity Shares	Amount (Rs.)
Eligible Shareholders	4907	3,24,23,224	24,31,74,180	1018	14,13,635	1,06,02,262.50	3889	3,10,09,589	23,25,71,917.50
Renounces	104	15,18,938	1,13,92,035	—	—	—	104	15,18,938	1,13,92,035.00
Total	**5011**	**3,39,42,162**	**25,45,66,215**	**1018**	**14,13,635**	**1,06,02,262.50**	**3993**	**3,25,28,527**	**24,39,63,952.50**

Amount includes for partially rejected cases.

2. **Summary of Allotment in various categories is as under :**

Category	No. of Applications	Number of Rights Equity Shares Allotted - against Entitlement (A)	Number of Rights Equity Shares Allotted - against valid additional shares (B)	Total Rights Equity Shares Allotted (A+B)
Eligible Shareholders	4907	1,74,17,423	1,15,65,149	2,89,82,572
Renounces	104	10,17,428	0	10,17,428
Total	**5011**	**1,84,34,851**	**1,15,65,149**	**3,00,00,000**

Information for Allotment/Refund/Rejected Cases: The dispatch of Allotment Advice cum Refund Intimation to the Allottees, as applicable, has been completed on October 26, 2026. The instructions for unblocking of funds in case of ASBA Applications were issued to SCSBs on October 22, 2026. The listing applications were filed with both the National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**") and BSE Limited ("**BSE**") on October 23, 2026 and October 24, 2026 respectively. The Company has received the listing approvals from both BSE and NSE on October 26, 2026. The credit of Rights Equity Shares to the respective demat accounts of the allottees in respect of Allotment in dematerialized form will be completed on or about October 26, 2026. For further details, see "Terms of the Issue - Allotment Advice or Refund/Unblocking of ASBA Accounts" on page 98 of the Letter of Offer. The trading in partly paid-up Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on BSE and NSE upon receipt of trading permission. The trading is expected to commence on or about October 28, 2026. Further, in accordance with SEBI circular bearing reference - SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlements has been sent to NSDL & CDSL on October 23, 2026.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of the BSE" on page 75, of the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer clause of BSE.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of the NSE" on page 75 of the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer clause of NSE.

Unless otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

MUFG

MUFG INTIME INDIA PRIVATE LIMITED
(Formerly, Link Intime India Private Limited)
Registered Office:
C-101, 1st Floor, Embassy 247, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai, Maharashtra, India, 400083
Tel: +91 810 811 4949
E-mail: centuryextrusions.rights@in.mpms.mufg.com
Investor grievance E-mail: centuryextrusions.rights@in.mpms.mufg.com
Website: www.in.mpms.mufg.com
Contact Person: Shanti Gopalkrishnan
SEBI Registration No: INR000004058

For and on behalf of **Century Extrusions Limited**
Sd/-
Rajan Singh
Company Secretary and Compliance Officer

Date : October 26, 2026
Place : Kolkata

Disclaimer:

Century Extrusions Limited is proposing, subject to market conditions and other considerations, to make a rights issue of its Equity Shares and has in this regard, filed a Letter of Offer dated September 8, 2026 (the "LoF") with BSE, NSE and SEBI. The LOF is available on the website of SEBI at **www.sebi.gov.in**, BSE at **www.bseindia.com**, NSE at **www.nseindia.com**, website of the Company at **www.centuryextrusions.com** and website of the Registrar at **www.in.mpms.mufg.com**. Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, see "Risk Factors" on page 22 of the LOF. The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the Securities Act and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Rights Entitlements and the Rights Equity Shares are only being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur. The Rights Entitlements and the Equity Shares may not be re-offered, resold, pledged or otherwise transferred except in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation S under the Securities Act. The offering to which the LOF relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or the Rights Entitlement for sale in the United States or as a solicitation therein of an offer to buy any of the Rights Equity Shares or Rights Entitlement. There is no intention to register any portion of the Issue or any of the securities described herein in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. Accordingly, the Letter of Offer, Rights Entitlement Letter and the Application Form should not be forwarded to or transmitted in or into the United States at any time.

‘পাকিস্তান না খেললে ক্ষতি নেই, ওদের ১৫-২০ বার হারিয়েছি!’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবরঃ আসন্ন এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস ট্রফি থেকে আচমকাই নিজেদের নাম প্রত্যাহার করেছে পাকিস্তান। নিরপেক্ষ কেন্দ্রে ম্যাচ খেলার দাবি তুলেছিল তারা। তবে চিরশত্রু দেশের এই সিদ্ধান্তকে একেবারেই আমল দিচ্ছেন না ভারতের প্রাক্তন হকি অধিনায়ক সর্দার সিং। উল্টে তাঁর কড়া মন্তব্য, পাকিস্তান না খেললে ভারতের কিছুই যায় আসে না। এই আকচাআকচির দিন বড়সড় ধাক্কা ভারতীয় শিবিরে। চোটের কারণে টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গিয়েছেন অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার মনপ্রীত সিং। পাক দলের সরে দাঁড়ানো নিয়ে সর্দারের স্পষ্ট কথা, ‘‘ওরা নাম প্রত্যাহার করল কি না, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমরা খুব ভালভাবেই জানি, গত ১৫-২০টা ম্যাচে পাকিস্তানকে টানা হারিয়েছি। সিদ্ধান্তটা ওদের ফেডারেশন আর এশিয়ান হকি ফেডারেশনের ব্যাপার। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য এখন বাকি পাঁচটা দলের বিরুদ্ধে সেরা খেলা।’’ দীর্ঘ ১৭ বছর পর পাঞ্জাবের মাটিতে ফিরছে আন্তর্জাতিক হকি। মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্ট নিয়ে দর্শকদের মধ্যে উন্মাদনা তুঙ্গে। সর্দারের আশা, জলন্ধরের মতো জায়গা থেকে উঠে আসা ছেলেরা ঘরের মাঠে দর্শকদের সামনে নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিয়ে ট্রফি জিতবে। কারণ ভারতই এখন এশিয়ার এক নম্বর দল। আর তাই ফর্মটা ধরে রাখা আসল কাজ। পাকিস্তান-ইস্যুর মধ্যে অনুশীলনে কাফ মাসলে চোট পান মনপ্রীত সিং। অভিজ্ঞ অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং এদিন জানিয়েছেন, মনপ্রীতের জায়গায় খেলবেন নির্ভরযোগ্য মিডফিল্ডার বিবেক সাগর প্রসাদ। খেতাব ধরে রাখার লড়াইয়ে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ও এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী ভারতের অভিযান শুরু হচ্ছে মঙ্গলবার, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। এরপর ২৯ অক্টোবর চিন, ৩০ অক্টোবর জাপান, ১ নভেম্বর মালয়েশিয়া এবং ২ নভেম্বর দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি হওয়ার পালা। লিগ পর্বের প্রথম চারটি দল যাবে সেমিফাইনালে। আগামী ৫ নভেম্বর মোহালিতে ফাইনাল। ঘরের মাঠে হরমনপ্রীত, যুগরাজ, হার্দিক, মনদীপদের নিয়ে গড়া দল কতটা দাপট দেখাতে পারে, সেদিকেই তাকিয়ে আপামর হকিপ্রেমী। প্রধান কোচ ক্রেগ ফুলটনও দলের সার্বিক সাফল্যে বেশ আশাবাদী।

২ ম্যাচে দিয়েছেন ৯৯ রান

কামব্যাকে ব্যর্থ ভুবনেশ্বরকে বিশেষ বার্তা বোলিং কোচের

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৬ অক্টোবরঃ চার বছর পরে ভারতের জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন। আইপিএল-এ দারুণ পারফরম্যান্সের পরে প্রত্যাশার চাপও বাড়ছিল। কিন্তু নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে নিজের সেরা ছন্দে দেখা যায়নি ভুবনেশ্বর কুমারকে। দুই ম্যাচে মাত্র একটি উইকেট পেয়েছেন, রান খরচ করেছেন প্রচুর। তৃতীয় ম্যাচে তাঁর দলে থাকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। এমন আবহে অভিজ্ঞ এই পেসারের পাশে দাঁড়িয়েছেন ভারতীয় দলের বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল। ভুবিকে বিশেষ বার্তাও দিয়েছেন। কী বললেন তিনি? ৩৬ বছর বয়সি ভুবনেশ্বর কুমারের প্রত্যাবর্তন ঘিরে ভারতীয় সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছিল। আইপিএল ২০২৬-এ দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছিলেন তিনি। ১৬ ম্যাচে ২৮ উইকেট নিয়ে যৌথ ভাবে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটপ্রাপক হয়েছিলেন এই পেসার। কিন্তু নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৪৯ রান দিয়ে কোনও উইকেট পাননি

তিনি। দ্বিতীয় ম্যাচে ৫০ রান দিয়ে নেন মাত্র একটি উইকেট। তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে নিজের ছন্দ খুঁজে পাওয়ার জন্য ভুবনেশ্বরকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া প্রয়োজন, এমনটাই মনে করছেন ভারতের বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল। ভুবনেশ্বরের উপর প্রত্যাশার চাপ যে থাকবে, তা মেনে নিয়েছেন মর্কেল। এই নিয়ে তাঁর বক্তব্য, ‘‘চার বছর পরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরলে ভালো পারফরম্যান্সের প্রত্যাশা থাকবেই। আইপিএল-এ অসাধারণ বোলিং করেছিল ভুবনেশ্বর। কিন্তু প্রত্যাশার চাপ এক পাশে সরিয়ে রাখা প্রয়োজন।’’ মর্কেলের মতে, আইপিএল-এ ভালো খেলা এবং জাতীয় দলের হয়ে পারফর্ম করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরে সামান্য ভুলেরও বড় মূল্য চোকাতে হয় হয়। শুধু তাই নয়, ঠাসা সূচির কারণে ভারতীয় দলে ফেরার আগে প্রস্তুতির জন্য খুব বেশি সময়ও পাননি ভুবি। সে কারণে, বাড়তি চাপ না নিয়ে নিজের মতো খেলার পরামর্শ দিয়েছেন মর্নি মর্কেল। ভারতের বোলিং কোচ বললেন, ‘‘ভুবনেশ্বরের দক্ষতা রয়েছে, অভিজ্ঞতাও রয়েছে। কিন্তু দিনের শেষে ক্রিকেটকে সম্মান করতে হবে। কয়েকটি ম্যাচে ওকে ছন্দে ফেরার সুযোগ দিতে হবে। তাই ভুবিকে বলেছিলাম, কোনও কিছুর পিছনে ছুটতে হবে না। নিজের মতো থাকো। প্রত্যাশা থাকবেই, তবে বাইরের আলোচনা নিয়ে ভাবার দরকার নেই।’’ মর্কেলের বার্তায় স্পষ্ট, ভুবির অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার উপর আস্থা রয়েছে টিম ম্যানেজমেন্টের। এখন দেখার, পরের ম্যাচগুলিতে নিজের ছন্দে ফিরে সমালোচনার জবাব দিতে পারেন কি না তিনি।

ভোটে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েও পিছু হটলেন লিয়েন্ডার

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবরঃ বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগেই বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর মতো বিরাট মাপের তারকাকে নিয়ে স্বভাবতই জল্পনা শুরু হয়, ভোটে লড়ছেন কিনা। জল্পনার অবসান ঘটিয় সেই লিয়েন্ডার পেজ জানিয়েছিলেন, তিনি লড়বেন নির্বাচনে। তবে সেটা ক্রীড়া প্রশাসনে। কিন্তু আচমকাই সেই লড়াই থেকে তিনি সরে দাঁড়ালেন! সর্বভারতীয় টেনিস সংস্থার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সামনেই। দৌড়ে মহেশ ভূপতি এবং সানিয়া মির্জা নিজেদের নাম লিখিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু বিস্ময়কর ভাবে সেই লড়াই থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন লিয়েন্ডার পেজ। যিনি তর্কাতীত ভাবে এ দেশের শ্রেষ্ঠ টেনিস প্লেয়ার। এখানে লিখে রাখা যাক, কোনও প্লেয়ারকে সর্বভারতীয় টেনিস সংস্থার (এআইটিএ) প্রেসিডেন্ট হতে গেলে, সর্বাগ্রে এআইটিএ এসওএম (স্পোর্টস পার্সন অফ আউটস্ট্যান্ডিং মেরিট) লড়তে হবে। সেখানে জিতলে, তার পর টেনিস সংস্থার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হওয়া যাবে। ভূপতি এবং সানিয়া-দু’জনেই এআইটিএ এসওএমে নিজেদের মনোনয়ন জমা করেছেন। কিন্তু লিয়েন্ডার করেননি।

ওয়ানডে সিরিজের প্রস্তুতিতে মগ্ন বিরাট

মরণবাঁচন ম্যাচের আগে চোটে বিধ্বস্ত কিউয়ি শিবির

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই ও ক্রাইসচার্চ, ২৬ অক্টোবরঃ সামনে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। তার আগে মুম্বইয়ের ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে ঘাম ঝরাচ্ছেন বিরাট কোহলি। লাল মাটির পিচে নেটে টানা দু’ঘণ্টা ব্যাটিং। পেসার ও স্পিনারদের বিরুদ্ধে সাবলীল কভার ড্রাইভ, নিখুঁত ফুটওয়ার্ক আর ব্যাকফুটে জমাট রক্ষণ। প্রস্তুতির পরতে পরতে চেনা আত্মবিশ্বাস। অন্যদিকে, টি-টোয়েন্টি সিরিজে ০-২ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা কিউয়ি শিবিরে আচমকা বড় ধাক্কা। ওয়েলিংটনে ভারতের বিরুদ্ধে মরণবাঁচন তৃতীয় টি-টোয়েন্টির আগে জোড়া চোটে ছিটকে গেলেন দলের দুই নির্ভরযোগ্য পেসার ম্যাট হেনরি ও লকি ফার্গুসন। গত সেপ্টেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজে দুরন্ত ছন্দে দেখা যায় বিরাটকে। তিন ম্যাচে ৮৪ গড় ও ১৫৫.৫৫ স্ট্রাইক রেটে ১৬৮ রান। তিরুঅনন্তপুরমে ৮৮ বলে অপরাজিত ১৩৯ রানের ইনিংসে ভর করেই সচিন তেন্ডুলকরের পর দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে ১৫ হাজার ওয়ানডে রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন। পাশাপাশি হাঁকান ৫৫তম শতরানও। ২০২৭ বিশ্বকাপকে পাখির চোখ করে ৪ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা কিউয়িদের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজেও সেই ফর্ম ধরে রাখাই কোহলির লক্ষ্য। ক্রাইস্টচার্চে প্রথম দুই ম্যাচে প্রথমে ২২৫ ও পরে ১৮০ রান তুলেও হারতে হয়েছে। সিরিজ হাতছাড়া হওয়ার জোগাড় নিউজিল্যান্ডের। তার উপর মঙ্গলবার তৃতীয় টি-টোয়েন্টির আগে পেস অ্যাটাকে ধাক্কা। চোটের কারণে গোটা টি-টোয়েন্টি সিরিজ থেকেই ছিটকে গিয়েছেন ম্যাট হেনরি। তিনি ২ নভেম্বর অকল্যান্ডে ওয়ানডে স্কোয়াডে যোগ দেবেন। অন্যদিকে, ছোট চোট ও ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের জন্য ওয়েলিংটন ম্যাচে নেই লকি ফার্গুসন। যদিও অকল্যান্ডে চতুর্থ ম্যাচে তাঁর ফেরার কথা। কিউয়ি কোচ রব ওয়াল্টারের কথায়, ‘‘পাবলিক হলিডের পর স্ক্যান হবে। আমরা সেরাটাই আশা করছি।’’ পেসারদের ওয়ার্কলোড সামলাতে পরিবর্ত হিসেবে টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডে ডাক পেয়েছেন ব্লেয়ার টিকনার ও জশ ক্লার্কসন। তৃতীয় ম্যাচের কভার হিসেবে যোগ দিয়েছেন ম্যাট ফিশার। সিরিজ বাঁচাতে এই ম্যাচে জয় ছাড়া গতি নেই আয়োজকদের।

কম্পানিকে ছাড়া প্রথম ম্যাচ জিতে শীর্ষে ফিরল বায়ার্ন

সংবাদ সংস্থা, বাডেন-ভুর্টেনবের্গ, ২৬ অক্টোবরঃ বুন্ডেসলিগায় রবিবার ফ্রেইবুর্গের মাঠে ৩-১ গোলে জিতেছে শিরোপাধারীরা। এই জয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষেও ফিরেছে তারা। গত শুক্রবার ক্লাবের রিজার্ভ দলের

অনুশীলনে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় বায়ার্ন কোচ ভেসোঁ কম্পানিকে। তাকে ছাড়া এটিই ছিল বায়ার্নের প্রথম ম্যাচ। তার অনুপস্থিতিতে দলের দায়িত্ব সামলেছেন সহকারি কোচ অ্যারন ড্যাঙ্কস। আগের দিন আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টের বিপক্ষে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড জয় পাওয়ায় বায়ার্ন শীর্ষস্থান হারিয়েছিল। সেই অবস্থান পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে ষোড়শ মিনিটে দাইয়ু উপামেকানোর গোলে এগিয়ে যায় তারা। ৪২তম মিনিটে ব্যবধান বাড়ান সের্গে জিনাব্রি। নির্ধারিত সময়ের আট মিনিট বাকি থাকতে বায়ার্ন মিডফিল্ডার টম বিশফের আত্মঘাতী গোল ইউরোপা-পার্ক স্টেডিয়ামে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তবে যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে মাইকেল ওলিসের গোলে বায়ার্নের জয় নিশ্চিত হয়ে যায়। সাত ম্যাচে পাঁচ জয় ও দুই ড্রয়ে বায়ার্নের পয়েন্ট ১৭। সমান পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে নেমে গেছে ডর্টমুন্ড। ১৩ পয়েন্ট করে নিয়ে ফ্রেইবুর্গ তিনে ও বায়ার লেভারকুজেন চারে আছে। বায়ার্নের ক্রীড়া পরিচালক মাক্স ইবের্ল জানিয়েছেন, কম্পানিকে হয়তো কয়েক সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে। ম্যানচেস্টার সিটি ও বেলজিয়ামের প্রাক্তন এই ডিফেন্ডার বর্তমানে হাসপাতালে স্থিতিশীল অবস্থায় আছেন।

১ রানের জন্য ফসকে গেল ডাবল সেঞ্চুরি, নির্বাচকদের বার্তা দিলেন পাডিক্কর

সংবাদ সংস্থা, লিংকন, ২৬ অক্টোবরঃ যশস্বী জয়সওয়াল ও কেএল রাহুলের ব্যর্থতার দিনে জ্বলে উঠলেন টিম ইন্ডিয়ার নির্ভরযোগ্য ব্যাটার দেবদত্ত পাডিক্কল। নিউ জিল্যান্ড ক দলের বিরুদ্ধে ভারতের ক-র হয়ে পাডিক্কল তিনে নেমে করলেন ১৯৯ রান। মাত্র ১ রানের জন্য দ্বিশতরান হাতছাড়া করলেও তাঁর আউট হওয়া নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। তবে বিতর্ক থাকলেও সিনিয়র প্লেয়ারদের ব্যর্থতার দিনে তাঁর ইনিংস ম্যানেজমেন্টকে স্বস্তিতে রাখবে। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত এ দলের স্কোর ছিল ২ উইকেটে ১০৬ রান। পাডিক্কল ৫৬ এবং সাই সুদর্শন ৩৯ রানে ক্রিজে অপরাজিত ছিলেন। তৃতীয় দিন সকালে নেমেই ব্ল্যাক ক্যাপসদের বোলারদের বিরুদ্ধে চালিয়ে খেলতে থাকেন এই দুই বাঁহাতি ব্যাটার। সুইং ও সিম মুভমেন্টকে নিখুঁত ব্যাকফুট পাঞ্চ ও জমাট ডিফেন্সে সামলে স্কোরবোর্ডকে এগিয়ে নিয়ে যান তিনি। তৃতীয় উইকেটে দু’জনের মধ্যে গড়ে ওঠে ২১৫ রানের পার্টনারশিপ। শতরানের দোড়গোড়ায় পৌঁছে মাত্র ৯ রানের আক্ষেপে ৯১ রানে সাই সুদর্শন ফিরলেও থামেননি পাডিক্কল। এরপর যশ রাঠোরের সঙ্গে ফের জুটি বাঁধেন তিনি। চতুর্থ উইকেটে

এই জুটি যোগ করে ১৪২ রান। রাঠোর ৬৬ রান করে আউট হলেও পাডিক্কল ক্রিজে টিকে থাকেন। কিন্তু ১৯৯ রানের মাথায় পেসার জ্যাক গিবসনের এক অফ-কাটার ডিফেন্স করতে গেলে বল কিপার মিচেল হে-র গ্লাভসে জমা পড়ে। নিউ জিল্যান্ড ফিল্ডারদের জোরালো আবেদনে সাড়া দিয়ে আম্পায়ার আউট দেন। এই সিদ্ধান্তে হতভম্ব হয়ে যান পাডিক্কল। মাঠের মধ্যেই ব্যাট দেখিয়ে আম্পাযারের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি আকারে-ইঙ্গিতে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেন বল ব্যাটে লাগেনি এবং ব্যাট ও বলের মাঝে ফাঁক ছিল। যেহেতু এটা আনঅফিসিয়াল টেস্ট তাই এখানে ডিআরএস নেই, ফলে পাডিক্কলকে মাঠ ছাড়তে হয়। পাড্ডিকলের এই ইনিংস ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ও টিম ম্যানেজমেন্টকে স্বস্তি দেবে। আগামী ১৯ নভেম্বর থেকে নিউ জিল্যান্ডের মাটিতেই ভারতের সিনিয়র জাতীয় দল দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে নামবে। তার আগে লাল বলের ক্রিকেটে পাড্ডিকলের এই চোখধাঁধানো ফর্ম নির্বাচকদের কাজ সহজ করে দিল। গত আগস্টেই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ১৬৭ ও ১১৭ রানের ইনিংস খেলে নজর কেড়েছিলেন তিনি। এবার লিঙ্কনের প্রতিকূল কন্ডিশনে ১৯৯ রানের এই রাজকীয় ইনিংস প্রমাণ করে দিল-কিউয়ি পেসারদের চোখ রাঙানি সামলাতে তিনি তৈরি।

এমবাপের জোড়া গোলে বার্সেলোনার মাঠে রিয়াল মাদ্রিদের জয়োল্লাস

ম্যাচ জুড়ে বল দখলের পাশাপাশি আক্রমণে আধিপত্য করল বার্সেলোনা। সৌভাগ্যের ছোঁয়ায় এগিয়ে গেল রেয়াল মাদ্রিদ। বিরতির পর ম্যাচে ফেরার উপলক্ষ পেল হান্সি ফ্লিকের দল। কিন্তু শেষ দিকে তারা হজম করল আরেকটি গোল। কিলিয়ান এমবাপের জোড়া গোলে দারুণ জয়ে শিরোপাধারীদের সঙ্গে ব্যবধান কমাল জুজে মরিনিয়োর দল।

সংবাদ সংস্থা, বার্সেলোনা, ২৬ অক্টোবরঃ কাম্প ন্যুয়ে রবিবার মরসুমের প্রথম ক্লাসিকোয় লা লিগার ম্যাচটি ২-১ গোলে জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ। আয়োজকদের একমাত্র গোলটি করেছেন হাফিনিয়া। এবারের লা লিগায় ৯ জয়ের পর প্রথম ও সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা দ্বিতীয় হারের তেতো স্বাদ পেল বার্সেলোনা। গত মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পিএসজির মাঠে ৪-২ গোলে হেরেছিল স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নরা। ম্যাচের আগে ঘরের মাঠে ফেভারিট ছিল বার্সেলোনাই। তবে সব হিসাব পাল্টে দিল রিয়াল। ১৩ বছর পর মরিনিয়োর ক্লাসিকোয় ফেরার উপলক্ষ রাঙালেন এমবাপেরা। এ দিন দলটির হয়ে গোলের সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ফরাসি তারকা। ১০ ম্যাচে আট জয়ে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে আগের মতো তিন নম্বরেই আছে রিয়াল। তাদের চেয়ে ১ পয়েন্ট বেশি নিয়ে দুইয়ে আতলেতিকো মাদ্রিদ। ২৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা। ম্যাচে ৬২ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ১৮টি শট নিয়ে ছয়টি লক্ষ্যে রাখতে পারে বার্সেলোনা। রিয়ালের ১০ শটের পাঁচটি লক্ষ্যে ছিল। ম্যাচের কয়েক ঘণ্টা আগে বড় ধাক্কা খায় রিয়াল। অসুস্থতায় মহারণ থেকে ছিটকে যান দলটির মূল গোলরক্ষক তিবো কোর্তোয়া। শুরু থেকে বল দখলে রেখে খেলতে থাকে বার্সেলোনা। দলটির একটি ভুলের সুযোগে বল পেয়ে পঞ্চম মিনিটে ডান দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন আর্দা গুল্যার। তবে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি রেয়াল মিডফিল্ডার। দুই পক্ষে আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ চললেও, প্রতিপক্ষ গোলরক্ষককে খুব একটা পরীক্ষায় ফেলার মতো কিছু করতে পারছিল না কেউ। প্রথম ১৫ মিনিটে অ্যান্থনি গর্ডনের দুটি শট সহজেই ঠেকান

মরসুমে প্রথমবার রিয়ালের পোস্ট সামলাতে নামা আন্দ্রি লুনিন। ১৯তম মিনিটে প্রথম কোনো শট লক্ষ্যে রাখতে পারে রিয়াল। বক্সের বাইরে থেকে গুল্যারের নিচু শট ঠেকান গোলরক্ষক জোয়ান গার্সিয়া। ২২তম মিনিটে পেদ্রির দারুণ নৈপুণ্যের পর বল পেয়ে বক্সের বাইরে থেকে উড়িয়ে মারেন বার্সেলোনা অধিনায়ক হাফিনিয়া। ২৪তম মিনিটে ডান দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে বলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এমবাপে। পরক্ষণেই অন্য প্রান্তে আরেকটি সুযোগ পান হাফিনিয়া। গর্ডনের ব্যাকহিল ফ্লিকে বল পেয়ে পোস্টের বাইরে দিয়ে মারেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। চোটের কারণে আগেই কয়েকজন খেলোয়াড় হারানো বার্সেলোনা ৩০তম মিনিটে খায় আরেক ধাক্কা। প্রতিপক্ষের অহেলিয়া চুয়ামেনির সঙ্গে বল দখলের লড়াইয়ে পায়ে আঘাত পেয়ে মাঠ ছাড়েন তরুণ ডিফেন্ডার শাভি এস্পার্ত। তার বদলি নামেন আলেহান্দ্রো বাল্দে। ৩৩তম মিনিটে একটি হাফ চান্স পান এমবাপে। গুল্যারের ক্রসে বক্সে ছুটে গিয়ে ভলি লক্ষ্যে রাখতে পারেননি ফরাসি তারকা। পরের মিনিটে কাছের পোস্টে গর্ডনের শট হাত বাড়িয়ে ঠেকান লুনিন। ৪১তম মিনিটে বার্সেলোনার ভুলে আর ভাগ্যের ছোঁয়ায় এগিয়ে যায় রিয়াল। বক্সে ইয়ান ডিওমান্ডের পাস ক্লিয়ার করার চেষ্টায় বার্সেলোনা ডিফেন্ডার জেরার্দ মার্তিন বল মেরে বসেন ছুটে যাওয়া এমবাপের পায়ে, জড়িয়ে যায় জালে! দুই মিনিট পর দলকে সমতায় ফেরানোর সুবর্ণ সুযোগ হারান ইয়ামাল। ছয় গজ বক্সের কোণায় ফাঁকায় বল পেয়ে ওয়ান-অন-ওয়ানে বাইরে মারেন স্প্যানিশ তারকা। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ নষ্ট করেন ডিওমান্ডে। বাঁ দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে পাশের জালে বল মারেন আইভরি কোস্টের উইঙ্গার। ম্যাচে ফিরতে দ্বিতীয়ার্ধে মরিয়া হয়ে খেলতে থাকে বার্সেলোনা। রিয়াল চেষ্টা করে যায় ব্যবধান বাড়ানোর। ৬১তম মিনিটে গোলের দেখা পায় বার্সেলোনা। কর্নারে পেদ্রি বল পেয়ে বক্সে বাড়ান হাফিনিয়াকে। ব্রাজিলিয়ান তারকার শট ঝাঁপিয়ে পড়া লুনিনের হাত ছুঁয়ে জালে জড়ায়। চলতি লা লিগার সর্বোচ্চ স্কোরার হাফিনিয়ার গোল হলো ১০ ম্যাচে ১৩টি। পাঁচ মিনিট পর এগিয়েও যেতে পারত বার্সেলোনা। কর্নারে মার্তিনের জোরাল হেড জালে জড়াতে যাচ্ছিল, ঝাঁপিয়ে শেষ মুহূর্তে এক হাতে বল ফিরিয়ে দেন লুনিন। ৭৮তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে ইয়ামালের শট পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। ড্রয়ের পথে যখন এগোচ্ছিল ম্যাচ, তখন নির্ধারিত সময়ের তিন মিনিট বাকি থাকতে ব্যবধান গড়ে দেন এমবাপে। মাঝমাঠে দারুণ নৈপুণ্যে ব্যাকহিল ফ্লিকে জুড বেলিংহ্যাম বল দেন মিনিট সাতেক আগে বদলি নামা এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গাকে। সেখানে গুল্যারকে পাস দিয়ে এগিয়ে যান ফরাসি মিডফিল্ডার। এরপর সতীর্থের ফিরতি পাস ধরে বক্সে ঢুকে প্রতিপক্ষের একজনের বাধা এড়িয়ে কাট-ব্যাক করেন তিনি। গোলরক্ষক আগেই পোস্ট ছেড়ে অন্য পাশে চলে আসায় ফাঁকা জালে বল পাঠান এমবাপে। গোলের পর ডাগআউটের পাশে হাঁটু গেড়ে কিছুটা স্লাইড করে উদযাপন করেন মরিনিয়ো। চলতি মরসুমে লা লিগায় ১০ ম্যাচে এমবাপের গোল হলো ১১টি। রিয়ালের জার্সিতে সব মিলিয়ে ১১৬ ম্যাচে শত গোলের মাইলফলক স্পর্শ করলেন ২৭ বছর বয়সি এই ফরোয়ার্ড।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com